বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

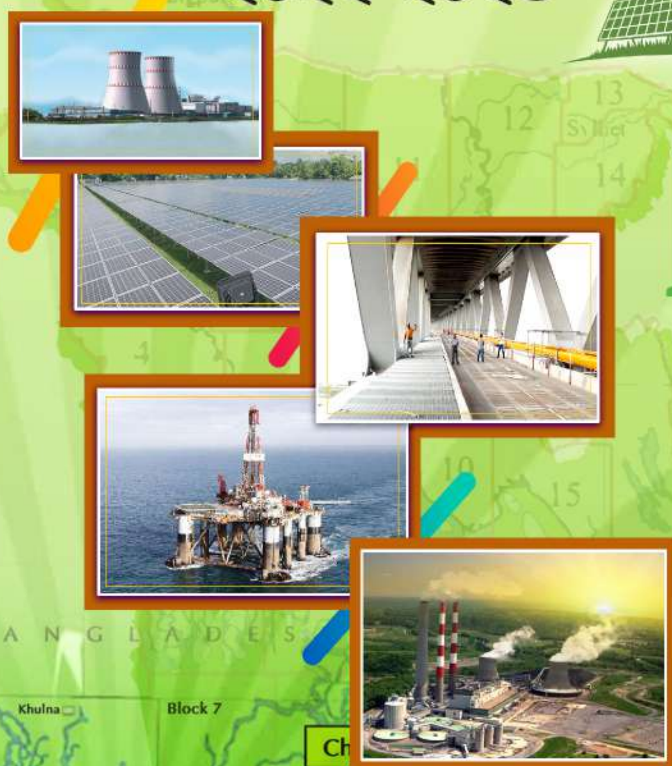

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

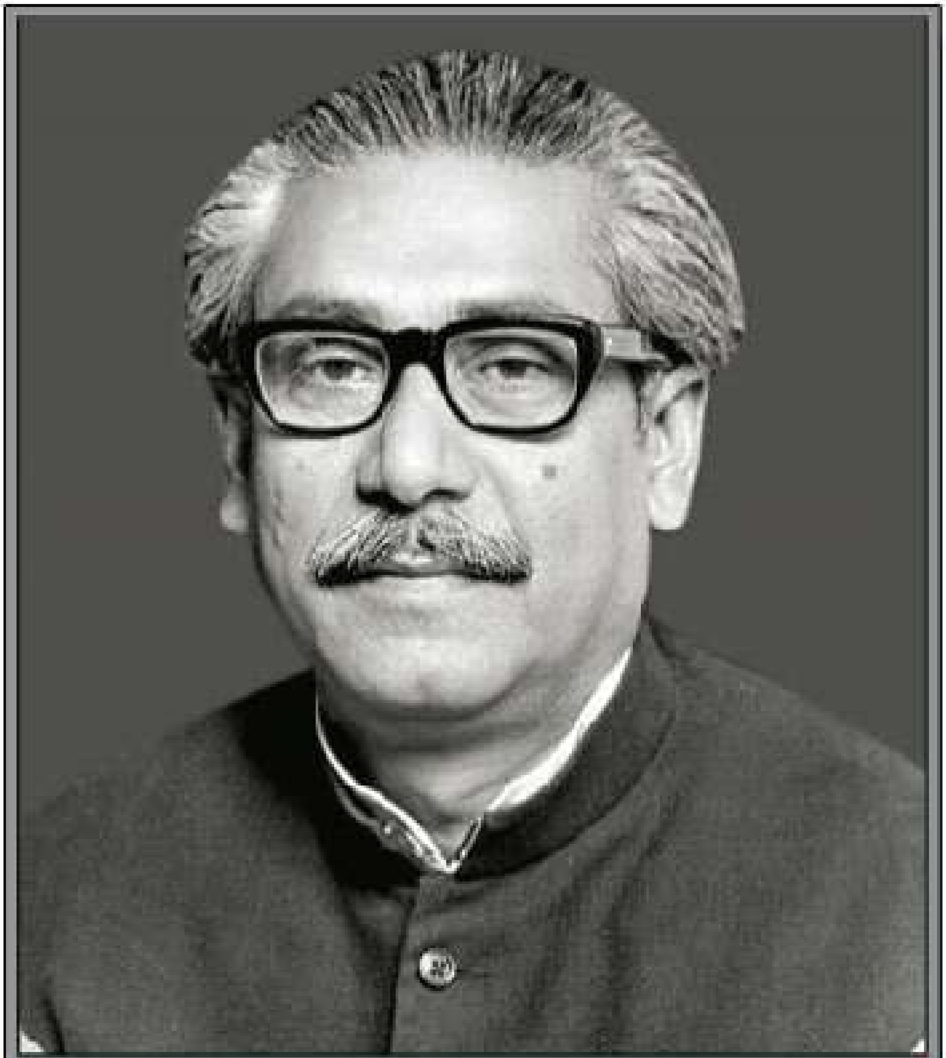

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিবো
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা-আল্লাহ্

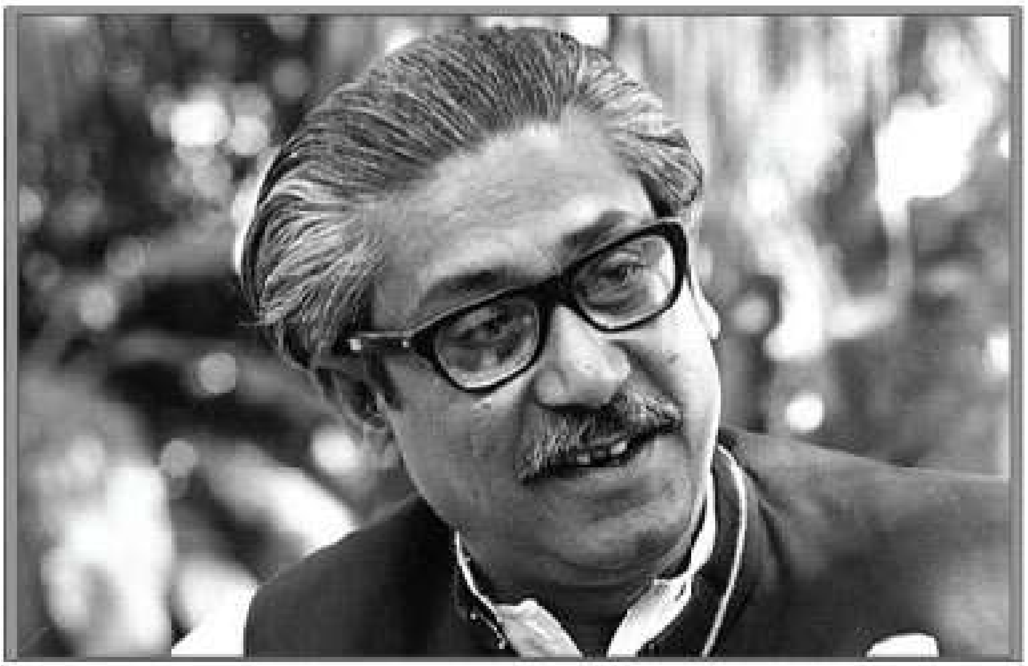

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বৃটিশ তেল কোম্পানি 'শেল অয়েল' হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ৪.৫০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং (১৭ কোটি ৮৬ লাখ টাকা) দাম দিয়ে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন করেন। এটি স্বাধীন বাংলাদেশের জ্বালানি ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম, পি এইচ ডি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
নসরুল হামিদ, এম পি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

সূচীপত্র Annual Report

১.	মুখবন্ধ	পৃষ্ঠা-১৭
২.	কমিশন পরিচিতি ও কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-১৯
	কমিশন গঠন	পৃষ্ঠা-২০
	কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ	পৃষ্ঠা-২১
	চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের প্রোফাইল	পৃষ্ঠা-২৩
	কমিশনের ভিশন, মিশন ও কৌশলগত কর্মপন্থা	পৃষ্ঠা-৩৩
	কমিশনের কার্যপরিধি	পৃষ্ঠা-৩৫
	কমিশনের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো	পৃষ্ঠা-৩৭
	কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো	পৃষ্ঠা-৩৮
	কমিশনের বিভিন্ন সভাসমূহ (কমিশন সভা, সমন্বয় সভা, উন্মুক্ত সভা, গণশুনানি)	পৃষ্ঠা-৩৯
৩.	প্রশাসন শাখার কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-৪৩
৪.	বিদ্যুৎ শাখার কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-৫১
৫.	গ্যাস শাখার কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-৬১
৬.	পেট্রোলিয়াম শাখার কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-৭৩
৭.	আইন ও বিধি শাখার কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-৮১
৮.	অর্থ ও হিসাব শাখার কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-৮৭
৯.	আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কমিশনের সম্পর্ক	পৃষ্ঠা-৯৫
১০.	গবেষণা	পৃষ্ঠা-৯৯
১০.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি) বাস্তবায়ন	পৃষ্ঠা-১০৫
১১.	কমিশনের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	পৃষ্ঠা-১০৯
১২.	কমিশনের বর্তমান ও পূর্বতন চেয়ারম্যানের নামের তালিকা	পৃষ্ঠা-১২৭
১৩.	কমিশনের কর্মকর্তাগণের বিবরণ	পৃষ্ঠা-১২৯
১৪.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	পৃষ্ঠা-১৩৭
১৫.	ফটো গ্যালারী	পৃষ্ঠা-১৪৭

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

মুখবন্ধ

মোঃ নূরুল আমিন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

এনার্জি খাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, বেসরকারি বিনিয়োগে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের মূল লক্ষ্য নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে ২০০৩ সালের ১৩ মার্চ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ পাশের মাধ্যমে নিরপেক্ষ এবং আধা-বিচারিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২১ ধারা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে মহান সংসদে পেশ করার জন্য প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ প্রতিবেদন কমিশনের বাৎসরিক কার্যক্রমের প্রতিফলন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

কমিশন একটি নিরপেক্ষ এবং Quasi-Judicial সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ন্যায্য অধিকার, সুশাসন ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। সূচনালগ্ন থেকেই নিয়মিত উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানির মাধ্যমে যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, গ্রাহক হয়রানি রোধ, প্রিপেইড ও ইভিসি মিটার স্থাপন, মোবাইল বিলিং পদ্ধতি, অনলাইন গ্রাহক সেবা, বার্ষিক বিল পরিশোধ প্রত্যয়ন চালুসহ অসাধু এবং একচেটিয়া ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপর্যুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করতে কমিশন স্বীয় ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এ কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১১ টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আরও ১২ টি প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এর মধ্যে ১০ টি প্রবিধানমালা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

কমিশনের নিকট নিষ্পত্তির জন্য যে সমস্ত বিরোধ আসে তার বেশির ভাগই অবৈধ সংযোগ, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল, মিটার টেম্পারিং, ন্যূনতম বিল আরোপ, বিল বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, ইভিসি মিটারে বিল না করা, Excess Fuel Consumption, Excess Outage বিষয়ে Liquidity Damage আরোপ ইত্যাদি সংক্রান্ত। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কমিশনের নিকট সর্বমোট ৮৩টি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন জমার বিপরীতে ১০২ টি বিরোধ নিষ্পত্তিপূর্বক কমিশন রোয়েদাদ (Award) প্রদান করে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিরোধ ৩৮ টি, গ্যাস (শিল্প ও বাণিজ্য) সংক্রান্ত বিরোধ ৫১ টি এবং গ্যাস (সিএনজি) সংক্রান্ত বিরোধ ১৩টি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত কমিশনে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৬১ টি ও ৩১২ টি। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫৪ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৩৫ টি সহ কমিশনে দাখিলকৃত মোট ২১০ টি ভোক্তা অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) ও ৩৪ এর প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখের আদেশমতে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)'র মূল্যহার নির্ধারণ/-পুনঃনির্ধারণের নিমিত্ত ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গণশুনানি গ্রহণের মাধ্যমে ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে কমিশন কর্তৃক ভোক্তাপর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ জারী করা হয়। কমিশন প্রতিমাসে Saudi CP এর ভিত্তিতে ভোক্তা পর্যায়ে প্রতিমাসে এলপিজি'র মূল্য সমন্বয় করে।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

কমিশন জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৩৭ টি কমিশন সভা, ৪৪ টি বিশেষ কমিশন সভা, ১১ টি সমন্বয় সভা এবং ১ টি গণশুনানি আয়োজন করেছে। এর ফলে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন ১৫৯ টি, সংশোধিত ১১৫ টি ও নবায়ন ৯৭৮ টি সহ মোট ১২৫২ টি লাইসেন্স ; গ্যাস বিপণন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৪২৮ টি লাইসেন্স; পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন ৯৬ টি, সংশোধিত ১২৮ টি ও নবায়ন ২৭৫ টি সহ মোট ৪৯৯ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) এ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত উৎসে করসহ সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১৯,০৯০.৯৪ কোটি (উনিশ হাজার নব্বই দশমিক নয় চার কোটি) টাকা। এর মাধ্যমে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৪৪ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৩৫ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, ০৯ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যৎ এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল গঠন করে। উক্ত তহবিলে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মুনাফা ও সার্ভিস চার্জসহ সর্বমোট সংগৃহীত ১৫,০৮৯.৬৬ কোটি টাকা হতে ১০ টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১১,৯৯৬.৭৬ কোটি (এগারো হাজার নয়শত ছিয়ানব্বই দশমিক সাত ছয়) টাকা অর্থায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য হিসেবে, যমুনা ও পদ্মা নদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশন সংশ্লিষ্ট ৪০০ কেভি ও ২৩০ কেভি রিভার ক্রসিং সঞ্চালন লাইন নির্মাণ" প্রকল্পে এই তহবিল থেকে ১,২৫০.০০ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে।

গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জাতীয় স্বার্থে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিলে জুন ২০২৩ পর্যন্ত উৎসে করসহ ১৫,২৩৭.৪১ কোটি (পনের হাজার দুইশত সাইত্রিশ দশমিক চার এক) টাকা সংগৃহীত হয়েছে। উক্ত তহবিল হতে এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে Revolving ফান্ড হিসেবে এ তহবিল হতে ১৩,২২৭.৪৪ কোটি (তেরো হাজার দুইশত সাতাশ দশমিক চার) টাকা অর্থায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস খাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ০৬ জুন ২০২২ তারিখে বিইআরসি আদেশ নং-২০২২/০৮ এর মাধ্যমে "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশন নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের মোট আয় (নিরীক্ষিত) হয় ৫৭.৭৬ (সাতান্ন দশমিক সাত ছয়) কোটি টাকা। এ থেকে কমিশন সরকারি কোষাগারে প্রদান ১২.০০ (বারো) কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন 'কর্মচারী' অবসর ভাতা ও অবসরকালীন সুবিধাদি পরিকল্প প্রবর্তনের লক্ষ্যে গঠিত তহবিলে ০৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। কমিশন ২০২২-২৩ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদানের সময় লাইসেন্সিদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট বাবদ আনুমানিক ৬.১৬ (ছয় দশমিক এক ছয়) কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব আদায়ে অবদান রেখেছে।

কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সম্পর্কিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা SAFIR, US Department of State, USAID এর প্রোগ্রাম: NARUC, SARI/EI, IRADe, BADGE এবং ERRA, ICER এর সাথে সভা, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও পার্টনারশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিজ মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চুক্তি (APA), iBAS++ System Electronic Fund Transfer (EFT), ডি-নথির ব্যবহার এবং বাস্তবায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে।

গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিত করার নিমিত্ত গ্রীড কোড প্রণয়ন, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তন, পরিবেশ সংরক্ষণ, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, নিজস্ব ভবন নির্মাণ, কোড অব স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, টেস্টিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা, নতুন সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন, জনবল বৃদ্ধিকরণ এবং কমিশনের সকল কার্যক্রম স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি খাতে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কমিশন একটি আত্মসম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে ।

কমিশনের কাজে সহযোগিতার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের প্রতি কমিশন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

পরিশেষে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ নূরুল আমিন)

কমিশন পরিচিতি ও কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

কমিশন গঠন

বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে ২০০৩ সালের ১৩ মার্চ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ পাশের মাধ্যমে নিরপেক্ষ এবং আধা-বিচারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আইন মোতাবেক কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এর কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ

মোঃ নূরুল আমিন
চেয়ারম্যান

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী
সদস্য

ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি
সদস্য

আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান
সদস্য

মোঃ কামরুজ্জামান
সদস্য

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

মোঃ নূরুল আমিন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

মোঃ নূরুল আমিন চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার ৪নং পশ্চিম সুবিদপুর ইউনিয়নের আইটপাড়া গ্রামে ১০ জুন ১৯৬১ খ্রি. তারিখে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় মাস্টার্স ডিগ্রি লাভের পর ১৯৮৪ সালে প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষায় পাস করে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে ১৯৮৬ সালের ২১ জানুয়ারি যোগদান করেন।

তিনি সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রথম দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা কালেক্টরেটে। ২ বছর দায়িত্ব পালনের পর তিনি ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় সহকারি কমিশনার হিসেবে বদলি হন। সেখানে ২ বছর দায়িত্ব পালনের পর মাদারিপুরের রাজৈর উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি হন। সেখানে ৩ বছর দায়িত্ব পালনের পর তিনি ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা পদে ঝালকাঠি কালেক্টরেটে বদলি হন। সাড়ে ৩ বছর সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে মুন্সিগঞ্জ এর লৌহজং উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে দায়িত্ব পান। ৩ বছর দায়িত্ব পালন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে বদলি হন লক্ষিপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলায়।

এরপর তিনি মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জে জেলা পরিষদ, সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পান। এই দায়িত্ব ৩ বছর পালনের পর উপসচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। উক্ত দায়িত্বের ২ বছর পর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ স্কুল নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে দেড় বছর দায়িত্ব পালনের পর ২০০৯ সালে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নেত্রকোনা হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। উল্লেখ্য তিনি ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পদক গ্রহণ করেন। দেড় বছর পর যশোরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি হন। প্রায় ২ বছর দায়িত্ব পালনের পর তিনি যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। সেখানে ৮ মাস দায়িত্ব পালনের পর বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের দায়িত্ব পান। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্ম সম্পাদন শেষে ২ বছর পর অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়ক ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে ২০১৪ সালের মার্চে দায়িত্ব লাভ করেন। অতঃপর তিনি ২০১৮ সালের মার্চ মাসে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে পদোন্নতি পান। তিনি বদলি হয়ে সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করেন এবং একই মন্ত্রণালয়ে পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়র সচিব হন। দীর্ঘ কর্মজীবন শেষ করে ২০২০ সালের জুন মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

অনবদ্য প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য সরকার তাঁকে আবার ২০২২ সালের মে মাসে কর্মসংস্থান ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করেন, সর্বশেষ তিনি ২০২৩ সালের ২২ মার্চ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর 'চেয়ারম্যান' (সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির পদমর্যাদা সম্পন্ন) পদে নিয়োগ লাভ করে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় কাজে তিনি আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, নেদারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিজি, থাইল্যান্ড, চীন, মালয়েশিয়া, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব, ভারত, নেপাল ও ভুটান সফর করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী

সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সালে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এ সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। কমিশনের যোগদানের পূর্বে তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৯ম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। সহকারি কমিশনার, ঝিনাইদহ জেলায় যোগদানের মাধ্যমে তিনি মাঠ প্রশাসনে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি নেজারত ডেপুটি কালেক্টর ও ১ম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম কালেক্টরেটে দায়িত্ব পালন করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে ফেনী সদর ও চকরিয়ায় দায়িত্ব পালন শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ছিলেন গাজীপুর জেলায়। তিনি প্রেষণে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন ও সিপিটিউ, আইএমইডিতে যথাক্রমে সচিব ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুনামগঞ্জ জেলায় জেলা প্রশাসক ও বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সহকারি সচিব হিসেবে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিবালয়ে প্রথম দায়িত্ব পালন করেন। উপসচিব ও যুগ্মসচিব হিসেবে ইআরডি, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে কাজ করার তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। পরবর্তীতে সচিব হিসেবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তিনি অবসরে গমন করেন। মাঠ প্রশাসন ও সচিবালয়ের সকল স্তরে তাঁর দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তিনি শিক্ষা জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেন। পরে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে বায়োডাইভারসিটিতে পিএইচডি করেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে পলিসি ফর্মুলেশন ও লিডারশিপের উপর কোর্স সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবনে জনাব চৌধুরী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী, চেক রিপাবলিক, বেলজিয়াম, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, জাপান, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, ভারত, ব্রাজিল, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশ সফর করেন।

জনাব মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিবাহিত এবং দুই সন্তানের গর্বিত জনক। তাঁর স্ত্রী মাসুমা আক্তার একজন গৃহিণী। তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা নাবিলা ইয়াসমিন ফাহিমা। তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা নামিরা ইয়াসমিন ইলমা যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে স্নাতকোত্তর শ্রেনি এবং ইব্রাহিম মেডিক্যালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধ্যায়নরত।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

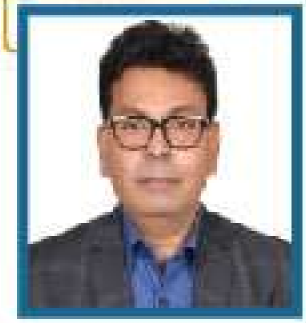

ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলায় ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮০ সালে মাধ্যমিক ও ১৯৮২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বি.কম. (সম্মান) ও এম.কম. ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৯ সালের ২০ ডিসেম্বর ৮ম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার, খুলনা বিভাগে যোগদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। তিনি সহকারী কমিশনার হিসেবে মাঠ প্রশাসনে প্রথমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরায় যোগদান করেন। তিনি নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঝিনাইদহ, নোয়াখালী জেলায় মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে বর্ণাঢ্য কর্মকাল শেষ করে ২০০৫ সালে বদলি হয়ে ঢাকায় আগমন করেন। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ভূমি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, CPTU, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে (সিনিয়র সহকারী সচিব-অতিরিক্ত সচিব) প্রশংসার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব থাকাকালে মার্চ ২০২১ থেকে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব উন্নয়ন এবং একই সময়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানীর চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। তিনি ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে পিআরএল-এ গমনের পর ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ হতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের সম্মানিত সদস্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন এবং বর্তমানে সততা ও সুনামের সাথে কর্মরত রয়েছেন।

সুদীর্ঘ চাকুরিকালীন তিনি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন: উল্লেখযোগ্য কতিপয় হল: (i) MATT Stage-1(BPATC and Civil Service College, Singapore) (ii) MATT Stage-2 (wolverhampton University, UK) (iii) NDC(National Defiance College, Dhaka) (iv) Administering Environment and Development in 21st Century's Information Era (AIT, Thailand) (v) Adv. International Training Program in Education for Sustainable Development (Uppsala University, Sweden and Tongi University of Technology, Shanghai, China (vi) E-Government Public Service Transformation (NUS, Singapore).

সরকারি চাকুরিকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত সুইডেন, বেলজিয়াম, জার্মানী, নেপাল, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ডেনমার্ক, কেনিয়া, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, সৌদিআরব, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চায়না, তুরস্ক ও থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেন।

চাকুরিকালীন তিনি National Academy for Planning and Development থেকে PG Diploma in Development Planning, বেসরকারী ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নয়ন অধ্যয়ণ বিষয়ে MDS ডিগ্রী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে "Government and NGO Partnership in Non Formal Education" বিষয়ে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্র অবস্থা থেকে তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত আছেন। বর্তমানে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার বিসিএস ক্যাডার অফিসার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে সহায়তা দান তাঁর অন্যতম আগ্রহের বিষয়। ব্যক্তি জীবনে তিনি বিবাহিত ও দুই পুত্র সন্তানের জনক।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

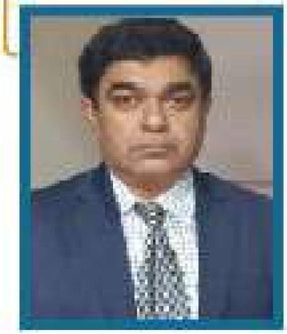

আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান

সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান ০১ জানুয়ারী ১৯৬৪ খ্রিঃ তারিখে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার সাবদিন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শিংজানী গ্রামে। তিনি রংপুর শহরের মাধবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রংপুর জেলা স্কুল ও কারমাইকেল কলেজ এ অধ্যয়ন শেষে ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) থেকে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

চাকুরি জীবনের শুরুতে তিনি বেশ কয়েক বৎসর ইউনিফিল টেক্সটাইল মিলস, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ (বিপিআই), কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (KPM) ও যমুনা সার কারখানা (JFCL) এ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর তিনি ১১তম বিসিএস এ প্রশাসন ক্যাডার এ যোগদান করেন। মাঠ প্রশাসনে দীর্ঘদিন তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারি কমিশনার (ভূমি), ইউএনও, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডি এল জি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বিধায় বিদ্যুৎ বিভাগে দীর্ঘসময় উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের টেকনিক্যাল ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর মহাপরিচালক এর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯/০২/২০২৩ তারিখে তিনি ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। সরকারি চাকুরীরত অবস্থায় তিনি ডিউক ইউনিভার্সিটি (USA) সহ বেশ কয়েকটি দেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ২০ (বিশ) টিরও অধিক দেশ ভ্রমন করেছেন।
পারিবারিকভাবে তিনি ০২ পুত্র সন্তানের জনক।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

মোঃ কামরুজ্জামান
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোঃ কামরুজ্জামান ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। কমিশনে যোগদানের পূর্বে তিনি পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে ১৯৮৩ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব কামরুজ্জামান ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে পেট্রোবাংলার একটি অন্যতম রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানিতে সহকারি রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী হিসেবে চাকুরি জীবন শুরু করেন। কোম্পানিতে চাকুরিকালে গ্যাস ফিল্ড পরিচালনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় জনাব কামরুজ্জামান প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে গ্যাস প্রসেসিং প্ল্যান্ট ডিজাইন, অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড, গ্যাস কূপ ড্রিলিং ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম, গ্যাস ফিল্ডস্ পরিচালনা ও উন্নয়ন, গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন ও অপারেশন ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি ৩ (তিন) বছরেরও অধিক সময় বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দায়িত্ব পালনকালে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থার জন্য ২০১৬ সালের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহে এ কোম্পানি জ্বালানি সেক্টরে ১ম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

জনাব মোঃ কামরুজ্জামান ২০১৮ সালের জুন মাসে পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) হিসেবে অপারেশন ও মাইন্স পরিদপ্তরে পদায়িত হন। এ সময় তিনি পেট্রোবাংলার ১৩টি কোম্পানির অপারেশনাল কার্যক্রম তদারকিসহ কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা এবং কোম্পানিসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি পেট্রোবাংলার এলএনজি সেলের প্রধান হিসেবে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল এর অপারেশনাল কার্যক্রম সমন্বয় এবং এলএনজি আমদানি ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন এবং মাতারবাড়ীতে এলএনজি ল্যান্ড টারমিনাল স্থাপনের প্রাথমিক কার্যাবলী ও ফিজিবিলিটি স্টাডির লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি প্রায় ৯ (নয়) মাস অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পেট্রোবাংলার অধীনস্থ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন।

তিনি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য/পরিচালক হিসেবে পেট্রোবাংলার ৪টি কোম্পানি - বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এবং বড়পুকুরিয়া কোলমাইনিং কোম্পানি লিমিটেড, পিডিবির আওতাধীন ১টি কোম্পানি - নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এর দায়িত্ব পালন করেন।

গ্যাস সেক্টরে জনাব কামরুজ্জামান এর প্রায় দীর্ঘ ৩৬ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন সভা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, নেদারল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, মিশর, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারত সফর করেন।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশনের ভিশন, মিশন ও কৌশলগত কর্মপন্থা

ভিশন

এনার্জি খাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ।

মিশন

১. সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য অভিন্ন সুযোগ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা।
২. এনার্জি খাতে জ্বালানি ব্যবস্থাপনা, ট্যারিফ নির্ধারণ এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণে স্বচ্ছতা আনয়ন করা।
৩. জ্বালানি খাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।
৪. কর্ম এবং উদ্দীপনা ভিত্তিক রেগুলেশন চালু করা।
৫. এনার্জি খাতে সকল স্টেকহোল্ডারদের সুষম কর্ম-মাপকাঠি নির্ধারণ এবং সরবরাহের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করা।

কৌশলগত কর্মপন্থা

১. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন করা।
২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
৩. প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও উত্তম চর্চার মাধ্যমে কমিশনের কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।
৪. ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পেট্রোলিয়মজাত পদার্থের সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় রেগুলেটরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫. জ্বালানি বিষয়ক বিভিন্ন কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড, গাইডলাইনস্ ও প্রবিধান প্রণয়ন করা।
৬. ভোক্তার স্বার্থ-সংরক্ষণ এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির নিমিত্ত গবেষণা পরিচালনা।

কমিশনের কার্য পরিধি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধ্যায় ৪

১. ধারা ২২ : কমিশনের কার্যাবলী :

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানী ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানী ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;
(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;
(গ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;
(ঘ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাহার চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
(ঙ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;
(চ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও উহার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;
(ছ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;
(জ) লাইসেন্সীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;
(ঝ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে, প্রয়োজনবোধে, সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;
(ঞ) লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং
প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে আরবিট্রেসনে প্রেরণ করা;
(ট) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;
(ঠ) প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং
(ড) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হইলে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুদকরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান, ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

২. ধারা ২৩ : তদন্ত সম্পর্কিত ক্ষমতা :

(১) এই আইনের অধীন কোন তদন্ত বা কার্যধারার উদ্দেশ্যে কমিশনের ঐ সকল ক্ষমতা থাকিবে যেইসকল ক্ষমতা দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন মামলা বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালতের থাকে, যেমন-

(ক) সাক্ষীর সমন ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও শপথের মাধ্যমে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;
(খ) কোন দলিল বা সাক্ষ্য হিসাবে দাখিল হইতে পারে এমন গুরুত্বপূর্ণ কোন দলিল উদ্‌ঘাটন এবং উপস্থাপন করা;
(গ) শপথ পত্রের মাধ্যমে প্রমাণাদি সংগ্রহ;
(ঘ) কোন আদালত বা অফিস হইতে পাবলিক রেকর্ড তলব করা;
(ঙ) শুনানী মুলতবী রাখা;
(চ) পক্ষগণের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি নিশ্চিতকরণ; এবং
(ছ) কমিশন কর্তৃক উহার সিদ্ধান্ত, নির্দেশ বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করা।

(২) কমিশন উহার সম্মুখে পরিচালিত কোন কার্যধারা বা শুনানী বিষয়ে অন্তরবর্তী আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি ক্রয়, উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সম্পর্কিত বা উক্তরূপ কোন আন্ডারটেকিং এর কর্মকান্ড বা অন্য কোন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বই, হিসাব বা অন্য কোন দলিল, যাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের স্বার্থে প্রয়োজন, কোন ব্যক্তির হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে, তাহা হইলে কমিশন উক্ত ব্যক্তিকে বই, হিসাব বা দলিল কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কমিশনের কোন কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করিতে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাইতে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তির নিকট বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোন তথ্য, যাহা এই আইনের অধীন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন, উক্ত কর্মকর্তাকে সরবরাহ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের অধীন কোন তদন্ত বা কার্যধারা চলাকালীন কমিশনের নিকট যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, তদন্তাধীন ইউনিট বা ব্যক্তির স্বার্থ সম্পর্কিত কোন বই বা হিসাব বা দলিল, যাহা উক্ত তদন্তে উপস্থাপন করা প্রয়োজন হইবে, উহার ধ্বংস, আংশিক নষ্ট, পরিবর্তন, জাল করা হইতেছে বা লুকানো হইতেছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, উহার কোন কর্মকর্তাকে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধীন নিযুক্ত পরিদর্শক প্রবেশ, অনুসন্ধান এবং জব্দ করিবার যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে

(৫) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন উহার কার্যাবলী সম্পাদনের স্বার্থে কোন ব্যক্তি বা লাইসেন্সীর নিকট হইতে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য যে কোন সময়তলব করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিতরণ, ক্রয়, সরবরাহ বা ব্যবহারের সহিত সম্পর্কিত কোন বিষয়;

(খ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

(৬) কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সাথে কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, প্রয়োজনে, আলোচনা করিতে পারিবে।

(৭) বিদ্যুৎ আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিতরণ বা সরবরাহ কাজে নিযুক্ত কোন লাইসেন্সী Telegraph অ্যাক্ট, ১৮৮৫ (XIII of 1885) এর অধীন টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষের টেলিগ্রাফ লাইন ও পোস্ট বসানো সংক্রান্ত বিষয়ে যেই ক্ষমতা রহিয়াছে সেই ক্ষমতা, আদেশে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, অর্পণ করিতে পারিবে।

(৮) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে লিখিত আদেশ দ্বারা, গ্যাস সঞ্চালন, মজুতকরণ, বিতরণ বা সরবরাহের কাজে নিযুক্ত কোন লাইসেন্সীকে প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ এর অধীন এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে যে ক্ষমতা রহিয়াছে সেই ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো

সরকার অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কমিশনের মোট জনবল ৮১ জন।
অনুমোদিত ও কর্মরত জনবলের সংখ্যা নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত ২০২১-২০২২ অর্থবছর	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	চেয়ারম্যান	০১	০১	--	
২	সদস্য	০৪	০৪	--	
৩	সচিব	০১	০১	--	
৪	পরিচালক	০৪	০৩	০১	২ জন সংযুক্তি
৫	উপপরিচালক	০৮	০৮	--	১ জন সংযুক্তি
৬	একান্ত সচিব	০১	০১	--	
৭	সহকারী পরিচালক	১৬	১২	০৪	১ জন সংযুক্তি
৮	ব্যক্তিগত সহকারী	১০	০৯	০১	
৯	অফিস সহকারী/ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০৭	০৭	--	
১০	হিসাব সহকারী/ক্যাশিয়ার	০১	০১	--	
১১	গাড়িচালক	০৮	৮+৫*+১**	--	*অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০৫ জন গাড়িচালক চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত আছে। **দৈনিক মজুরিভিত্তিক ০১ জন গাড়িচালক নিয়োজিত আছে।
১২	অফিস সহায়ক	১৮	১৬+০৩**	০২	** দৈনিক মজুরিভিত্তিক ০৩ জন নিয়োজিত আছে।
১৩	নিরাপত্তা প্রহরী	০২	০২	--	
১৪	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	--	**০২		** দৈনিক মজুরিভিত্তিক নিয়োজিত আছে।
	মোট	৮১	৮৪	০৮	

উল্লেখ্য, কমিশনের সংশোধিত জনবল কাঠামো চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

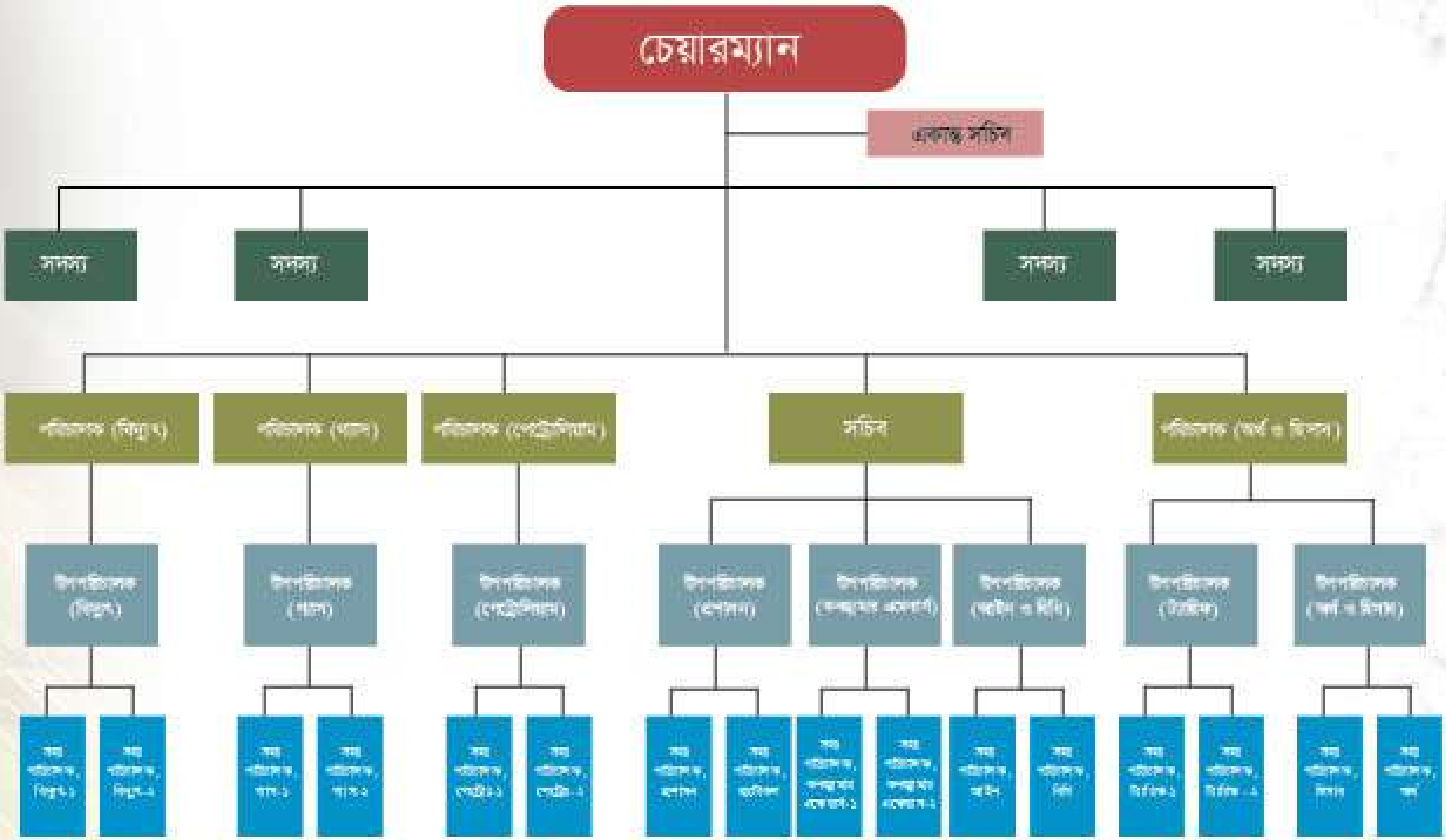

বিঃদ্রঃ কমিশনের বিদ্যমান অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে আরো নতুন ৭৬ (ছিয়াত্তর) টি পদ সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। যা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

কমিশনের বিদ্যমান অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ৭৬ (ছিয়াত্তর) টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

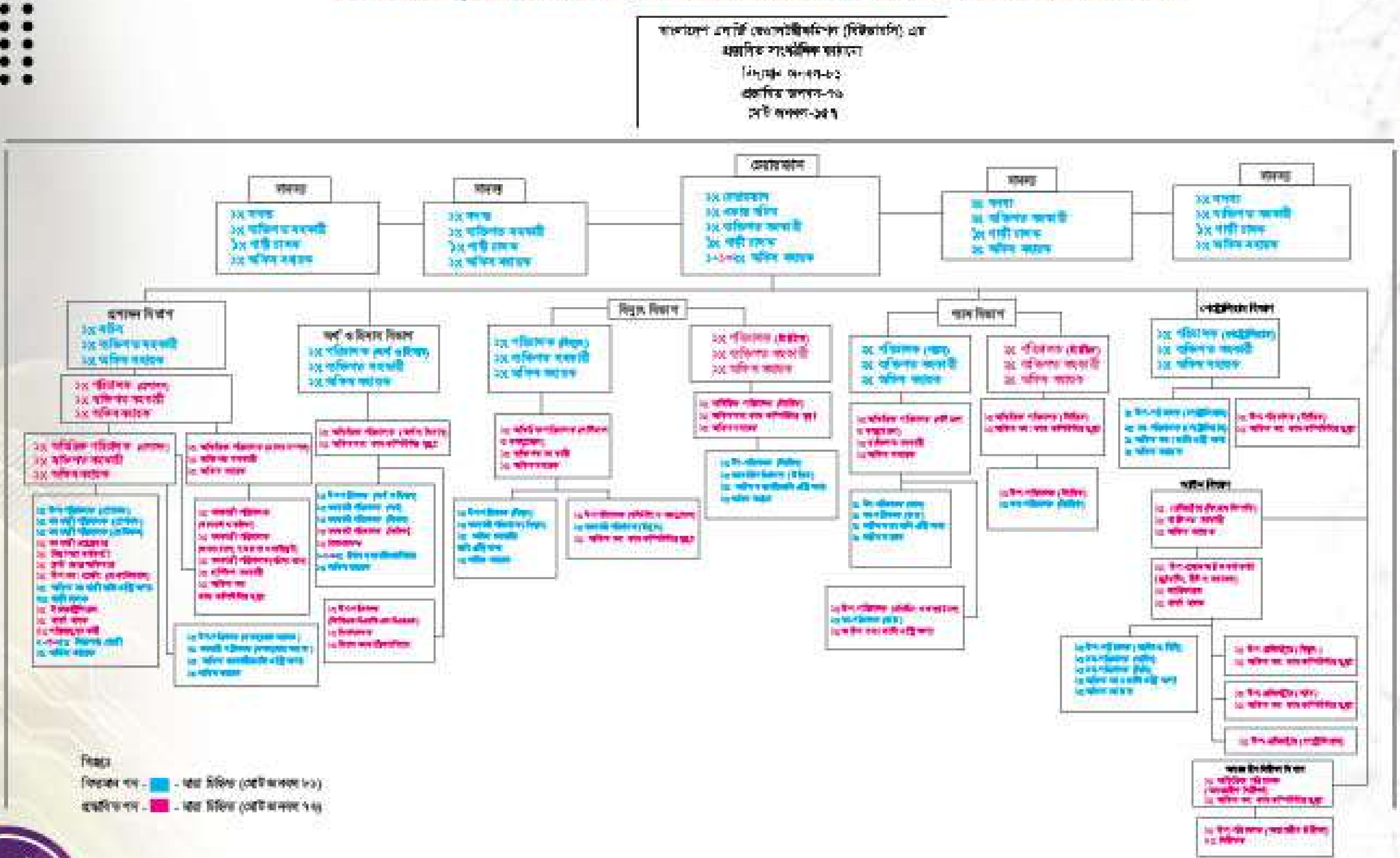

কমিশন সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী পরিপূর্ণ কোরামের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় লাইসেন্স অনুমোদন ও কমিশনের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও জরুরী/গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশন বিশেষ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। গত ৫ (পাঁচ) অর্থবছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার বিবরণ:

সারণি-১: কমিশনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	কমিশন সভার সংখ্যা	বিশেষ কমিশন সভার সংখ্যা	মোট
২০১৮-১৯	৩৮	৫	৪৩
২০১৯-২০	৪১	৮	৪৯
২০২০-২১	৫০	২৫	৭৫
২০২১-২২	৩২	৫৪	৮৬
২০২২-২৩	৩৭	৪৪	৮১

কমিশন সভায় উপস্থিত মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, সচিব, পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা

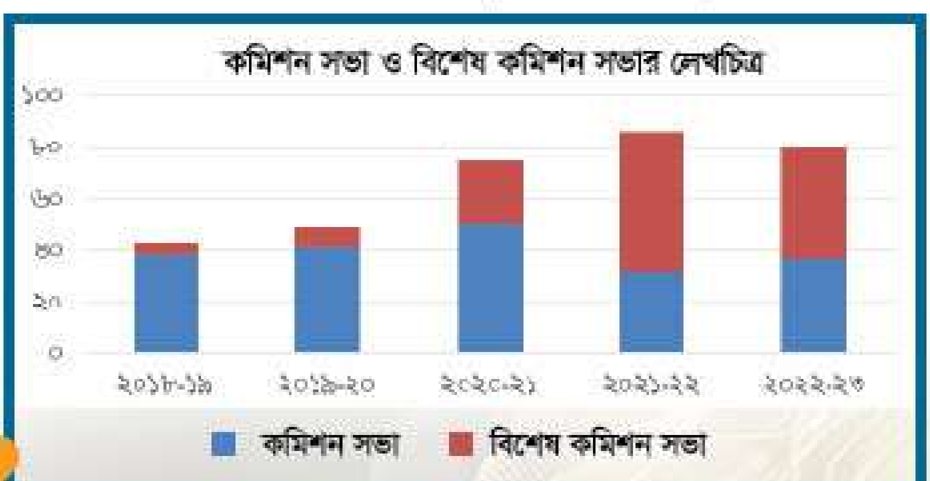

লেখচিত্র-১: ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরভিত্তিক কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার চিত্র

সমন্বয় সভা

কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিদ্যমান কর্মকাণ্ডের সার্বিক বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য কমিশনে নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সমন্বয় সভায় পূর্ববর্তী মাসে গৃহিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সমন্বয় সভায় কমিশনের সকল শাখার দাপ্তরিক কার্যক্রম পর্যালোচনা, অফিসের কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও কর্মচারীদের আইনানুগ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিশদভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সভা চালু করার ফলে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা কমিশনের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সারণি-২ : বিগত ৪ বছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার পরিসংখ্যান

অর্থবছর	সভার সংখ্যা
২০১৮-১৯	১২
২০১৯-২০	১০
২০২০-২১	১০
২০২১-২২	১০
২০২২-২৩	১১

সমন্বয় সভায় উপস্থিত মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, সচিব, পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা

গণশুনানি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৪) এবং ৩৪(৬) অনুযায়ী কমিশন জনগুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে বিশেষ করে ট্যারিফ নির্ধারণ ও পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি দেয়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য সকল স্টেকহোল্ডারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় কমিশন ভোক্তা প্রতিনিধিগণের মতামত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। ভোক্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন গণশুনানি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটসহ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে।

সারণি-৩: ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর ভিত্তিক গণশুনানি

অর্থবছর	আবেদনের সংখ্যা	শুনানির সংখ্যা			
		বিদ্যুৎ সংক্রান্ত	গ্যাস সংক্রান্ত	পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ সংক্রান্ত	মোট
২০১৮-১৯	৮	-	৮	—	৮
২০১৯-২০	৮	৮	-	—	৮
২০২০-২১	৮	—	—	১	১
২০২১-২২	১৮	১	৮	৯ (এলপিজি)	১৮
২০২২-২৩	৭	৭	—	—	৭
মোট	৪৯	১৬	১৬	১০	৪২

বিদ্যুতের সঞ্চালন ট্যারিফ এবং বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব/আবেদনসমূহের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণের শুনানিতে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

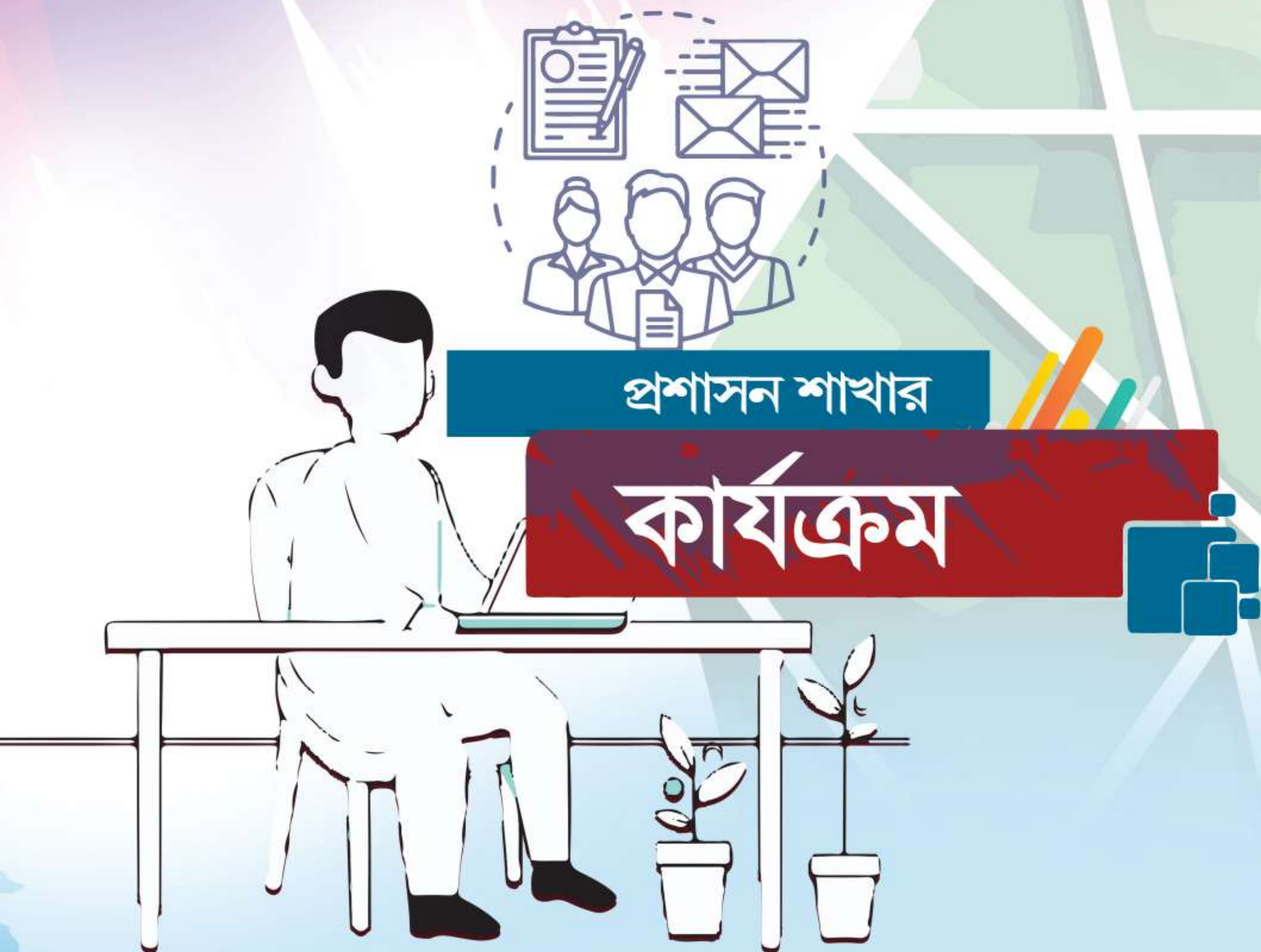

প্রশাসন শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কার্যক্রম

কমিশনের জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, বদলি, কমিশন সভা, সমন্বয় সভা, উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানীসহ বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজন, অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, স্টোর ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, প্রটোকল এবং ডেসপাস নিয়ন্ত্রণসহ বিবিধ কার্যক্রম প্রশাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে এনার্জি খাতে রেগুলেটরী ধারণা অতি সাম্প্রতিক বলা যায়। কমিশনে কর্মরত নিজস্ব, প্রেষণ ও সংযুক্তিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, আইনে বর্ণিত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন, বিইআরসিকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যুগোপযোগি ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বিবেচ্য সময়ে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সকল কর্মচারীর বার্ষিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। SAFIR এর আয়োজনে ভারতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কমিশনের মোট ৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরের কমিশনে কর্মচারীদের জন্য নিম্নবর্ণিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে :

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	অংশগ্রহণকারী
০১	গত ২৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখ "অফিস ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন।	কর্মকর্তা
০২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১২-০৪-২০২৩ তারিখে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন।	কর্মকর্তা
০৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন।	কর্মচারী
০৪	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে iBAS++ System Electronic Fund Transfer (EFT) এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ পদ্ধতি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	কর্মকর্তা-কর্মচারী
০৫	কমিশনের কর্মকর্তাগণের জন্য ডি-নথির ব্যবহার এবং বাস্তবায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গত ৭, ৮ ও ১০ মে ২০২৩ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।	কর্মকর্তা-কর্মচারী
০৬	কমিশনের কর্মচারীদের জন্য ডি-নথির ব্যবহার এবং বাস্তবায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গত ১৪, ১৫ ও ১৭ মে ২০২৩ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।	কর্মকর্তা-কর্মচারী
০৭	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর উপর প্রশিক্ষণ গত ০৫ জুন ২০২৩ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।	কর্মকর্তা-কর্মচারী
০৮	নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গত ১৪ জুন ২০২৩ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে: ক) Duties and Responsibilities of Public Servants খ) Morality and Ethics গ) যানবাহন ব্যবস্থাপনা এবং গাড়িচালকদের আচরণ ও দায়িত্বাবলী ঘ) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ২০১৮ ঙ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮	কর্মচারী
০৯	নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গত ২১ জুন ২০২৩ তারিখ এবং ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে: ক) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ খ) Duties and Responsibilities of Public Servants, Morality and Ethics গ) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ ঘ) ছুটি বিধিমালা, ভ্রমণভাতা বিধিমালা এবং সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল ঙ) সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ২০১৮ চ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮	কর্মকর্তা-কর্মচারী

বিইআরসি কার্যালয়ে আয়োজিত একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে সেশন পরিচালনা করছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আমিন

নিজস্ব ভবন নির্মাণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে এনার্জি সাশ্রয়ী ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত গ্রীন বিল্ডিং (আগারগাঁও, শেরে-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং-এফ৪/সি এর ০.২৪৫ একর বা ১৪.৭ কাঠা) নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

কমিশনের নিজস্ব স্থায়ী ভবনের প্রস্তাবিত নকশা

টেস্টিং ইন্সটিটিউট স্থাপন

দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহার পর্যায়ে ব্যবহৃত Tools and Equipments Gi Standardization নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের Up-stream এবং Down stream এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যবহার পর্যায়ে সিস্টেম লস কমিয়ে আনা সম্ভব। চাহিদাকৃত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অধিকাংশ সরকারি উদ্যোগে আমদানি হচ্ছে। আমদানীকৃত এ সকল সামগ্রীর মান যথাযথ কিনা এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণে বিইআরসি'র অধীনে টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশনের অনুকূলে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ০১ নং সেক্টরে ২০৩ নং রাস্তার ০০১ নং প্লটের ১ (এক) বিঘা আয়তনের জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। রাজউক হতে জমির মালিকানা/দখল পাওয়ার পর টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আউটরিচ কর্মসূচি

জ্বালানি খাতের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করাও যেমন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর দায়িত্বের অংশ তেমনি ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা, ভোক্তাদের অধিকার, সচেতনতা বৃদ্ধি করাও কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তৃণমূল পর্যায়ে আউটরিচ প্রোগ্রামের আয়োজন করে আসছে। আউটরিচ প্রোগ্রামে তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন বিতরণ সংস্থা কর্তৃক প্রদেয় সেবারমান সম্পর্কে ভোক্তাদের মতব্য এবং বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে মতবিনিময়সহ ইউটিলিটির কর্মকর্তাগণ সরাসরি অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে জবাব প্রদান করেন। উল্লিখিত কর্মসূচীর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ভোক্তা, সেবাদানকারী সংস্থা ও প্রশাসনের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলা এবং উদ্ভূত সমস্যার সুরাহায় সকল পক্ষের মধ্যে একটি অর্থবহ সংলাপের আবহ সৃষ্টি করা যা উল্লিখিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও এনার্জি ব্যবহার সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিতেও আউটরিচ কর্মসূচী সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশন হতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২০(বিশ)টি আউটরিচ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে। আগামী সময়ে পর্যায়ক্রমে দেশের সব অঞ্চলে আউটরিচ কর্মসূচী আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

সিরাজগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম বিষয়ে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আমিন

অভিযোগ বক্স

কমিশনের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চয়তা করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রবেশমুখে একটি স্বচ্ছ অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে আগত সেবা প্রার্থী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি/স্টেকহোল্ডারগণ কমিশনের সেবার বিষয়ে কোনো পরামর্শ/অভিযোগ থাকলে তা অভিযোগ বাক্সে জমা দিতে পারেন।

এছাড়া অনলাইনে
complain.berc@gmail.com
ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি

ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ করা কমিশনের অন্যতম আইনী দায়িত্ব। ভোক্তা অভিযোগের বিষয়টি কমিশন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে তা নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। কমিশনে 'কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স' নামে আলাদা একটি শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ৫৪ ধারায় ভোক্তা অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা আছে।

এনার্জি সেবা বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ বা অসুবিধা সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি/সংস্থা হতে যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে নিষ্পত্তি না করা হলে সে বিষয়ে কমিশনে আবেদন করা যাবে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫৪ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩৫ টিসহ কমিশনে দাখিলকৃত মোট ২১০ টি ভোক্তা অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আইসিটি সেলের কার্যক্রম

ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম

আইসিটি সেল কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আধুনিক ও যুগোপযোগি প্রযুক্তির সংযোজনের পাশাপাশি সেবাসমূহকে সহজীকরণ এবং সময়ানুগ পদ্ধতিতে ই-সার্ভিসসমূহ কমিশনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম কাজ করছে। কমিশনের একজন পরিচালক, একজন উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব) এবং চারজন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইনোভেশন টিমের মাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কমিশনের ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান। লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রমকে সেবা গ্রহীতাদের কাছে সহজলভ্য এবং দ্রুত করার লক্ষ্যে অনলাইন ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরির সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ হতে জ্বালানি খাতের বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ই-লাইসেন্সিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাগণ অনলাইনে কমিশন হতে প্রদত্ত সকল প্রকার লাইসেন্সের আবেদন করতে পারছেন এবং অনলাইনের মাধ্যমেই লাইসেন্স ইস্যু করা হচ্ছে। এতে সেবা গ্রহিতাদের লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সময় ও খরচ কমে যাচ্ছে। এছাড়া লাইসেন্স আবেদন ও গ্রহণের জন্য অফিসে যাতায়াতের প্রয়োজন হয় না বিধায় সেবা গ্রহিতাগণ ঝামেলা ও হয়রানিমুক্ত ভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ই-লাইসেন্স সফটওয়্যার আধুনিকিকরণ কাজ চলমান রয়েছে।

ওয়েবসাইট:

www.berc.org.bd নিয়োনামে কমিশনের একটি ওয়েবসাইট রয়েছে। বিদ্যমান ওয়েব সাইটের মাধ্যমে কমিশনের সেবা সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য সহজে পাওয়া যায়। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ আদেশ/বিজ্ঞপ্তি, খসড়া প্রবিধান ইত্যাদি যথাসময়ে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। কমিশনের ওয়েবসাইটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

মুজিব কর্ণার স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে "মুজিব কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে। মুজিব কর্ণারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা আত্মজীবনীমূলক বই, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী ও বর্ণাঢ্য জীবনীর উপর লেখা পুস্তকসহ মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, ডকুমেন্টসমূহ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিদেশী কোম্পানি 'শেল' থেকে গ্যাস ফেল্ড ক্রয়ের ঐতিহাসিক দলিলের কপি কমিশনের মুজিব কর্ণারের সংগ্রহে রাখা হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক স্থাপিত মুজিব কর্ণার পরিদর্শনে মাননীয় উপদেষ্টা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

৫ বিদ্যুৎ শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

বিদ্যুৎ শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ লাইসেন্স প্রদান, বিদ্যুতের বাল্ক ও খুচরা ট্যারিফ নির্ধারণ, কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন এবং এনার্জি ইফিসিয়েন্সী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা এবং এই সেক্টরে লাইসেন্সীদের রেগুলেটরী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা।

জাতীয় গ্রীডের আওতাধীন জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিত্র

জুন, ২০২২ পর্যন্ত গ্রীডভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (বিদ্যুৎ আমদানি ও অন-গ্রীড নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) ছিল মোট ২২,৪৮২ মে:ও:। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত এ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২,৪২৯ মে:ও: বৃদ্ধি পেয়ে গ্রীড ভিত্তিক মোট ২৪,৯১১ মে:ও: এ দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাতের অবদান ১০,৪৭৯ মে:ও:, বেসরকারি খাতের অবদান ৯,৯১৫ মে:ও:, জয়েন্ট ভেঞ্চার ১,৮৬১ মে:ও: এবং আমদানিকৃত ২,৬৫৬ মে:ও:। আমদানিকৃত ২,৬৫৬ মে:ও: এর মধ্যে ভারতের বহরমপুর থেকে ভেড়ামারায় ১,০০০ মে:ও:, ত্রিপুরা থেকে কুমিল্লায় ১৬০ মে:ও: এবং ঝাড়খন্ড (ভারত) ও আদানি পাওয়ার, ঝাড়খন্ড থেকে ১,৪৯৬ মে:ও: বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বর্তমানে গ্রিডভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৪৬% প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক। তরল জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বিগত কয়েক বছরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানির নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলএনজি, আমদানিকৃত কয়লা, সরাসরি বিদ্যুৎ আমদানি, রিনিউয়াবেল এনার্জি এবং পারমানবিক শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর জোর দেয়া হয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেক্টরের জ্বালানি ভিত্তিক চিত্র নিম্নরূপ:
[তাছাড়া ক্যাপটিভ খাতে ৫,৬৬৪ মে:ও:, অফ-গ্রিড নবায়নযোগ্য ৪১৮ মে:ও: ও জীবাশ্ম জ্বালানি ৫ মে:ও: সহ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩০,৯৯৮ মে:ও:।]

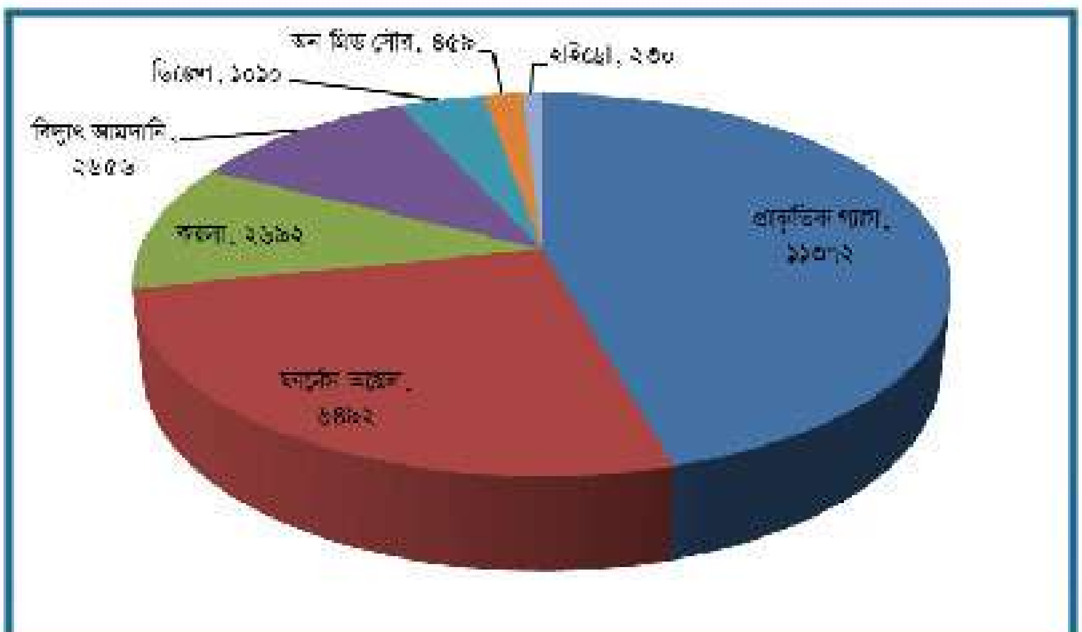

চিত্র ২ : জুন, ২০২৩ পর্যন্ত জাতীয় গ্রীডের আওতাধীন জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

বিদ্যুৎ শাখার লাইসেন্সিং কার্যক্রম :

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশন থেকে লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সরকারি খাতে ৬ টি সংস্থাকে এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি এবং আরপিপি) ৯১ টি সহ সর্বমোট ৯৭ টি প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সিওপিপি ক্যাটাগরির ১২ টি, এসপিপি ক্যাটাগরির ৭ টি, ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির ৯১৭ টি প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স (উৎপাদন ক্ষমতা ১ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে) এবং ২৬৮৬ টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট (উৎপাদন ক্ষমতা অনুর্ধ্ব ১ মেগাওয়াট) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ১ টি প্রতিষ্ঠানকে সঞ্চালন লাইসেন্স এবং বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য ৬ টি সংস্থাকে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত):

সারণি ৪ : সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি

ক্রমিক নং	সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৩৯	৬২৩৩
২.	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল)	০৫	১৩৯৪
৩.	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি)	০৩	৯৫৭
৪.	নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওপাজেকো)	০৭	১৪০১
৫.	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)	০৩	১৮২
৬.	বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড	০২	৩১২
	মোট	৫৯	১০,৪৭৯

সারণি ৫ : বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি

ক্রমিক নং	বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)*
১.	ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি)	৭৫	৮,৮৪৪
২.	রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট (আরপিপি)	১৬	১,০৭১
৩.	কমার্শিয়াল পাওয়ার প্লান্ট (সিওপিপি)	১২	৬৭০
৪.	স্মল পাওয়ার প্লান্ট (এসপিপি)	৭	৮৬
৫.	ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট (সিপিপি)	৯১৭	৩,৭৬৭
৬.	লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	২,৬৮৬	১,৮৯৭
	মোট	৩,৭১৩	১৬,৩৩৫

নোট: * বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী

বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্স

সারণি ৬ : বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্সি

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্সি	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য	ক্ষমতা
১	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)	১৪,৭১৭ সার্কিট কি:মি:	৬১,৫২৫ এমভিএ

বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্স

সারণি ৭ : বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সি

ক্রমিকনং	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সি	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত গ্রাহক সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৩৬,৭০,৭১৬
২.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	৩,৩৫,৬৩,৪৭০
৩.	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	১৫,৯৬,৬৮৬
৪.	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	১১,৫৭,৪৯০
৫.	ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)	১৪,৩৫,৪৯১
৬.	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো)	১৮,১৩,৩৩৭
মোট		৪,৩২,৩৭,১৯০

২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান

২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ১৫৯টি নতুন লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরকারি খাতে ১টি, বেসরকারি খাতে আইপিপি ক্যাটাগরির ৮টি ও রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ক্যাটাগরির (No Electricity, No Payment ভিত্তিক) ৬টি প্রতিষ্ঠানকে নতুন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ৫৪টি প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরীর নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং ৮৯টি প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরীর নতুন লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৫ সাল থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৩,৭২০টি লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। নিম্নের ছকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেটের সংখ্যাভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো:

লাইসেন্সের ক্যাটাগরি	জুন, ২০২২ পর্যন্ত লাইসেন্স ইস্যু	অর্থবছর ২০২২-২৩ লাইসেন্স বাতিল	অর্থবছর ২০২২-২৩ লাইসেন্স ইস্যু	মোট লাইসেন্স ইস্যু
সরকারি খাতে ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স	৬	০	১	৭
বেসরকারি খাতে ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স: ক. ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রতিষ্ঠান (আইপিপি) (সোলার ভিত্তিক ০২ টি সহ)	৬৭	০	৮	৭৫
খ. রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট (আরপিপি)	২১	১১	৬	১৬
গ. কমার্শিয়াল পাওয়ার প্লান্ট (সিওপিপি)	১৫	৩	০	১২
ঘ. স্মল পাওয়ার প্লান্ট (এসপিপি)	৮	২	১	৭
ঙ. ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট (সিপিপি)	৮৬৩	৩	৫৪	৯১৪
চ. লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	২,৫৯৭	৫	৮৯	২,৬৮১
সর্বমোট	৩,৫৭৭	২৪	১৫৯	৩,৭১২

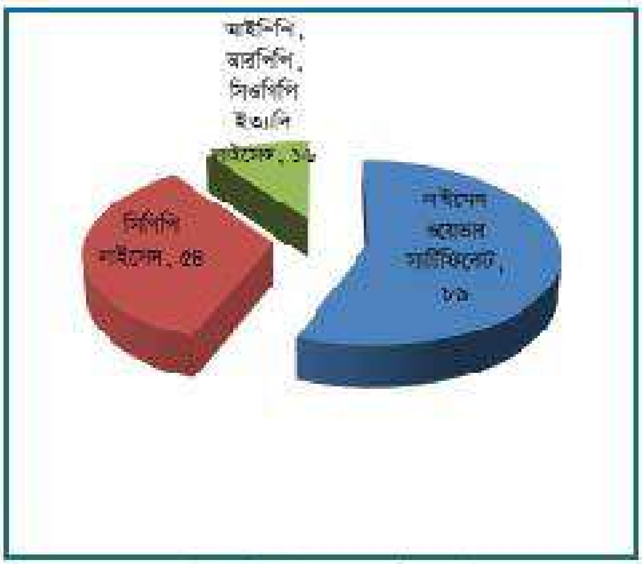

চিত্র ৩ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১৫৯টি নতুন লাইসেন্স প্রদান

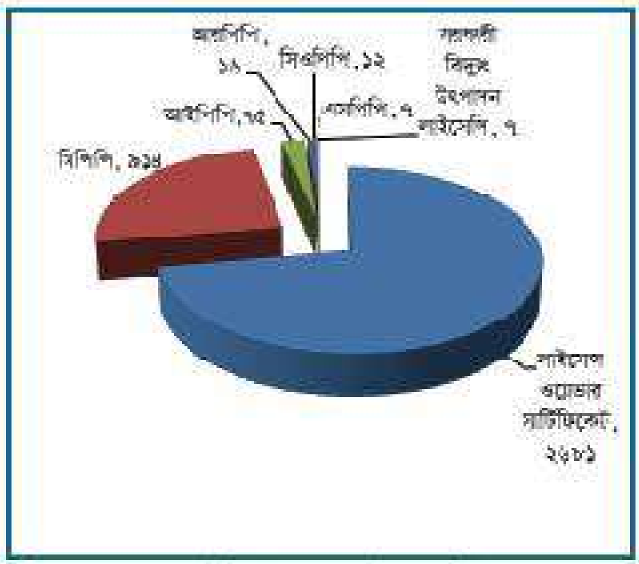

চিত্র ৪ : জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ৩,৭১২ টি লাইসেন্স প্রদান

ক্যাপটিভ খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫৪ টি নতুন ক্যাপটিভ লাইসেন্সের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে প্রায় ১৯৯ মে:ও:। ২০২২-২৩ অর্থ বছর শেষে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের (৯১৭ টি) সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩,৭৬৭ মে:ও:। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৯টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে (অনুর্ধ্ব ১ মে:ও:) ওয়েভার সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। উক্ত ৮৯টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রায় ৪০ মে:ও:। ২০২২-২৩ অর্থ বছর শেষে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির (২,৬৮৬ টি) ওয়েভার সার্টিফিকেট/বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্মিলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৮৯৭ মে:ও:। অর্থাৎ ২০২২-২০২৩ অর্থবছর শেষে ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (ওয়েভার সার্টিফিকেটসহ) সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫,৬৬৪ মে:ও:।

সারণি ৮ : ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জ্বালানি ভিত্তিক)

	গ্যাস (মে:ও:)	ডিজেল (মে:ও:)	মোট (মে:ও:)
সিপিপি লাইসেন্স	২৯৭৬	৭৯১	৩৭৬৭
ওয়েভার সার্টিফিকেট	২৫৩	১৬৪৪	১৮৯৭
মোট	৩২২৯	২৪৩৫	৫৬৬৪

বিদ্যুৎ খাতে বছরওয়ারি ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্সের তুলনামূলক চিত্র (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত) :

বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্স/ ওয়েভার সার্টিফিকেটের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

সারণি ৯ : বিদ্যুৎ খাতে বছরওয়ারি ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্সের তুলনামূলক চিত্র

অর্থবছর	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্স সংখ্যা	২৭৫	১৩৯	৪৭	১২৫	১৫৯

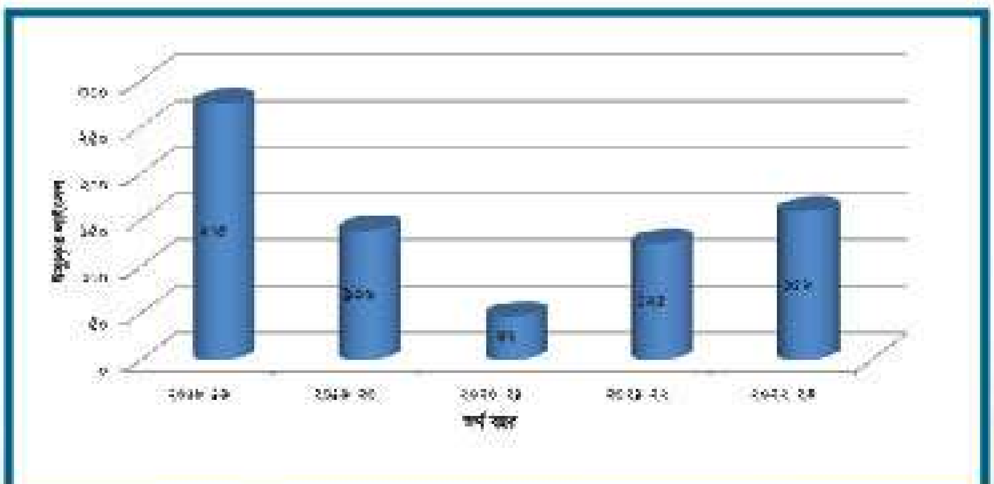

লেখচিত্র ৫ : নতুন লাইসেন্স ইস্যুর বছরভিত্তিক সাংখ্যিক প্রবণতা

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্সের চিত্র:

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেটের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ
সারণি ১০ : বিদ্যুৎ খাতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেটের সংখ্যা

ক্রমিক নং	শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্সের বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেটের সংখ্যা			
		নতুন	সংশোধন	নবায়ন/মেয়াদ বৃদ্ধি	মোট
১	আইপিপি, আরপিপি, সিএসপিপি, এসপিপি	১৬	১	৫৪	৭১
২	সিপিপি	৫৪	৬৮	২৮৫	৪০৭
৩	লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	৮৯	৪৬	৬৩৯	৭৭৪
	সর্বমোট	১৫৯	১১৫	৯৭৮	১২৫২

ই-লাইসেন্সিং

লাইসেন্স আবেদনসমূহ অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম চালু হয়েছে। ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া অনলাইনভিত্তিক হওয়ায় আবেদন প্রক্রিয়া আরও সহজ এবং দ্রুত হয়েছে। আবেদনকারীদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ শাখার নবায়নসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৪৭৮ টি লাইসেন্স এবং ৭৭৪ টি লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

কমিশন লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টের দুর্ঘটনা রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেফটি ইস্যু যেমন জেনারেটর সমূহের আর্থিং সিস্টেম এবং আর্থ রেজিস্টান্স টেস্ট রিপোর্ট, জেনারেটসমূহের প্রোটেকশন সিস্টেম, পাওয়ার প্ল্যান্টের লে-আউট প্ল্যান্ট, পাওয়ার প্ল্যান্টসহ সাবস্টেশন এবং গ্রীড কানেকশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় সে বিষয়ে সচেতনতা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়। তরল জ্বালানিভিত্তিক প্ল্যান্টের জ্বালানি মজুদকরণে জেনারেটসমূহের ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেম বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তরল জ্বালানি মজুদকরণে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের লাইসেন্স ব্যতীত লাইসেন্স প্রদান করা হয় না। প্রতিষ্ঠানসমূহে HSE (Health, Safety & Environment) কাঠামো প্রণয়ন ও প্রতিপালনে গুরুত্বারোপ করা হয়।

এনার্জি ইফিসিয়েন্সি

ফুয়েলের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহের এগজস্ট গ্যাস ব্যবহার করে কো-জেনারেশন/ট্রাইজেনারেশন সিস্টেমের মাধ্যমে প্ল্যান্ট স্থাপনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাইসেন্সিদের উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি ব্যয় এবং বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের হিসাব রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর জেনারেটরসমূহের দক্ষতা পরিমাপে বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি ব্যয়ের হিসাব এবং প্ল্যান্টের হিট রেট যাচাই করা হয় এবং সে মোতাবেক লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। কাঙ্ক্ষিত এনার্জি ইফিসিয়েন্সি অর্জনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের এনার্জি অডিট পরিচালনার জন্যও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

কোড এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন

গ্রীড কোড

গ্রীড কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম পরিকল্পনা, ফ্রিকোয়েন্সি ও ভোল্টেজ ম্যানেজমেন্ট, জেনারেশন শিডিউল প্রস্তুতকরণ, ব্ল্যাক আউটের সময় সিস্টেম রিকভারি, ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত যেকোন ইক্যুইপমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সঠিক উপায়ে মিটারিং ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রীডের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড' রেগুলেশনস আকারে ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রাক-প্রকাশনা করা হয়। বর্তমানে তা গেজেটে প্রকাশনার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ডিস্ট্রিবিউশন কোড

ডিস্ট্রিবিউশন কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম পরিচালন ও সমন্বয়, বিতরণ পরিকল্পনা, সংযোগ শর্তাবলী, বিতরণ সিস্টেম অপারেশন, প্রোটেকশন, পাওয়ার কোয়ালিটি ও সিস্টেম লসের স্ট্যান্ডার্ড বজায়, বিতরণ সিস্টেমের নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি, সঠিক উপায়ে মিটারিং এবং বিল পেমেন্ট ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে সার্বিক বিতরণ সিস্টেমের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের স্বার্থে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে খসড়া ডিস্ট্রিবিউশন কোড প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এনার্জি অডিট প্রবিধানমালা প্রণয়ন

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণপূর্বক খসড়া Bangladesh Energy Regulatory Commission Regulatory Energy Audit of Generation Facilities Regulaions, ২০২৩ চূড়ান্ত করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে USAID/NARUC কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "Energy Audit Manual for Thermal Power Plants" কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার জন্য অভিন্ন বিদ্যুৎ বিল ফরমেট (Unified Billing Format) প্রণয়ন:

সিস্টেম লস সমন্বয়ের নামে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহককে overbilling করার প্রবণতা দূর করা, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কর্তৃক জারীকৃত ভিন্ন ভিন্ন বিল ফরম্যাটে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সন্নিবেশন, যা গ্রাহক বান্ধব না হওয়া, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কর্তৃক জারীকৃত ভিন্ন ভিন্ন বিল ফরম্যাটের ইংরেজী ভার্সন, যা লাইফ-লাইন সহ বিভিন্ন গ্রাহক শ্রেণির বোধগম্য হওয়া অনেকটা দুরূহ হওয়া, বিদ্যমান বিদ্যুৎ বিল ফরম্যাটে প্রদেয় গ্রাহকের মাসিক বিল হিসাবের পদ্ধতি গ্রাহকের কাছে সহজতর না হওয়া, বকেয়া বিলের হিসাব যথাযথ এবং সহজ উপায়ে গ্রাহকের নিকট উপস্থাপিত না হওয়া, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকলে বিল ফরমে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং নোটিশ প্রদান করা হতে বিরত থাকা ইত্যাদি।

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার সংক্রান্ত কমিশনের ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে জারিকৃত আদেশে বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অভিন্ন বিলিং ফর্ম/ফরম্যাট ব্যবহার করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে সকল বিতরণ সংস্থার জন্য ৪টি অভিন্ন বিলিং ফরম্যাট প্রণয়ন করা হয়। অভিন্ন বিলিং ফরম্যাটে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো সংযোজন করা হয়েছে:

"নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮" অনুযায়ী নেট মিটারিং সুবিধা সংবলিত গ্রাহকদের জন্য বিলে রপ্তানিকৃত বিদ্যুৎ এবং ক্রেডিট ইউনিট অন্তর্ভুক্ত করে একটি পৃথক বিলিং ফরম্যাট প্রস্তুত করা হয়েছে। কমিশনের ট্যারিফ কাঠামো অনুসারে বিল ফরম্যাটে সুপার অফ পীক এর প্রভিশন রাখা হয়েছে, বিদ্যুৎ বিলে গ্রাহকের পূর্ববর্তী ০৬ মাসের বিদ্যুৎ বিল এবং গড় বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ইত্যাদি।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১। ই-লাইসেন্সিং সিস্টেমকে আরও কার্যকরীকরণ;

২। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির মান নিরূপণে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

৪। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন ও নিরীক্ষা ম্যানুয়াল প্রণয়ন;

৫। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের এনার্জি অডিট সম্পাদন;

৬। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড এর চূড়ান্ত সংস্করণ গেজেটে প্রকাশকরণ;

৭। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ডিস্ট্রিবিউশন কোড চূড়ান্তকরণ।

গ্যাস শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

গ্যাস শাখার কার্যক্রম

প্রাকৃতিক গ্যাস (NG), প্রাকৃতিক তরল গ্যাস (NGL), তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG), তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG), সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG), সিনথেটিক (Synthetic) প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি সঞ্চালন, বিপণন ও বিতরণ, সরবরাহ এবং মজুদকরণের জন্য লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন ও লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করা গ্যাস শাখার কার্যপরিধির আওতাভুক্ত। এছাড়া এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, জ্বালানী ব্যবহারের দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ, এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার, গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন ও প্রয়োগ, লাইসেন্সীদের অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ, লাইসেন্সীগণের পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান, এনার্জির সার্বিক বিষয়ে সরকারকে সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করা গ্যাস শাখার অন্যতম কাজ।

১.০ গ্যাস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম :

১.১ গ্যাস সরবরাহ :

দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। দেশীয় কোম্পানি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এবং আন্তর্জাতিক তেল অনুসন্ধান কোম্পানি (আইওসি) শেভরণ অয়েল কোম্পানি ও ক্রিস এনার্জি গ্যাস উৎপাদন করে। এছাড়া দেশের গ্যাসের চাহিদা মিটানোর জন্য পেট্রোবাংলা এলএনজি আমদানি করে। উৎপাদিত গ্যাস এবং এলএনজি গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) এর মাধ্যমে সঞ্চালন করে ০৬ (ছয়) টি বিতরণ কোম্পানির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট সরবরাহ করা হয়। এ সকল কার্যক্রম বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) সমন্বয় করে। গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন, রূপান্তর কার্যক্রম বিইআরসি'র আওতাভুক্ত নয়। গ্যাস সঞ্চালন, বিপণন ও বিতরণ সংক্রান্ত রেগুলেটরী কার্যক্রম বিইআরসি কর্তৃক পরিচালনা করা হয়।

১.২ ইলেকট্রনিক ভলিয়্যুম কারেকশন (ইভিসি) মিটার :

প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিইআরসি ট্যারিফ নির্ধারণ, মান উন্নয়ন, ভোক্তার চাহিদা, ভোক্তার সেবা নিশ্চিত করার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। তার অংশ হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সঠিক পরিমাণে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত কমিশনের ২৭ আগস্ট ২০১৫ খ্রি., ১৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. এবং ০৪ জুন ২০২২ তারিখের আদেশ এর মাধ্যমে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহকে ইভিসি মিটার স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে প্রায় সব সিএনজি স্টেশনে ইভিসি মিটার স্থাপন করা হয়েছে। কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইভিসি মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং সেই কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১.৩ প্রি-পেইড মিটার :

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকসমূহকে মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকদের তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০%-৫০% বেশি বিল প্রদান করতে হয়। তাই বিইআরসি ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত কমিশনের ২৭ আগস্ট ২০১৫ খ্রি., ১৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. এবং ০৪ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখের আদেশ এর মাধ্যমে গৃহস্থালী গ্রাহকদেরকে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনে জন্য গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহকে পরামর্শ প্রদান করে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ গেজেট নং-২৮.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০১.১৯.৭৩, তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ এ "আবাসিক পর্যায়ে খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট গ্যাস মিটার ক্রয় ও স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত ২০২১)" জারী করে। প্রি-পেইড মিটারের স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রাহকগণ তা নিজস্ব অর্থে ক্রয় করে সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থাপন করতে পারে। এর ফলে বিতরণ কোম্পানি নিজস্ব অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারবে।

১.৪ মিনিমাম (Minimum) বিল প্রত্যাহার :

মিনিমাম (Minimum) বিল থাকার কারণে গ্রাহকগণ গ্যাস ব্যবহার না করলেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বিল পরিশোধ করতে হতো। বিইআরসি ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. তারিখের আদেশে মিনিমাম (Minimum) বিল প্রত্যাহার করে ফলে ভোক্তা গ্যাসের প্রকৃত ব্যবহার অনুযায়ী বিল প্রদান করছে এবং গ্যাস ব্যবহার হিসেবের স্বচ্ছতা ও ভোক্তার সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৫ গ্যাস ব্যবহারে নিরাপত্তা :

বিগত কয়েক বছরে পাইপ লাইন গ্যাস থেকে দুর্ঘটনায় অনেক জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। গ্যাস পাইপলাইনের লিকেজ এসব দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ। পাইপলাইনের লিকেজ নির্ণয় এবং গ্রাহক ও জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে বিতরণকৃত গ্যাসে Odor মিশ্রণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করার জন্য ০৪ জুন ২০২২ তারিখে কমিশন আদেশ প্রদান করে।

১.৬ সিস্টেম লস :

প্রাকৃতিক গ্যাসের সিস্টেম লস কমানোর লক্ষ্যে ০৪ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে কমিশন নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করে :

(ক) জিটিসিএল প্রতিটি বিতরণ কোম্পানিতে সঞ্চালিত/সরবরাহকৃত গ্যাস মিটারের মাধ্যমে পরিমাপ নিশ্চিত করবে। এ লক্ষ্যে জিটিসিএল যথাশীঘ্র বিতরণ কোম্পানির ইনটেক পয়েন্টের বিদ্যমান মিটারিং ব্যবস্থা কার্যকর করবে কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মিটারিং ব্যবস্থা স্থাপন ও চালু করবে। কোনো বিতরণ কোম্পানির কোনো ইনটেক পয়েন্টে জিটিসিএল এর মিটারিং ব্যবস্থা না থাকলে বিতরণ কোম্পানির মিটারকে কাস্টডি মিটার হিসেবে বিবেচনা করে সঞ্চালিত গ্যাসের মিটারিং শুরু করবে। জিটিসিএল এবং সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানি যৌথভাবে প্রতিমাসে মিটার Calibration করবে।

(খ) পেট্রোবাংলা, জিটিসিএল এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের মধ্যে সমন্বিত আলোচনার ভিত্তিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে জিটিসিএল কর্তৃক প্রত্যেকটি বিতরণ কোম্পানির জন্য কারিগরিভাবে উপযুক্ত স্থানে অফ-ট্রান্সমিশন/ইনটেক পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।

(গ) জিটিসিএল উহার মালিকানাধীন রেগুলেটিং এন্ড মিটারিং স্টেশনের বহির্গামী ব্যবস্থা হতে বিতরণ কোম্পানিতে গ্যাস সঞ্চালনের বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে প্রত্যেক বিতরণ কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন করবে।

(ঘ) তিতাস গ্যাস উহার বিতরণ অঞ্চল/এলাকাভিত্তিক গ্যাস ইনপুট-আউটপুট ও সিস্টেম লস নির্ণয় করবে। এ লক্ষ্যে যথাশীঘ্র অঞ্চলভিত্তিক মিটারিং ব্যবস্থা স্থাপন ও কার্যকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

এক্ষেত্রে কমিশনের এই নির্দেশনার ফলে অচিরেই সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য মাত্রায় কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

২.০ গ্যাস শাখার লাইসেন্সিং কার্যক্রম :

গ্যাস খাতে কমিশন হতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে ০৩ (তিন) টি ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে যা নিম্নরূপ :

২.১ বিপণন লাইসেন্স :

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) কে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বিপণন ক্যাটাগরীতে লাইসেন্স প্রদান করেছে। বিভিন্ন উৎপাদন কোম্পানি এবং আমদানীকৃত এলএনজি থেকে পেট্রোবাংলা ২০২২-২৩ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ২৫৭৬ এমএমসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাস ০৬ (ছয়) টি বিতরণ কোম্পানীর মাধ্যমে সরবরাহ করেছে। নিম্নে খাতওয়ারী উক্ত গ্যাসের ব্যবহার দেখানো হলো :

"সারণি ১১ : খাতওয়ারী গ্যাস সরবরাহের আনুপাতিক বিবরণ (২০২২-২০২৩)"

ক্রমিক নং	খাত	পরিমাণ (এমএমসিএম)	ব্যবহারের আনুপাতিক হার (%)
১	বিদ্যুৎ		
	(ক) বিদ্যুৎ (সরকারি, আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র)	১০৩৮০.৫৮	৩৮.৯৮
	(খ) ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্বল্প পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র)	৫৪১০.৪৪	২০.৩২
	উপ-মোট (ক+খ)	১৫৭৯১.০২	৫৯.৩০
২	সার	১৪০৪.২৪	৫.৩৯
৩	শিল্প	৫১২২.২৮	১৯.২৩
৪	চা-শিল্প (চা-বাগান)	৩০.১৪	০.১১
৫	বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	১৬৭.০১	০.৬৩
৬	সিএনজি	১২১৫.০২	৪.৫৬
৭	গৃহস্থালী	২৮৭০.৯১	১০.৭৮
মোট		২৬৬৩০.৯২	১০০

সূত্র: সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানি

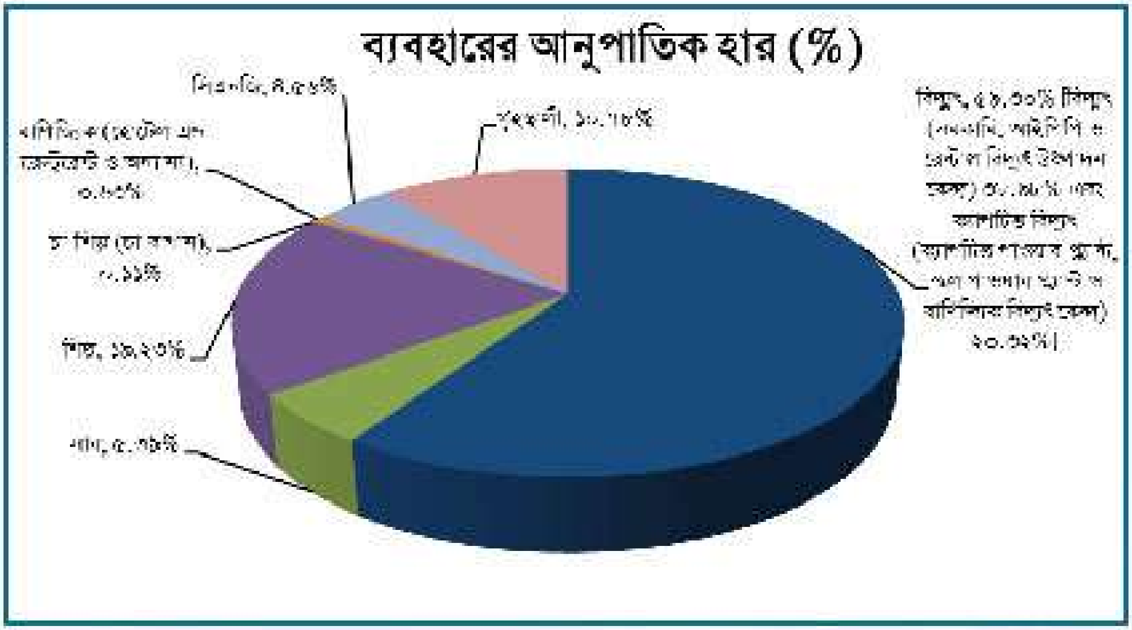

লেখচিত্র-৬ : গ্যাসের খাতওয়ারী আনুপাতিক ব্যবহারের হার

" সারণি ১৩: খাতওয়ারী গ্রাহক সংখ্যার বিবরণ"

ক্রমিক নং	খাত	গ্যাস বিতরণ কোম্পানিভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা						খাত ভিত্তিক মোট গ্রাহক সংখ্যা
		তিতাস	কর্ণফুলী	বাখরাবাদ	জালালাবাদ	পশ্চিমাঞ্চল	সুন্দরবন	
১	বিদ্যুৎ (সরকারি, আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র)	২৬	৫	১৩	১৯	৭	৪	৭৪
২	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্বল্প পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র)	১৪৬৩	১৭৫	৮২	১৩২	৫২	২	১৯০৬
৩	সার	২	৪	০১	১	-	-	৮
৪	শিল্প	৩৩২৪	৬৫৮	১৯৬	১৩১	১২৯	৭	৪৪৪৫
৫	চা-শিল্প (চা-বাগান)	-	২	-	১০০	-	-	১০২
৬	বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	৩৮৬২	১৫৪৪	২১৩৮	১২৬১	২৬৩	২	৯০৭০
৭	সিএনজি	৩০৩	৬৪	৯১	৫৯	২৯	-	৫৪৬
৮.১	গৃহস্থালী	১০১৪৫১২	১৪০২৩০	২৪০৬৩০	৯৫০৪৯	৫৭৬৮৯	২৩৭৪	১৫৫৩৪৮৪
৮.২	গৃহস্থালী (বার্ণার সংখ্যা)	২৮৬২৪০৮	৫৭২৬৫২	৪৮৮০৮১	২১৯৭৬৪	১২৫৭৩৯	৬৪১৪	৪২৭৮০৫৮
সর্বমোট গ্রাহক সংখ্যা		১০২৩৪৯২	১৪৫৬৮২	২৪৩১৫১	৯৬৭৫২	৫৮১৬৯	২৩৮৯	১৫৬৯৬৩৫
সর্বমোট গ্রাহক সংখ্যা (বার্ণার হিসেবে)		২৮৭৩০৮৮	৫৭৮১০৪	৪৯০৬০২	২২১৪৬৭	১২৬২১৯	৬৪২৯	৪২৯৪২০৯

সূত্র: সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির প্রেরিত তথ্য

২.২ সঞ্চালন লাইসেন্স :

গ্যাস সঞ্চালনের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিম্নোক্ত তিন (০৩) টি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করেছে :

ক্রমিক নং	গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানির নাম	সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
১	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	২০১৭.৪
২	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৬৪৫.৪৫
৩	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	৫৫৪.৯

সারণি ১৪, সূত্র: সংশ্লিষ্ট গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানীর প্রেরিত তথ্য

২.৩ বিতরণ লাইসেন্স :

গ্যাস বিতরণের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিম্নোক্ত ছয় (০৬) টি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করেছে :

"সারণি ১৫ : বিতরণ কোম্পানির গ্রাহক সংখ্যা ও সরবরাহকৃত গ্যাসের বিবরণ"

ক্রমিক নং	গ্যাস কোম্পানির নাম	২০২২-২৩ অর্থ বছরে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ (এমএমসিএম)	গ্রাহক সংখ্যা (টি)
১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	১৪৫৯৪.০০	১০২৩৪৯২
২	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	২৭৮৪.৪৮	১৪৫৬৮২
৩	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিশন কোম্পানি লিমিটেড	৩০৩৭.০০	২৪৩১৫১
৪	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	৩৯৫৬.৮২	৯৬৭৫২
৫	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	১৩৪২.৯৩	৫৮১৬৯
৬	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৯১৫.৬৯	২৩৮৯
মোট		২৬৬৩০.৯২	১৫৬৯৬৩৫

২.৪ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত খাতওয়ারী বছর ভিত্তিক লাইসেন্সের বিবরণ :

লাইসেন্স প্রদান, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করা ও বাতিল করা কমিশনের অন্যতম একটি কাজ।

"সারণি ১৬ : গ্যাস শাখার ক্রমপুঞ্জিত ইস্যুকৃত লাইসেন্সের বিবরণ"

ক্যাটাগরি	৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত	অর্থবছর ২০১৯-২০	অর্থবছর ২০২০-২১	অর্থবছর ২০২১-২২	অর্থবছর ২০২২-২৩	মোট
গ্যাস বিপণন লাইসেন্স	১	-	-	-	-	১
গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্স	৩	-	-	-	-	৩
গ্যাস বিতরণ লাইসেন্স	৬	-	-	-	-	৬
সিএনজি মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স	৪৪৮	৪	৪	১৬	৯৯	৫৭১
এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স	২৯	৭	৫	২	৩	৪৬
অটোগ্যাস মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স	-	১	-	৭	১২	২০
এলএনজি মজুদকরণ লাইসেন্স	২	-	-	-	-	২
প্রোপেন/বিউটেন মজুদকরণ ও বিতরণ লাইসেন্স	২	-	-	১	-	৩
মোট	৪৯১	১২	৯	২৬	১১৪	৬৫২

সূত্র: বিইআরসি ডাটাবেজ

"সারণি ১৭ : বছরভিত্তিক লাইসেন্স নবায়ন, মেয়াদবৃদ্ধিকরণ ও সংশোধনের সংখ্যা"

ক্যাটাগরী	অর্থবছর ২০১৮-১৯	অর্থবছর ২০১৯-২০	অর্থবছর ২০২০-২১	অর্থবছর ২০২১-২২	অর্থবছর ২০২২-২৩
গ্যাস বিপণন লাইসেন্স	১	-	১	১	১
গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্স	২	২	৩	৩	৩
গ্যাস বিতরণ লাইসেন্স	৫	৪	৮	৪	৬
সিএনজি মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স	২২৫	৯৬	১৮৪	১৯৩	২৬৬
এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স	২৮	২৩	২৭	৩২	৩৫
অটোগ্যাস মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স	-	-	-	-	০
এলএনজি মজুদকরণ লাইসেন্স	১	১	৩	১	১
প্রোপেন/বিউটেন মজুদকরণ ও বিতরণ লাইসেন্স	২	১	২	-	১
মোট	২৬৪	১২৭	২২৮	২৩৪	৩১৩

সূত্র: বিইআরসি ডাটাবেজ

লেখচিত্র-৭ : ক্রমপুঞ্জিত ইস্যুকৃত সিএনজি লাইসেন্স সংখ্যা

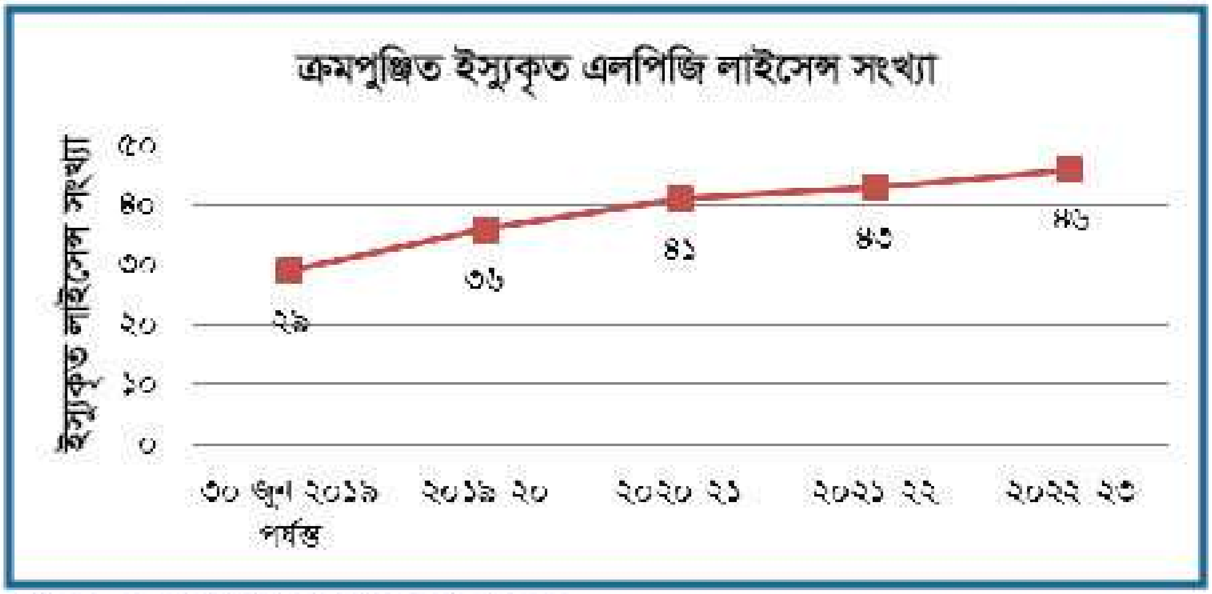

লেখচিত্র-৮ : ক্রমপুঞ্জিত ইস্যুকৃত মোট এলপিজি লাইসেন্স সংখ্যা

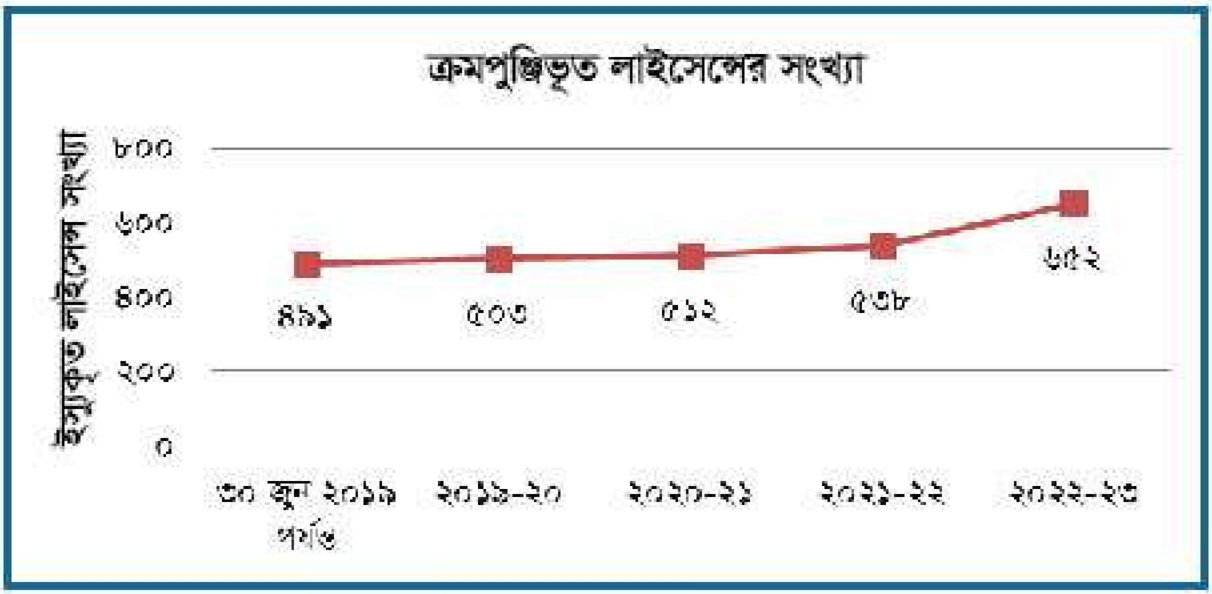

লেখচিত্র-৯ : গ্যাস শাখার ক্রমপুঞ্জিত ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স সংখ্যা

৩.০ এলপিজি কার্যক্রম :

৩.১। এলপিজি একটি পরিবেশবান্ধব জ্বালানি। এক কেজি এলপিজি'র জ্বালানি ক্ষমতা ১৮ কেজি কাঠের দহণ ক্ষমতার সমপরিমাণ। এছাড়া রান্নার কাজে এলপিজি ব্যবহার করার কারণে মহিলাদের ধোঁয়ায় সৃষ্ট ফুসফুসজনিত রোগের প্রকোপ কমেছে। বাংলাদেশে ১৯৭৮ সাল থেকে ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড জ্বালানি তৈল শোধনের সময় উপজাত হিসেবে এলপিজি উৎপাদন করে আসছে। পরবর্তীতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্রের উপজাত থেকে আরপিজিসিএল এলপিজি উৎপাদন করে । সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত এলপিজি বিপিসি'র বিপণন কোম্পানি এলপি গ্যাস লিমিটেড (এলপিজিএল) বাজারজাত করছে।

৩.২। জাতীয় জ্বালানি নীতি-১৯৯৬ তে সর্বপ্রথম বেসরকারি খাতে এলপিজি বাজারজাত করার সুপারিশ করা হয়। সে নীতির আলোকে দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে এ সেক্টরকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমানে ৩১টি প্রতিষ্ঠান দেশে এলপিজি আমদানি/মজুদকরণ, বিতরণ/সরবরাহের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বিইআরসি থেকে ইতোমধ্যে ৩১টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন স্থানে ৪৬টি প্ল্যান্টের অনুকূলে এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিপণন ও বিতরণের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরবরাহকৃত এলপিজি'র ৮৪%-ই গৃহস্থালি রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শিল্প, বাণিজ্যিক এবং অটোগ্যাস খাতে প্রায় ১৬% এলপিজি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অটোমোবাইলখাতে এলপিজি'র (অটোগ্যাস) ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ব্যবহৃত এলপিজি'র প্রায় ৯৯% বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যোগান দিচ্ছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) এবং ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে বিইআরসি এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ে সরকারি/বেসরকারি এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। রীট পিটিশন নম্বর-১৩৬৮৩/২০১৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৫ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশ অনুযায়ী বিইআরসি প্রতিমাসে ভোক্তাপর্যায়ে এলপিজি'র মূল্য নির্ধারণ করে আসছে।

৪.০ গ্যাস শাখার অর্জন :

৪.১। বিইআরসি'র নির্দেশনায় গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ প্রিপেইড মিটার স্থাপন করার ফলে গ্রাহকদের ব্যবহার অনুযায়ী প্রকৃত বিল প্রদান করতে হচ্ছে। উপকারভোগী গ্রাহক সংখ্যা খুবই কম হওয়ায় দ্রুত গতিতে এই কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রাহকের অর্থায়নে মিটার স্থাপনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে।

৪.২। ভোক্তাকে প্রকৃত পরিমাপে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ইভিসি মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং বিতরণ কোম্পানিসমূহকে নিয়মিত তাগাদা দেওয়া হচ্ছে যাতে ১০০% গ্রাহক (ইভিসি দেওয়ার উপযুক্ত গ্রাহক) দ্রুত ইভিসি মিটার পেতে পারে।

৪.৩। ট্যারিফ হতে মিনিমাম বিল ব্যবস্থা ২০১৮ সালে বিইআরসি কর্তৃক প্রত্যাহারের ফলে গ্রাহকগণ ব্যবহার অনুযায়ী প্রকৃত বিল প্রদানের সুফল পাচ্ছে।

৪.৪। কমিশনের অর্থ ও হিসাব শাখার তথ্যানুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে লাইসেন্স খাতে গ্যাস শাখার ১৬.৩৭ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

৪.৫। ভোক্তাদের সঠিক দামে এলপিজি সরবরাহ করার লক্ষ্যে বিইআরসি ভোক্তাপর্যায়ে সরকারি/বেসরকারি এলপিজি'র মূল্যহার প্রতিমাসে নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করছে যার ফলে ভোক্তাগণ ন্যায্যমূল্যে এলপিজি ক্রয় করতে পারছে।

৪.৬। গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) এর মাধ্যমে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৪৪ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৩৫ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৪.৭। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) এর মাধ্যমে সহায়তা করে গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি প্রভৃতি কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য সহায়তা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। যার ফলে এলএনজি আমদনিতে অর্থ যোগান দেয়া সহজ হচ্ছে।

৫.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

কমিশন আইনের ধারা ২২(চ) অনুযায়ী কমিশনের অন্যতম কার্যাবলী হচ্ছে জ্বালানি সেক্টরে গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোড্স ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা। সিএনজি ও এলপিজি খাতে গুণগতমান সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে:

৫.১। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, পরিবহন এবং বিতরণ কোড্স ও স্ট্যান্ডার্ডস্ (অটোগ্যাস স্টেশনসহ) প্রণয়ন;

৫.২। সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) রিফুয়েলিং স্টেশন নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

৫.৩। যানবাহনের সঙ্কুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) জ্বালানি ব্যবস্থার নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

৫.৪। গ্যাসখাতের কোম্পানিসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেএনার্জি অডিট রেগুলেশন প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ;

৫.৫। এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

পেট্রোলিয়াম শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেল খাতের সার্বিক অবস্থা

বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেল খাত মূলত আমদানি নির্ভর। দেশীয় গ্যাস ক্ষেত্র সমূহ থেকে কিছু পরিমাণ (দৈনিক প্রায় ৭,১৪০.৪৫ ব্যারেল; বার্ষিক ৩,৫২,৩৬৭ মেট্রিক টন, যা আবার ক্রমহ্রাসমান) কনডেনসেট/ন্যাচারাল গ্যাস লিকুইড (এনজিএল) পাওয়া যায় যা সরকারি-বেসরকারি রিফাইনারিতে সরবরাহ ও ফ্রাকশনেসনের মাধ্যমে পুনরায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) বিপণন সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হয়। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে সর্বমোট প্রায় ১,০০,৭৮,২৮৭ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ৭২,৩১,০০৫ মেট্রিক টন (৭১.৭৫%) বিপিসির মাধ্যমে সরবরাহ হয়, বাকি ২৮,৪৭,২৮২ মেট্রিক টন (২৮.২৫%) (ফার্নেস অয়েল) বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক আমদানি পূর্বক বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রে সরবরাহ করা হয় (সারণি - ১৮)।

সারণি ১৮ : অর্থবছর ভিত্তিক পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেলের ব্যবহার (মেট্রিক টন)

ক্রম	জ্বালানি তেল	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১	জেট এ -১	৪৩০৩৪১	৩৪৫১২৬	২৩৪২৬০	৪৩১৪০১	৪৭১৫৩৫
২	অকটেন	২৬৬৯৪৮	২৬২৮২৫	২৯৯৫১৩	৩৯৩৭৭১	৩৯৩৫৫৭
৩	পেট্রোল	৩১৮৫৯৩	৩২২৪৩২	৩৭২৬৭০	৪৪৭৭২৯	৪৫৪৫৫৬
৪	কেরোসিন	১২১৪৯৭	১০৫৮৫১	৯৯৫৩৯	৮৬২৫৯	৭৭৪৮৭
৫	ডিজেল	৪৫৯৩৪৮৬	৪০২৩৪০৯	৪৪৮০৯৪৮	৪৮৩২৯০১	৪৯৩৫৪৮৩
৬	ফার্নেস অয়েল	৩০৬২৪৭২	২২৪৫৬৯২	৪৩৪৯০৫৯	৪৬১৩০০৮	৩৭২৭৯৮৪
৭	এলডিও (লাইট ডিজেল ওয়েল)	৯৬	২৬৮	৭৩	৪৭০	৩১০
৮	মেরিন ফুয়েল	-	-	১৩৮০৬	৩০০৯০	১৭৩৭৫
	মোট	৮৭৯৩৪৭৩	৭৩০৫৬০৩	৯৮৪৯৯০৮	১০৮৩৫৬২৯	১০০৭৮২৮৭

সূত্র: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিক্রয় / তথ্য ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ফার্নেস অয়েল আমদানির তথ্য :

বিগত পাঁচ অর্থবছরে জ্বালানি তেলের ব্যবহার দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে উঠানামা করছে। ২০১৮-১৯ এ জ্বালানি তেলের মোট ব্যবহার ৮,৭৯,৩৪৭৩ মে.টন হলেও পরের অর্থবছর ২০১৯-২০ এ করোনা মহামারীর প্রভাবে কমে ৭৩,০৫,৬০৩ মে.টনে দাঁড়ায়। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ এ বাংলাদেশের অর্থনীতি মহামারীর প্রভাবমুক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেক্ষাপটে জ্বালানি তেলের ব্যবহারেও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০৮,৩৫,৬২৯ মে.টনে উন্নীত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ প্রভাবিত আন্তর্জাতিক জ্বালানি সরবরাহ চেইন এ অস্থিরতা ও ডলারের বিনিময়মূল্য বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে জ্বালানি তেলের ব্যবহার কমে দাঁড়ায় ১,০০,৭৮,২৮৭ মে.টন। (সারণি-১৮, লেখচিত্র-৮)

লেখচিত্র-৮ : বিগত পাঁচ অর্থবছরে জ্বালানি তেলের ব্যবহার প্রবণতা

পেট্রোলিয়াম শাখার কার্যক্রম

ক) লাইসেন্সিং কার্যক্রম :

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণ ব্যবসায় নিয়োজিত হতে হলে কমিশন থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। যেখানে ধারা ২ (খ) অনুযায়ী “এনার্জি” অর্থ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ এবং ধারা ২(থ) অনুযায়ী “পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ” অর্থ প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত তরল কিংবা কঠিন হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ এবং পেট্রোলিয়াম উপজাত যেমন: লুব্রিকেন্ট ও পেট্রোলিয়াম দ্রাবক (solvent) উহার অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে প্রাকৃতিক গ্যাস উহার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

উক্ত আইন অনুযায়ী পেট্রোলিয়াম শাখা পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, বিপণন ও বিতরণ, সঞ্চালন ও সরবরাহে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করে প্রতিযোগিতামূলক পেট্রোলিয়াম বাজার সৃষ্টি ও লাইসেন্সীদের সেবার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংজ্ঞা অনুযায়ী পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সংখ্যা ব্যাপক। Environmental Science & Technology এর ফেব্রুয়ারি ২০২০ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্ববাজারে কেমিক্যাল পণ্যের সংখ্যা ৩,৫০,০০০ ছাড়িয়েছে, যার মধ্যে ৪০% অর্থাৎ অন্তত ১,৫০,০০০ টি হাইড্রোকার্বনজাত পেট্রোকেমিক্যাল থেকে সংশ্লেষিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ/পলিমার। প্রতিবছর ২,০০০ টি নতুন কেমিক্যাল পদার্থ বিশ্ববাজারে প্রবেশ করছে যার মধ্যে প্রায় ৮০০ টি পেট্রোকেমিক্যাল পদার্থ। এ পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম শাখা প্রায় ১৫০ টির অধিক পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অনুকূলে লাইসেন্স ইস্যু করেছে।

খ) পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ট্যারিফ নির্ধারণ :

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪ অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি মজুতকরণ, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং ভোক্তা পর্যায়ে ট্যারিফ নির্ধারণের দায়িত্ব বিইআরসি'র উপর ন্যস্ত। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ট্যারিফ নির্ধারণে খসড়া বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের খুচরা ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০২৩, খসড়া বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের পরিবহন ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০২৩ এবং খসড়া বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুদকরণ, বিপণন ও বিতরণ ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০২৩ সদ্য সংশোধিত বিইআরসি আইন, ২০২৩ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও হালনাগাদকরণপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং এর জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ) নিরাপত্তার উন্নয়ন :

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) অনুযায়ী পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের নিরাপত্তার উন্নয়নকল্পে Petroleum Product (including LPG) safety from the perspective of licensing শীর্ষক গবেষণা সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঘ) কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন :

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (চ) অনুযায়ী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ স্পেসিফিকেশন) বিধিমালা, ২০১১ খসড়া প্রণীত হয়েছে এবং এ বিষয়ক একটি গবেষণা 'Study of Lubricants Petroleum operation in Bangladesh with Special Emphasis on different grade and Their Relative Contribution to Energy Efficiency and Impact on Machine and Environment' কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণা ফলাফল কি-নোট আকারে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে একটি সেমিনারে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম শাখার অর্জন

কমিশনের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত নিম্নোক্ত ০৫ (পাঁচ) টি ক্যাটাগরীতে পেট্রোলিয়াম অনুবিভাগ কর্তৃক সর্বমোট ১১৪১ টি পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয় (লেখচিত্র-১)। তন্মধ্যে লুব্রিকেটিং অয়েল, বেজ অয়েল ও এডিটিভস ক্যাটাগরিতে ৫৬৩ টি (৪৫%), প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য ক্যাটাগরিতে ৩২৯টি (২৬%), বিটুমিন ক্যাটাগরিতে ১৭৩ টি (১৪%), ট্রান্সফরমার অয়েল ক্যাটাগরিতে ৯৬ টি (৭%) এবং ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট ক্যাটাগরিতে ১০০ টি (৮%) লাইসেন্স দেয়া হয়েছে ।
(সারণি-১৭, লেখচিত্র-৯)

সারণি ১৯ : পেট্রোলিয়াম পদার্থের অনুকূলে ক্যাটাগরি ভিত্তিক ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যার পরিমাণ

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরি	লাইসেন্স সংখ্যা	%	মন্তব্য
১	ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট	১০০	৮	একই প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সে একাধিক পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ক্যাটাগরি অন্তর্ভুক্ত থাকায় লাইসেন্সের সংখ্যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।
২	লুব্রিকেটিং অয়েল, বেজ অয়েল ও এডিটিভস	৫৬৩	৪৫	
৩	প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য	৩২৯	২৬	
৪	ট্রান্সফর্মার অয়েল	৯৬	৭	
৫	বিটুমিন	১৭৩	১৪	

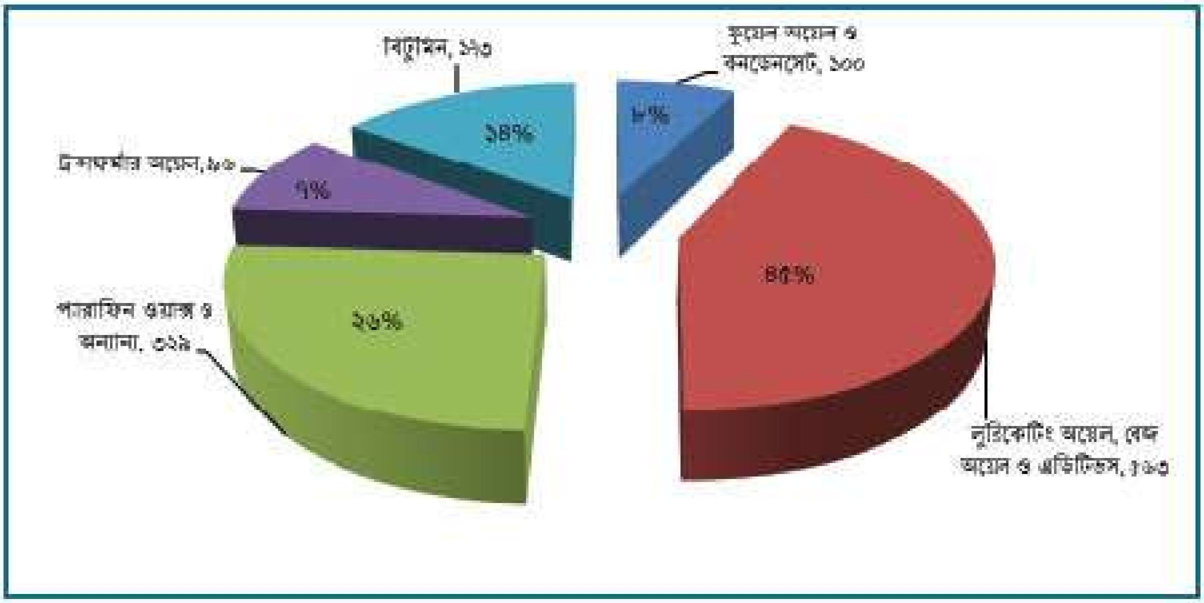

লেখচিত্র -৯ : বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থের অনুকূলে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন, নবায়ন ও সংশোধন লাইসেন্স ইস্যু করার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৮০ টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৫৫ টি, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩১৭ টি, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫১০ টি এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৯৯ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৬ টি নতুন লাইসেন্স, ২৭৫ টি নবায়ন লাইসেন্স ও ১২৮ টি সংশোধন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে (লেখচিত্র-১০)।

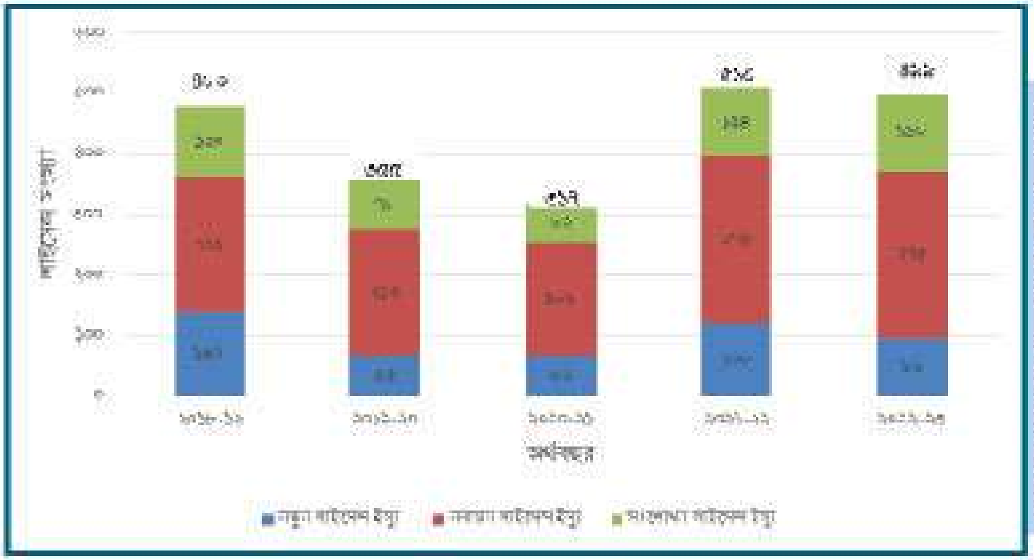

লেখচিত্র-১০ : পেট্রোলিয়াম শাখা থেকে নতুন, নবায়ন ও সংশোধন লাইসেন্স ইস্যু করার বছরভিত্তিক সাংখ্যিক প্রবণতা

পেট্রোলিয়াম শাখার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১। লাইসেন্স আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
২। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রচারে কার্যক্রম জোরদারকরণ;
৩। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুদকরণ, সরবরাহ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনে মান নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ;
৪। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
৫। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা ম্যানুয়াল প্রণয়ন;
৬। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুদকরণ ও হ্যান্ডলিং নিরাপত্তা ম্যানুয়াল প্রনয়ণ;
৭। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের পরিবহন নিরাপত্তা ম্যানুয়াল প্রণয়ন এবং
৮। রিফুয়েলিং স্টেশনসমূহ লাইসেন্সিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ণ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

আইন ও বিধি শাখার

কার্যক্রম

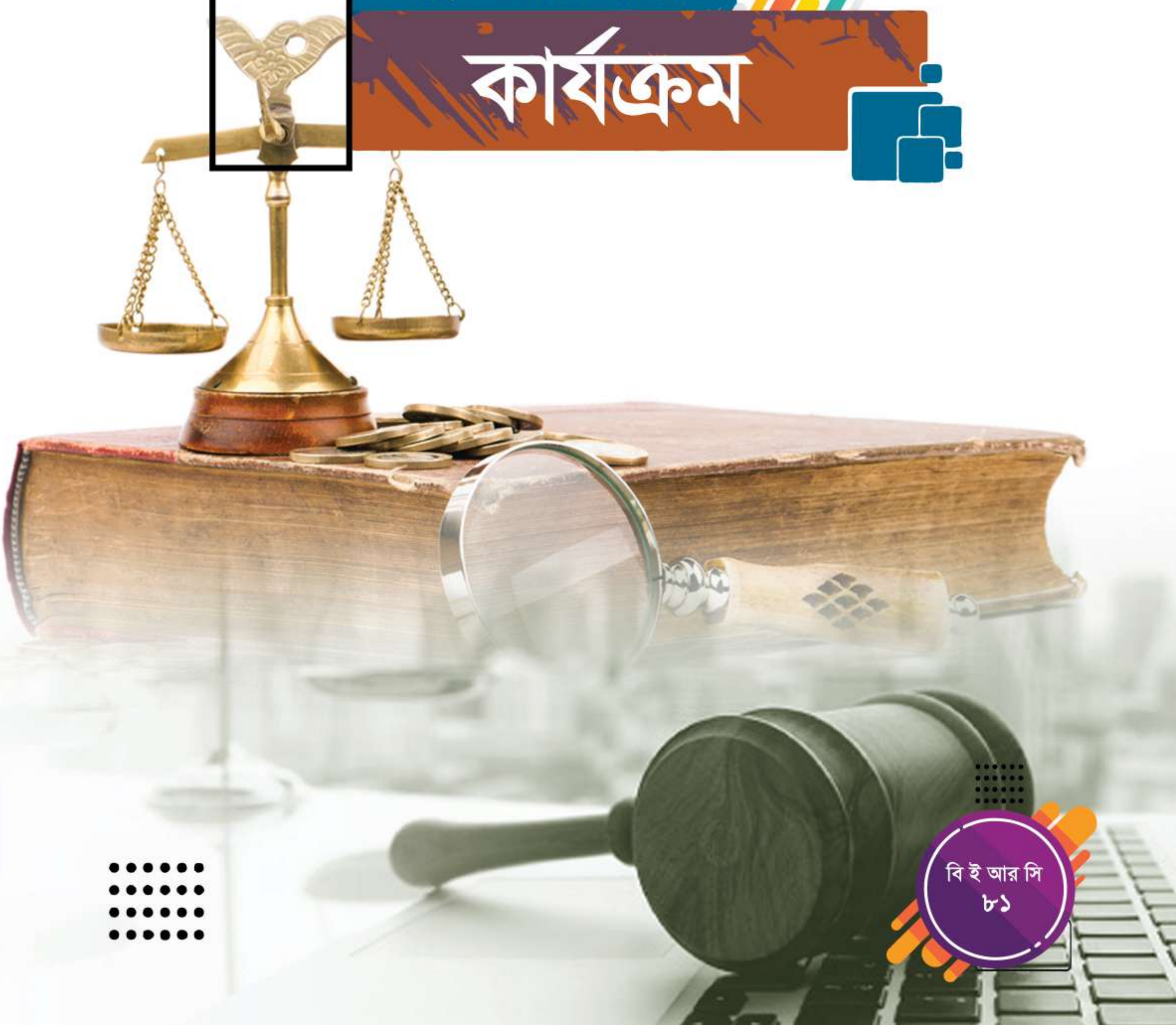

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

আইন ও বিধি অনুবিভাগ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪০ অনুযায়ী সালিস আইন, ২০০১ বা অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্সিদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সি ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত যে কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণের বিধান রয়েছে। কমিশন আইন অনুযায়ী লাইসেন্সিদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সি ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। বিরোধ নিষ্পত্তির যাবতীয় কার্যক্রম আইন ও বিধি শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এছাড়া এ শাখার অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা।

বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম

কমিশনের নিকট নিষ্পত্তির জন্য যে সকল বিরোধ আসে তার অধিকাংশই অবৈধ সংযোগ, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল, মিটার টেম্পারিং, ন্যূনতম বিল আরোপ, পালস্ মিসিং জনিত বিল, সারচার্জ আরোপ, মিটার বিকলকালীন বিল, Excess Fuel এবং Liquidity Damage আরোপ সংক্রান্ত। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কমিশনের নিকট সর্বমোট ৮৩ টি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন জমা হয়। উক্ত অর্থবছরে সর্বমোট ১০৩ টি বিরোধ নিষ্পত্তিপূর্বক কমিশন রোয়েদাদ (Award) প্রদান করেন। এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিরোধ ৩৯ টি, গ্যাস (শিল্প ও বাণিজ্য) সংক্রান্ত বিরোধ ৫১ টি এবং সিএনজি সংক্রান্ত বিরোধ ১৩ টি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত কমিশনে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৬১ ও ৩১৩ টি। ২০১২-১৩ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও বিরোধ নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

অর্থবছর	আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	পুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন আবেদন সংখ্যা
২০১২ - ১৩	২	০	২
২০১৩ - ১৪	৫	১	৬
২০১৪ - ১৫	৪	৩	৭
২০১৫ - ১৬	৫১	১০	৪৮
২০১৬ - ১৭	৬০	১৯	৮৯
২০১৭ - ১৮	৬৪	৫২	১০১
২০১৮ - ১৯	৬৭	৪২	১২৬
২০১৯ -২০	৪১	৩৪	১৩৩
২০২০ - ২১	৩৮	২২	১৪৯
২০২১ - ২২	৪৬	২৭	১৬৮
২০২২- ২৩	৮৩	১০৩	১৪৮
মোট	৪৬১	৩১৩	৩১৬

সারণি-১৮ : ২০১২-১৩ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও বিরোধ নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান

কমিশনের বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনায় উপস্থিত মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

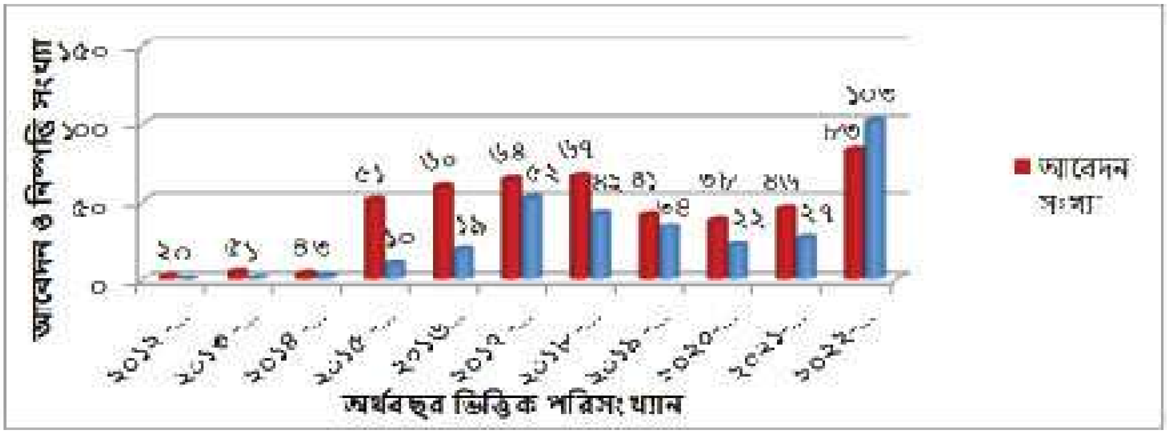

লেখচিত্র নং-১১ : ২০১২ -১৩ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান

কমিশন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ধারা ৫৯ অনুসারে প্রণীতব্য প্রবিধানমালা প্রাক-প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের আপত্তি/পরামর্শ বিবেচনাক্রমে চূড়ান্তপূর্বক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করে। Bangladesh Energy Regulatory Commission (Electricity Grid Code) Regulations, ২০২৩ এর উপর আপত্তি/পরামর্শ আহবান করে প্রাপ্ত আপত্তি/পরামর্শ বিবেচনাক্রমে প্রবিধানমালাটি চূড়ান্তভাবে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০২৩
২। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও অপরাধ হিসেবে গণ্যকরণ প্রবিধানমালা, ২০২১
৩। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের খুচরা ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১২
৪। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, বিপণন ও বিতরণ ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১২
৫। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ পরিবহন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১২
৬। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন পাওয়ার প্ল্যান্ট এনার্জি অডিট প্রবিধানমালা, ২০২২

কমিশন প্রতিষ্ঠাকালীন হতে এ যাবৎ নিম্নবর্ণিত ৯ টি প্রবিধানমালা সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে :

ক্রমিক নং	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
১।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬	৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬
২।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল ২০০৮
৩।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল ২০০৮
৪।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১
৫।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১
৬।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬	৭ জুন ২০১৬
৭।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬	৭ জুন ২০১৬
৮।	Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement (Cancel)Regulations, 2021	১৬ জুন ২০২১
৯।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০২১	১৬ জুন ২০২১

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ দ্বারা কমিশন পরিচালিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০, বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ ও পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ প্রভৃতি আইনানুযায়ী কমিশন বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন।

বিদ্যুৎ বা পেট্রোলিয়াম পরিদর্শকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল:

বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর ৪১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন বিদ্যুৎ বা পেট্রোলিয়াম পরিদর্শকের যে কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি করে থাকেন। বিগত অর্থবছরে এতদসংক্রান্ত কোন আপীল আবেদন দাখিল হয়নি।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

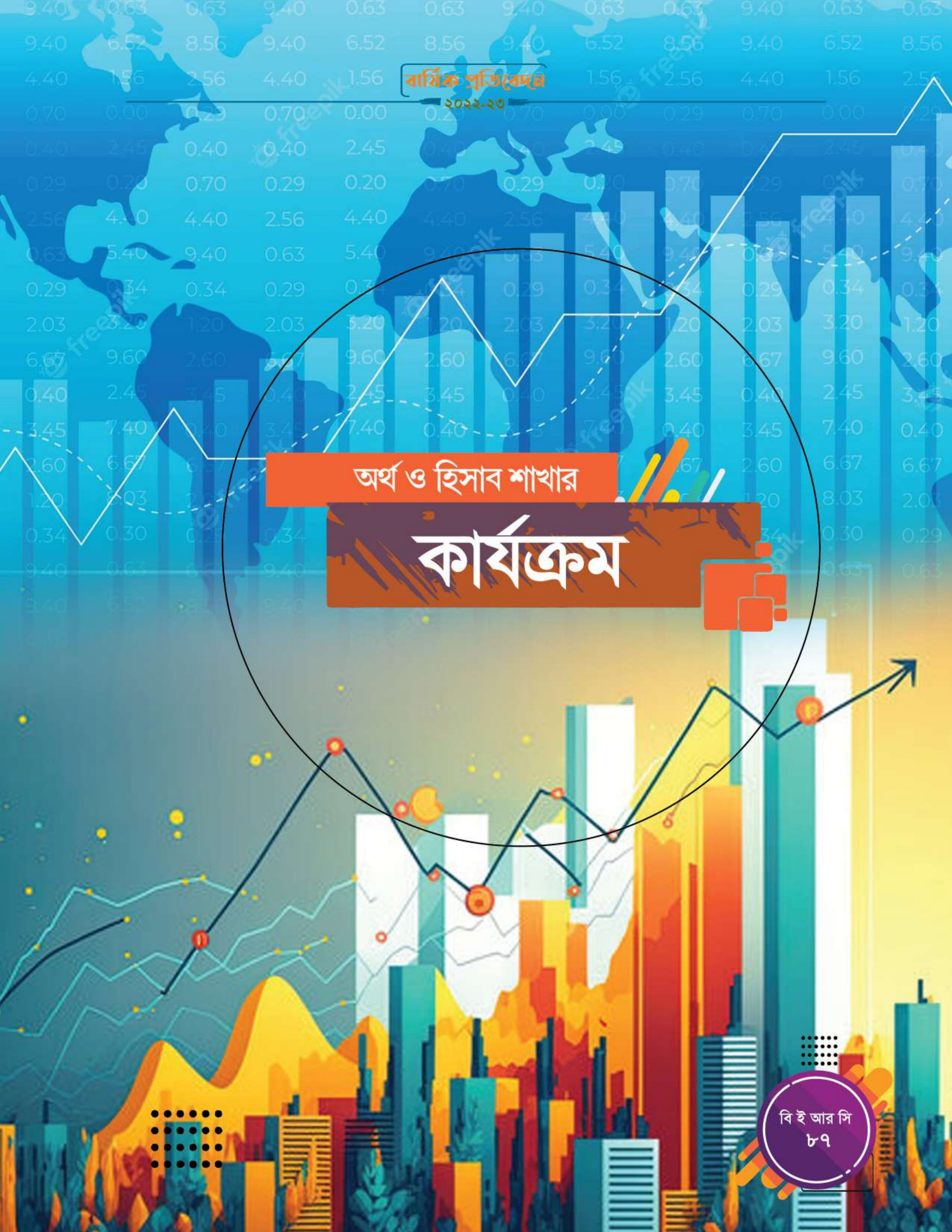

অর্থ ও হিসাব শাখার

কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

অর্থ ও হিসাব শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১৭-২১ এর বিধান এবং "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪" ও "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪" অনুযায়ী কমিশনের আর্থিক কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে।

কমিশনের তহবিলের উৎস

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা ১৭(১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত মোট ৪ (চার) টি উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ কমিশনের তহবিল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে;

(ক) সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ;
(গ) এ আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ; এবং
(ঘ) অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ। অন্যান্য উৎসের মধ্যে সিস্টেম অপারেশন ফিস, আরবিট্রেশন ফিস ও ব্যাংক সুদ উল্লেখযোগ্য।

২০২২-২৩ অর্থবছরের আয়ের হিসাব

২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের নিরীক্ষিত মোট আয় হয় ৫৭.৭৬ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের মোট আয় ছিল ৪১.১১ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে লাইসেন্স ফি বাবদ আয় ছিল ১৮.৯৪ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৭৯ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। কমিশনে নতুন লাইসেন্স ইস্যু, সংশোধন ও নবায়ন কার্যক্রম চলমান থাকায় এবং ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধির ফলে বিগত অর্থবছরের তুলনায় প্রতিবেদনাধীন সময়ে লাইসেন্স ফিস খাতে কমিশনের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইউটিলিটিসমূহ হতে সিস্টেম অপারেশন ফিস বাবদ ১২.৬৯ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে যা গত অর্থবছরের তুলনায় কম। ২০২১-২২ অর্থবছরে সিস্টেম অপারেশন ফিস বাবদ আয় ছিল ১৬.১৮ কোটি টাকা। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা ১৭(১) অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের তহবিলে নিম্নোক্ত ৪ (চার) টি উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের পূর্ণাঙ্গ বিবরণী নিম্নের সারণি-১৯ এ উপস্থাপন করা হলো :

সারণি ১৯ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের খাতভিত্তিক প্রাপ্ত/ জমাকৃত আয়ের হিসাব

২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের খাতভিত্তিক প্রাপ্ত/ জমাকৃত আয় (কোটি টাকায়)													
কমিশনের আইন অনুযায়ী আয়ের উৎসসমূহ													
সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান [১৭(ক)]	কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ [১৭(খ)]	কমিশন আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ [১৭(গ)]						অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ [১৭(ঘ)]				সর্বমোট প্রাপ্তি
		লাইসেন্স ফিস	আবেদন ফিস	সিস্টেম অপারেশন ফিস	ট্যারিফ নির্ধারণ আবেদন ফিস	বিরোধ নিষ্পত্তি ফিস	উপ-মোট	এফডিআর বিনিয়োগে প্রাপ্ত সুদ	একাউন্টের জমাকৃত প্রাপ্ত সুদ	বিবিধ	উপ-মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮= (৩+৪+৫+৬+৭)	৯	১০	১১	১২= (৯+১০+১১)	১৩=(৮+১২)
---	---	২৪.৭৯ (৪৩.২২%)	০.৯৫ (১.৬৫%)	১২.৬৯ (২১.৯৭%)	০.০৮ (০.১৪%)	০.৫৯ (০.০০%)	৩৮.১৮ (৬৭.৫৭%)	১.১৬ (১.৯৫%)	১৭.৬৫ (৩০.৫৫%)	০.০২ (০.০৩%)	১৮.৭৯ (৩২.৫৩%)	৫৭.৭৬ (১০০%)

উপরের সারণি-২১ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, কমিশনের আয়ের প্রধান খাত হলো এনার্জি উৎপাদন, বিপণন, বিতরণ এবং সঞ্চালনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ফিস ও সিস্টেম অপারেশন ফিস। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের নিরীক্ষিত সর্বমোট আয় ৫৭.৭৬ কোটি টাকার অধিকাংশ সংগৃহীত হয়েছে এই দুটি খাত হতে। লাইসেন্স ফিস বাবদ সংগৃহীত আয় ২৪.৯৭ কোটি টাকা যা মোট আয়ের ৪৩.২২%। সিস্টেম অপারেশন ফিস খাত হতে আয় ১২.৬৯ কোটি টাকা যা মোট আয়ের ২১.৯৭%। এই দুইটি খাত ছাড়াও স্থায়ী আমানত হিসাব (এফডিআর) হতে প্রাপ্ত সুদ কমিশনের অন্যতম আয়ের উৎস। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট আয়ের ৩০.৫৬% এ খাত হতে আয় হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের বাজেট সংস্থান এবং প্রকৃত ব্যয়

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯ ধারা অনুসরণে কমিশন প্রতি অর্থবছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল এ পেশ করে। বিভিন্ন খাতের জন্য কমিশন কর্তৃক সংস্থানকৃত বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কমিশনের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪১.৭২ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে বেতন ও ভাতাদি খাতে ৫.৮৭ কোটি, সরকারি কোষাগারে প্রদান বাবদ ১২.০০ কোটি টাকা, কর্মচারীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি বাবদ ৫.০০ কোটি টাকা, ছুটি নগদায়ন বাবদ ১.২২ কোটি এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার খাতে ২.২৫ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী মোট ব্যয় ছিল ২৯.৮৬ কোটি টাকা যা মোট বাজেট সংস্থানের প্রায় ৭০%। বর্ণিত ২৯.৮৬ কোটি টাকার মধ্যে সরকারি কোষাগারে প্রদান বাবদ ১২.০০ কোটি টাকা, কর্মচারীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি বাবদ ৫.০০ কোটি টাকা ও ছুটি নগদায়ন বাবদ ১.২২ কোটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দেশে করোনার প্রাদুর্ভাবজনিত ও ডলার সংকটের কারণে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকায় ভ্রমণ ব্যয় খাতে এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে যানবাহন ক্রয় খাতে কোনো অর্থ ব্যয় না-হওয়ায় সার্বিক ব্যয় কম হয়েছে। খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিভাজন নিম্নরূপঃ

সারণি ২০ঃ ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের অনুমোদিত বাজেট, সংশোধিত বাজেট এবং প্রকৃত ব্যয় বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্রমিকনং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত (অনিরীক্ষিত) ২০২২-২৩
১	বেতন ও ভাতাদি	৯.৭৮	৫.৮৭	৫.৫৪ (৯৪.৩৮%)
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.৪৯	০.৪৯	০.৪৬ (৯৩.৮৮%)
৩	অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (অফিস ভাড়া, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, আইন সংক্রান্ত ব্যয়, জ্বালানী ইত্যাদি সহ)	১৯.১১	১৪.১৩	৩.৮৩ (২৮.৬০%)
৪	মোট পরিচালন ব্যয় [১+২+৩]	২৯.৩৮	১৯.৪৯	৯.৮৩ (৫০.৪৪%)
৫	বিনিয়োগ তফসিল /মূলধনী ব্যয়	১১.৯৩	৩.৭৮	০.৫২ (১৩.৭৬%)
৬	জিপিএফ, কল্যাণ তহবিল, ঋণ ও অগ্রিম এবং পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ফান্ড	৫.২৫	৬.৪৫	৬.৪৫ (১০০.০০%)
৭	সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদান	১৫.০০	১২.০০	১২.০০(১০০.০০%)
	সর্বমোট (৪+৫+৬+৭)	৬১.৫৬	৪২.৭২	২৯.৮৫

উপরের সারণি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, কমিশনের ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হচ্ছে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি, অফিস ভাড়া, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, আইন সংক্রান্ত ব্যয়, জ্বালানী, কর্মকর্তা-কর্মচারী পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ফান্ড, কর্মকর্তা-কর্মচারী ছুটি নগদায়ন তহবিল, সম্পদ ক্রয় এবং অন্যান্য। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪২.৭২ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যয় হয়েছে মাত্র ২৯.৮৫ কোটি টাকা যা ব্যয়ের প্রাক্কলন হতে ১২.৮৭ কোটি টাকা বা ৩০.০০ শতাংশ কম।

২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় তহবিল

"বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪" এর প্রবিধি ৮(খ) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০০৫ এর ধারা ৬ অনুযায়ী কমিশনের সকল ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ থাকলে তা কমিশনের একাউন্টে জমা থাকে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমিতে কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ, টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০০৮" এর প্রবিধান ৫৬ অনুযায়ী কর্মচারীদের জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কমিশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও, কমিশন নিজ উদ্যোগে ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় থেকে ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যথাক্রমে ১০.০০ (দশ) কোটি ও ১৫.০০ (পনেরো) কোটি টাকা প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে "স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইনেন্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০" ক্ষমতাবলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে ২৫.০০ (পঁচিশ) কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২.০০ (বারো) কোটি টাকা জমা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ, ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত কমিশন প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে ৬২.০০ (বাষট্টি) কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে।

সারণি ২১ : কমিশনের ২০২১-২২ অর্থবছরের আয়ের লক্ষ্য মাত্রা, প্রকৃত আয়, প্রকৃত ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত আয় (+/-) (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত (অনিরীক্ষিত) ২০২২-২৩
১.	মোট আয়	৩৭.৭০	৪২.৯০	৫৭.৭৬
২.	মোট ব্যয়	৬১.৫৬	৪২.৭২	২৯.৮৬
৩.	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় (+/-)	-২৩.৮৬	১.১৮	২৭.৯০

উপরের সারণি-২১ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়ের পরিমাণ ২৭.৯০ কোটি টাকা; যেখানে উক্ত অর্থবছরে অনুমোদিত বাজেটে ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১.১৮ কোটি টাকা।

ভ্যাট ও আয়কর আদায়

কমিশন ২০২২-২৩ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদানের সময় লাইসেন্সিদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট বাবদ আনুমানিক ৫.৬৬ কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব আদায়ে অবদান রেখেছে। লাইসেন্সিগণ লাইসেন্স ফিস জমা প্রদানের সময় সরকার প্রযোজ্য ভ্যাট জমা প্রদান করে চালানের মূলকপি কমিশনে দাখিল করে থাকে। এছাড়া, কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর কর্তনপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট কোডে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। ভ্যাট এবং আয়কর আদায়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং		ভ্যাট এবং আয়কর আদায়ের খাত	টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত ভ্যাট	আদায়কৃত আয়কর
১.	আয়ের ক্ষেত্রে	লাইসেন্স ফিস	২৪.৯৭	৩.৭৪	------
২.		সিস্টেম অপারেশন ফিস	১২.৬৯	১.৯০	------
৩	ব্যয়ের ক্ষেত্রে	কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিলের ওপর কর্তিত ভ্যাট		.৫১	
৪.		কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিলের ওপর কর্তিত আয়কর			.১৫
				৬.১৬	.১৫

সারণি ২২ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক ভ্যাট এবং আয়কর আদায় বিবরণী (কোটি টাকায়)

বিইআরসি কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল

কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিইআরসি কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে চাঁদা বাবদ কর্তনকৃত ৩২,০৮,৪৪০/- (বত্রিশ লাখ আট হাজার চারশত চল্লিশ) টাকা মাসভিত্তিক স্থানান্তর করা হয়েছে। সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী এ তহবিলের ওপর ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রদেয় মুনাফা বাবদ ২২,৫৮,৯৮৮/- (বাইশ লাখ আটান্ন হাজার নয়শত আটাশি) টাকা ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বিইআরসি কর্মচারী অবসর ভাতা তহবিল

বিইআরসি কর্মচারী অবসরভাতা তহবিলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্ণিত তহবিলের বর্তমান স্থিতি সুদসহ প্রায় ৩৯.৬৩ (উনচল্লিশ কোটি তেষট্টি লাখ) টাকা। "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮" এর প্রবিধান ৫৬ অনুযায়ী কমিশনের নিজস্ব কর্মচারীদের জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তনের জন্য Actuarial Firm নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রবিধানমালা, ২০২৩" চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বিইআরসি কর্মচারী কল্যাণ তহবিল

কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃক কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে চাঁদা বাবদ কর্তনকৃত সর্বমোট ১,০৮,০০০.০০ (এক লাখ আট হাজার দুইশত আটান্ন) টাকা কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিইআরসি কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে মাসভিত্তিক স্থানান্তর করা হয়েছে। এ তহবিলের বর্তমান স্থিতি সুদসহ ৬,৫১,৫২৫.০০ (ছয় লাখ একান্ন হাজার পাঁচশত পঁচিশ) টাকা।

বিইআরসি কর্মচারী যৌথ বীমা তহবিল

কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাগণ কর্তৃক কর্মচারী যৌথ বীমা তহবিলে প্রিমিয়াম বাবদ কর্তনকৃত সর্বমোট ২০,৪০০.০০ (বিশ হাজার চারশত) টাকা কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিইআরসি কর্মচারী যৌথ বীমা তহবিলে মাসভিত্তিক স্থানান্তর করা হয়েছে। এ তহবিলের বর্তমান স্থিতি সুদসহ ১,৫৮,১৫২.০০ (এক লাখ ছাপান্ন হাজার একশত বায়ান্ন) টাকা।

কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ নীতিমালা

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত "সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০১৮"; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত "বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা" এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর শিক্ষক/কর্মচারীদের জন্য প্রণীত "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর শিক্ষক/কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০১৯" এর অনুসরণে "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩" এবং "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮" এর আলোকে প্রণীত "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২৩" অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

১) একাউন্টিং সফটওয়্যার ক্রয় করা;

২) কমিশনের নিজস্ব কর্মচারীদের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে পেনশন স্কীম প্রবর্তন;

৩) "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২৩" সরকারের অনুমোদন গ্রহণ;

৪) কমিশনের নিজস্ব কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা সুবিধাদি প্রবর্তন।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কমিশনের সম্পর্ক

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কমিশনের সম্পর্ক

South Asia Form for Infrastructure Regulations (SAFIR)

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অবকাঠামো সম্পর্কিত রেগুলেটরী কমিশনসমূহের সমন্বিত সংস্থা South Asia Forum for Infrastructure Regulations (SAFIR) এর অন্যতম সদস্য। SAFIR কর্তৃক প্রতিবছর Executive Committee Meeting (ECM), Steering Committee Meeting (SCM) এনার্জি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তাগণ এসব প্রশিক্ষণ, সভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সদস্যভুক্ত দেশসমূহের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে SAFIR এর নিম্নবর্ণিত সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়:

ক্রম	সভা/প্রশিক্ষণেরনাম	তারিখ
১	24th Executive Committee Meeting	২২ জুলাই ২০২২
২	8th Joint Working Group	২২ জুলাই ২০২২
৩	4th Working Group Meeting	১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৪	25th Executive Committee Meeting	১২ জুন ২০২৩
৫	21st SAFIR Core Course on utility regulation	৫-৮ জুন ২০২৩

USAID-NARUC-Bangladesh Regulatory Partnership এর আওতায় NARUC কর্তৃক ২১, ২২, ২৯, ৩০ নভেম্বর এবং ০৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ Depreciation বিষয়ে অনলাইন সেমিনার আয়োজন করা হয়। এতে কমিশনের কর্মকর্তাগণের সাথে বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং ইউটিলিটিসমূহ হতে কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া Bangladesh Advancing Development and Growth Through Energy (BADGE) কর্তৃক আয়োজিত ০৩ টি প্রশিক্ষণ/সেমিনারে মোট ৬ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

National Association of Regulatory Utility Comissioners (NARUC):

Bangladesh Advancing Development and Growth through Energy (BADGE)/USAID এর সাথে অনুষ্ঠিত কমিশনের আলোচনা সভা

বিশ্বব্যাংক

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Strengthening and Capacity Building of BERC" শীর্ষক Technical Assistance (TA) Project বাস্তবায়নের লক্ষ্যে PTAPP জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকে জমা প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

গবেষণা কার্যক্রম

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এই খাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নে গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(ক) Study of Lubricating Petroleum Operation in Bangladesh with Special Emphasis on Different Grades and Their Relative Contribution to Energy Efficiency and Impact on Machine and Environment

বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ব্যবহারের ধরন এবং উৎপাদনশীলতা ও পরিবেশের ওপর তার প্রভাব বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক গবেষণাটি সম্পাদন করা হয়। গবেষণাটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

* Lubricants এর জন্য জরুরি ভিত্তিতে নতুন স্ট্যান্ডার্ড establish করা;
* পেট্রোল ইঞ্জিনের জন্য Lubricants এর সর্বশেষ স্ট্যান্ডার্ড যেমন-API SN Plus ব্যবহার করা;
* ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সমস্ত মডেলের জন্য API CK4 এবং নতুন মডেল ইঞ্জিনের জন্য FA4 (২০১৭) ব্যবহার করা;
* Lubricants এর adulteration control এবং Lubricants এর qualitycontrol এর জন্য যথাযথ মনিটরিং সেল গঠন করা;
* একটি Central Quality Check Lab এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আমদানিকৃত, স্থানীয়ভাবে blended jye এবং re-refined লবগুলির গুণমান পরীক্ষা করা ও নিরীক্ষা করা;
* Base Oil হিসেবে re-refining plant এ যাতে waste oil ব্যবহার করা যায় সে জন্য waste oil re-refin ingplant স্থাপনে যথাযথ নীতি সহায়তা প্রদান করা;
* ব্যবহৃত তেল re-refining দূষণ হ্রাস করা যারবিধায় এটি পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির মর্যাদা পাওয়া উচিত এবং এটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণোদনা ও সমর্থন পাওয়া উচিত;
* নীতি নির্ধারকগণ এবং অংশীজনগণ সম্মিলিতভাবে lub oil সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালার মধ্যে অসঙ্গতি দূর করা;
* lube oil এর ক্যানগুলিতে সর্বাধিক খুচরা মূল্য ট্যাগ অবশ্যই থাকা;
* Machine এবং পরিবেশের ওপর প্রভাব এবং জ্বালানি দক্ষতার ওপর জোর দিয়ে যথাযথ স্পেসিফিকেশনসহ Lubricants এর জন্য নতুন নতুন মান প্রতিষ্ঠা করা;
* adulteration control এর জন্য appropriate monitoring এবং বাংলাদেশে lube oil এর quality valuechain নিশ্চিতকরণ;
* পরিবেশ ও রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের (Reduce, Reuse and Recycle-3R) প্রেক্ষাপটে Recycle কে promote করা; এবং
* বাংলাদেশের Lubricating Petroleum Sector এর মসৃণ বিকাশের জন্য Policy Synchronization করা।

বর্ণিত গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্যালোচনা এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

(খ) Petroleum Product (including LPG) Safety from the Perspective of Licensing

বাংলাদেশে এলপিজিসহ অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের লাইসেন্সিং কার্যক্রমে এ সকল পদার্থের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশ্লেষণের নিমিত্ত গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ গবেষণাকার্যটি পরিচালনা করে। গবেষণাটির একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে ৩টি Guidelines যথা Guidelines for Petroleum Product Safety, Guidelines for Transportation Safety,Liquid Petroleum Gas (LPG) Safety GuidelinesGes বিইআরসি এর জন্য একটি Inspection Protocol দাখিল করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

স্বল্পমেয়াদী:

* প্রতিবেদনে চিহ্নিত বিদ্যমান আইনী কাঠামোর ব্যবধানসমূহ সমাধান করা। যার মধ্যে রয়েছে-
* বাল্ক স্টোরেজ ট্যাঙ্ক নির্মাণের মানদণ্ড নির্ধারণ করা;
* ছোট স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, ড্রাম এবং পাত্রে স্টোরেজ এবং পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ এর বিধি নির্ধারণ করা;
* ভূগর্ভস্থ স্টোরেজ ট্যাঙ্ক নির্মাণের ডিজাইন এবং ইনস্টলেশন মান নির্ধারণ;
* পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত Toxic এবং Unstable রাসায়নকগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য নির্দেশাবলী প্রস্তুত করা;
* পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ব্যবহার এবং স্থানান্তরের সময় Hazardous পরিবেশে কর্মীদের এক্সপোজার প্রতিরোধের জন্য নির্দেশাবলী প্রস্তুত করা;
* এলপিজি'র ক্ষেত্রে মাটির উপরে এবং ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কগুলির জন্য খসড়া কোডস্ এবং স্ট্যান্ডার্ডস এর স্পষ্টীকরণ, Fiber glass Cylinder এর জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ, রেটিকুলেটেড সিস্টেমের জন্য নির্দেশাবলী, বিদ্যমান সিএনজি এবং পেট্রোল পাম্পে এবং ভবিষ্যতের বৈদ্যুতিক চার্জিং স্টেশন সহ অটোগ্যাস স্টেশন সম্পর্কিত নির্দেশাবলী ইত্যাদি।
* বিভিন্ন কোডস্, স্ট্যান্ডার্ডস এবং নির্দেশিকা বাংলায় অনুবাদ করতে হবে
* কোডস, স্ট্যান্ডার্ডস এবং নির্দেশিকাসমূহ Industrial Adoption এর জন্য ম্যানুয়াল আকারে প্রকাশ করা।
* কোডস্, স্ট্যান্ডার্ডস এবং নির্দেশিকাসমূহ যথাযথ প্রয়োগের জন্য পরিদর্শক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লায়েন্স অফিসারদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
* স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রশিক্ষণ উপকরণ সহজে পৌঁছানোর জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা।
* বর্তমানে লাইসেন্স প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত চেকলিস্টে একটি স্কোরিং সিস্টেমের মাধ্যমে আরও পরিমার্জিত করা যেতে পারে।
* স্টেকহোল্ডারদের কাজে সহায়তার জন্য Hazard evaluation এবং Risk assesment process এর উপর নির্দেশিকা তৈরি করা যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী :

ওয়ান-স্টপ পরিষেবা :

একটি ব্যবসা শুরু করতে এবং চালানোর জন্য ২০ টিরও বেশি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। ব্যবসার সুবিধার্থে এক যায়গা থেকে সমস্ত অনুমোদন পাওয়ার জন্য একটি ওয়ান-স্টপ পরিষেবা জরুরিভাবে প্রয়োজন।

নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় :

বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং বিইআরসি হল তিনটি প্রধান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যারা পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের নিরাপত্তার দিকগুলি তত্ত্বাবধান করে। এসকল কর্তৃপক্ষের মধ্যে Integration এবং Coordination লাইসেন্স প্রক্রিয়াকে সহজতর করবে এবং সেই সাথে বিনিয়োগকারীদের ব্যবসাকে সহজ করবে।

ইউনিফর্ম লেবেলিং (GHS) :

পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের নিরাপত্তার জন্য একটি বাধ্যতামূলক লেবেলিং সিস্টেম গ্রহণ এবং প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এখনও লেবেলিং এর Globally Harmonized System (GHS) গ্রহণ করেনি। বিইআরসি এবং সরকারকে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের জন্য GHS লেবেলিং এর গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

উপযুক্ত জনবল নিশ্চিত করা :

নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তাদের অবশ্যই প্রাসঙ্গিক যোগ্যতা থাকতে হবে। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং শিল্প উভয়কেই যোগ্য কর্মীদের নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

পেশাগত নিরাপত্তা এবং প্রক্রিয়া নিরাপত্তা নিশ্চিত করা :

Occupational Safety কর্মীদের রাসায়নিকের Hazardous Exposure থেকে মুক্ত রাখে; অন্যদিকে Process Safety বড় দুর্ঘটনা যেমন আগুন, বিস্ফোরণ, বা এইরূপ দ্রব্য ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করে। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং শিল্প মালিকদের Hazardous রাসায়নিকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কর্মীদের পাশাপাশি জনগণ এবং পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য উভয় ধরনের নিরাপত্তার বিষয়ে কাজ করা প্রয়োজন।

শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষের **Interaction** এর জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা :

কার্যকর নীতি তৈরি করতে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বিইআরসি-এর মধ্যে interaction করার জন্য নিয়মিত মিটিং, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, সাক্ষাত্কার, দিনব্যাপী প্রোগ্রাম ইত্যাদির আকারে হতে পারে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত খসড়া LPG Storage, Bottling, Transportation & Dispensing Codes and Standards হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলমান থাকায় Petroleum product (including LPG) safety from the perspective of licensing শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটির Guidelines for LPG Safety অধ্যায়টির প্রয়োজনীয় অংশ উক্ত LPG Storage, Bottling, Transportation & Dispensing Codes and Standards এ অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নের বিষয়ে পর্যালোচনা এবং পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
(সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি)
বাস্তবায়ন

Development

বি ই আর সি
১০৫

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এজেন্ডা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্টের (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এমডিজি) যেখানে শেষ, সেখানেই শুরু নতুন অভীষ্টের-টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি)। ২০১৫ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে জাতিসংঘ সম্মেলনে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'রূপান্তরিত আমাদের পৃথিবী: ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' শিরোনামে ১৫ বছর মেয়াদি এসডিজি এজেন্ডা ঘোষণা করা হয়। সারা বিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ২০১৬ সাল থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা (ইন্ডিকেটর) নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৭টি অভীষ্টের জন্য ৩৯টি সূচককে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১১টি আছে জাতীয় সূচক। এ সূচকগুলোর অগ্রগতি হলে তার ইতিবাচক প্রভাব অন্যগুলোর ওপরও পড়বে। এর বাইরে আরেকটি অতিরিক্ত সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না' নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ 'সমগ্র সমাজ' (Whole of Society) পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। জ্বালানি খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৭: সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা।

'অভীষ্ট-৭' বাস্তবায়নে লক্ষ্যসমূহ (টার্গেট)

লক্ষ্য ৭.১: ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ৭.২: ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।

লক্ষ্য ৭.৩: জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নের বৈশ্বিক হার ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা।

লক্ষ্য ৭.ক: ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা এবং উন্নততর ও নির্মলতর জীবাশ্ম-জ্বালানি প্রযুক্তিসহ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানি অবকাঠামো ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগ প্রবর্ধন।

লক্ষ্য ৭.খ: ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের নিজস্ব সহায়ক কর্মসূচি অনুযায়ী সকলের জন্য আধুনিক ও টেকসই জ্বালানি সেবা সরবরাহকল্পে জ্বালানি অবকাঠামোর বিস্তারসহ প্রযুক্তির উন্নতি সাধন।

লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার সূচকসমূহ (ইন্ডিকেটর)

* স্বল্পতম সময়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে ৩৯ সূচকের একটি সেট নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত সূচকসমূহের কিছু বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট থেকে সরাসরি এবং কিছু সূচক বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করে নির্বাচন করা হয়েছে।
* লক্ষ্যমাত্রা ৭.১.১: ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা।
* লক্ষ্যমাত্রা ৭.১.২: ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার ২০% এ উন্নীত করা।
* বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২০৩০ সালে ৪০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা।
* বর্তমানে দেশে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, তার ১১.৫৮ শতাংশ (অর্থবছর ২০২২-২৩) আসে কয়লাভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম থেকে।
* বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ ও হালনাগাদকরণ; উপকেন্দ্র নির্মাণ ও মানোন্নয়ন; সুইচ স্টেশন ও নদী পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ; যেসব ট্রান্সফরমারের অধীনে সক্ষমতার বেশি সংযোগ রয়েছে, সেসব ট্রান্সফরমার স্থানান্তর; গতানুগতি ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ও ডিজিটাল মিটারগুলো প্রিপেইড মিটারের মাধ্যমে স্থানান্তর; বিতরণ পদ্ধতির পুনর্গঠন ও নিবিড়তা বাড়ানো; গ্যাস বরাদ্দকরণ নীতি (বিকল্প মাধ্যম হিসেবে এলপিজি ও বায়োগ্যাস), দেশীয় গ্যাসউত্তোলন নীতি, দেশীয় কয়লা রপ্তানি নীতি প্রতিষ্ঠাকরণ; জ্বালানি ভর্তুকি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; গৃহস্থালি ও পরিবহন খাতে এলপিজি ব্যবহার উৎসাহিতকরণ; এলএনজি আমদানি কৌশল ও কয়লা আমদানি কার্যক্রম সম্প্রসারণে পরিকল্পনা গ্রহণ।

'অভীষ্ট-৭' অর্জনে কমিশনের রেগুলেটরী সহায়তা কার্যক্রম

* জ্বালানি খাতে এসডিজি'র বর্ণিত অভীষ্ট অর্জনে সরকারের যথাযথ উদ্যোগ ও বাজেটারি সাপোর্টের ফলে এবং বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতভাগে (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) উন্নীত হয়েছে।
* পল্লী এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের বিদ্যুৎ বিতরণ অবকাঠামো ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার স্বার্থে কমিশনের রেগুলেটরী সহায়তার আওতায় পবিসসমূহের উক্ত কস্ট রিকোভারি নিশ্চিতকল্পে পবিসসমূহের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার তুলনামূলক কম নির্ধারণ করা হয়েছে।
* গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তন করা হয়েছে।
* বর্তমানে গ্রামীণ এলাকার প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ গ্রাহক লাইফ-লাইন মূল্যহারের সুবিধা ভোগ করছে।
* দেশীয় গ্যাস কোম্পানীর তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কমিশন কর্তৃক 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে।
* দেশের সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে।
* দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে।
* বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইনে প্রদত্ত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে গবেষণা সম্পাদনের জন্য বিইআরসি গবেষণা তহবিল' গঠন করা হয়েছে;
* দেশে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইলেকট্রিসিটি গ্রিড কোড চূড়ান্ত করা হয়েছে।
* নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে সরকারের নবায়নযোগ্য নীতিমালা অনুযায়ী রেগুলেটরী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
* রেগুলেটরী গাইডলাইন/নীতি-নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিত এবং এসডিজি'র 'অভীষ্ট-৭' অর্জনের পথ সুগম হচ্ছে।
* বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, সংযোগের আওতা বাড়ানো এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাত্রা বছরের পর বছর ধরে চমকপ্রদভাবে বেড়েছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দৈনিক নিবিড়তা ব্যাপক হারে কমেছে।
* জ্বালানি দক্ষতা আনয়ন ও সংরক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিইআরসি এনার্জি অডিট প্রবিধানমালা প্রস্তুত করা হয়েছে।
* LPG Storage, Bottling, Transportation & Dispensing Codes and Standards হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কমিশনের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশনের অর্জন

ট্যারিফ নির্ধারণ

কমিশন বিদ্যুৎ এর পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ, সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং বা ট্রান্সমিশন চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ (ট্রান্সমিশন চার্জ), গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সী ও অংশীজনদের উপস্থিতিতে শুনানির মাধ্যমে ট্যারিফ নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করে থাকে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, পরিচালন ব্যয় সংকুলান ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন; ভোক্তাস্বার্থ, সরকার কর্তৃক অনুদান প্রদান, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ, আর্থিকশৃঙ্খলা আনয়ন ইত্যাদি বিবেচনায় কমিশন বিগত বছরগুলোতে ট্যারিফ সমন্বয় করেছে।

বিদ্যুতের বাল্ক, সঞ্চালন ও খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ২০০৮সাল থেকে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার, ২০০৯ সাল থেকে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার এবং ২০১৫ সাল থেকে বিদ্যুতের সঞ্চালন চার্জ (হুইলিং চার্জ) নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করে আদেশ জারী করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) ১২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের জন্য কমিশনে প্রস্তাব দাখিল করে। উক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ মে ২০২২ তারিখে লাইসেন্সী (বাবিউবো) এবং আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি গ্রহণ করা হয়। আবেদনকারী এবং আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি প্রদান ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে বিদ্যুতের বিদ্যমান পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার অপরিবর্তিত রেখে ১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/১৯ জারী করা হয়।

পরবর্তীতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮ এবং উক্ত আদেশ অনুযায়ী বাবিউবো কমিশনের আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনে পুনর্বিবেচনা আবেদন দাখিল করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাবিউবো এর উক্ত পুনর্বিবেচনা আবেদন বিবেচনাক্রমে বাবিউবো এর ১২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের প্রস্তাব, কারিগরি মূল্যায়ন টিমের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, লাইসেন্সী এবং আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি, শুনানি-পরবর্তী মতামত ও তথ্য এবং সার্বিক বিষয় বিস্তারিত পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণান্তে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর প্রবিধান ১৪ (৩)অনুসারে কমিশনের ১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখের বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/১৯ পুনর্বিবেচনা করত বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহারভারিত গড়ে ৫.১৭ টাকা/কি.ও.ঘ. থেকে ১৯.৯২% বৃদ্ধি করে ৬.২০ টাকা/কি.ও.ঘ. পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) পুনঃনির্ধারণের জন্য ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে এবং বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সীসমূহ (বাবিউবো, বাপবিবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো এবং নেসকো) বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের জন্য ১৭ থেকে ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে কমিশনে প্রস্তাবদাখিল করে। পিজিসিবি এবং বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সীসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত বিদ্যুতেরবিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার ও বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাবের বিষয়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) এবং ৩৪(৬)এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ অনুসারে আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(ক) অনুযায়ী বিদ্যুতের শ্রেণিভিত্তিক খুচরা মূল্য পুনঃনির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করায় বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার এবং বিদ্যুতের বিতরণ (খুচরা) মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের জন্য যথাক্রমে পিজিসিবি এবং বাবিউবো, বাপবিবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো ও নেসকো এর প্রস্তাবসমূহ নিষ্পত্তি গণ্যে কমিশন কর্তৃক মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ ব্যতীত বর্ণিত প্রস্তাবসমূহের বিষয়ে কমিশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করে ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বর ২০২৩/০২ জারী করা হয়।

সারণি-২৩ : কমিশন কর্তৃক অদ্যাবধি ঘোষিত বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
০১	অক্টোবর২০০৮	বাবিউবোএর বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ
০২	ফেব্রুয়ারি ২০১১	বাবিউবো এর বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ, যা দুই ধাপে কার্যকর করা হয়।
	আগস্ট২০১১	
০৩	ডিসেম্বর ২০১১	বাবিউবো এর বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ, যা দুই ধাপে কার্যকর করা হয়।
	ফেব্রুয়ারি ২০১২	
০৪	মার্চ ২০১২	বাবিউবো এর বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ
০৫	সেপ্টেম্বর ২০১৫	বাবিউবো এর বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ
০৭	ডিসেম্বর ২০১৭	বাবিউবো এর বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ
০৮	মার্চ ২০২০	বাবিউবো এর বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ
০৯	ডিসেম্বর ২০২২	বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে ১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখের বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/১৯ পুনর্বিবেচনা আদেশ।

সারণি-২৪ : কমিশন কর্তৃক অদ্যাবধি ঘোষিত বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
০১	সেপ্টেম্বর ২০১৫	পিজিসিবি এরসঞ্চালন মূল্যহার নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ
০২	মার্চ ২০২০	পিজিসিবি এরসঞ্চালন মূল্যহার নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ

সারণি-২৫ : কমিশন কর্তৃক অদ্যাবধি ঘোষিত বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
০১	ডিসেম্বর ২০০৯	বাপবিবো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ
০২	মার্চ ২০১০	বাবিউবো/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকোএর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ
০৪	ডিসেম্বর ২০১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২	বাবিউবো/বাপবিবো/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকোএর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ, যাদুই ধাপে কার্যকর করা হয়।
০৫	সেপ্টেম্বর ২০১২	বাবিউবো/বাপবিবো/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ।
০৬	মার্চ ২০১৪	বাবিউবো/বাপবিবো/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ।
০৮	সেপ্টেম্বর ২০১৫	বাবিউবো/বাপবিবো/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ।
০৯	ডিসেম্বর ২০১৭	বাবিউবো/বাপবিবো/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকো/নেসকো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ।
১০	মার্চ ২০২০	বাবিউবো/বাপবিবো/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকো/নেসকো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ।

প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক সর্বপ্রথম২০০৯সাল থেকে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার এবং ২০১৫ সাল থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের সঞ্চালন ও বিতরণ চার্জ/মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ করে আদেশ জারী করা হচ্ছে।

সর্বশেষ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা), গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি ও বিতরণ কোম্পানিসমূহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন ট্যারিফ এবং বিতরণ কোম্পানিসমূহের ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ও ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি প্রদান এবং সার্বিক বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক কমিশন ভোক্তাপর্যায়ে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ৯.৭০ টাকা/ঘনমিটার থেকে ২২.৭৮% বৃদ্ধি করে ১১.৯১ টাকা/ঘনমিটার নির্ধারণ করে ০৪ জুন ২০২২ তারিখ আদেশ জারি করে। অদ্যাবধি কমিশন কর্তৃক ঘোষিত গ্যাসের মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

সারণি-২৬ : কমিশন কর্তৃক অদ্যাবধি ঘোষিত গ্যাসের মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
০১	আগস্ট ২০০৯	ভোক্তাপর্যায়ে সিএনজি ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির জন্য মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়।
০২	মে ২০১১	শুধুমাত্র সিএনজির মূল্যহার পরিবর্তন করা হয় এবং সিএনজি অপারেটর মার্জিন নির্ধারণ করা হয়।
০৩	সেপ্টেম্বর ২০১১	শুধুমাত্র সিএনজির মূল্যহার পরিবর্তন করা হয়।
০৪	সেপ্টেম্বর ২০১৫	প্রাকৃতিক গ্যাসের সঞ্চালন ও বিতরণ চার্জ নির্ধারণ করা হয় এবং ভোক্তাপর্যায়ে বিদ্যুৎ ও সার ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির জন্য মূল্যহার পরিবর্তন করা হয়।
০৫	মার্চ ২০১৭ জুন ২০১৭	একই আদেশে দুই ধাপে সকল গ্রাহকশ্রেণির জন্য ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার পরিবর্তন করা হয়। তবে দ্বিতীয় ধাপে উচ্চ আদালতের আদেশ অনুযায়ী গৃহস্থালীগ্রাহকশ্রেণিরজন্য মার্চ ২০১৭ এর মূল্যহার বহাল ছিল।
০৬	সেপ্টেম্বর ২০১৮	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়। তবে ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাস মূল্যহারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সম্পূরক শুল্ক সরকার কর্তৃক প্রত্যাহার করায় সম্পূরক শুল্ক ও মূসকের পরিবর্তে মূসক অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
০৭	জুলাই ২০১৯	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন করা হয়। তবে বাণিজ্যিক শ্রেণির আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গ্রাহকশ্রেণিরমূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়।
০৮	জুন ২০২২	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন করা হয়। তবে সিএনজি গ্রাহকশ্রেণিরমূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়।

ভোক্তাপর্যায়ে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)'র মূল্যহার

নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ

রীট পিটিশন নম্বর-১৩৬৮৩/২০১৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৫ আগস্ট ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের আদেশ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) এবং ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে শুনানিঅন্তে কমিশন কর্তৃক এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করে ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২১/০১ জারি করা হয়। উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৮.৬ অনুযায়ী সৌদি আরামকো কর্তৃক মাসভিত্তিতে ঘোষিত Saudi CP'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারি এলপিজি'র মূল্য সমন্বয় করে ২৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২১/০২, ৩১ মে ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২১/০৩, ৩০ জুন ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২১/০৪, ২৯ জুলাই ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২১/০৫ এবং ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২১/০৬ জারী করা হয়।

পরবর্তীতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত/পুনঃনির্ধারিত বেসরকারি লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)'র ট্যারিফ (মূল্যহার) পরিবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) মতে ১৮টি বেসরকারি এলপিজি লাইসেন্সী কমিশনে প্রস্তাব পেশ করে। উক্ত প্রস্তাবসমূহের ওপর ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে কমিশন আবেদনকারী লাইসেন্সীগণ এবং আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি গ্রহণ করে। বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে রীট পিটিশন নম্বর-১৩৬৮৩/২০১৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখের আদেশের ধারাবাহিকতা এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে কমিশন কর্তৃক বেসরকারি এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ের মূল্য পরিবর্তনসহ মূল্য সমন্বয় করা হয়। উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৯.৫ এ বর্ণিত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুযায়ী সৌদী আরামকো কর্তৃক মাসভিত্তিতে ঘোষিত Saudi CP'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক বেসরকারি এলপিজি মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণ লাইসেন্সী/অটোগ্যাস স্টেশন লাইসেন্সী কর্তৃক সরবরাহকৃত এলপিজি এবং অটোগ্যাসের ভোক্তাপর্যায়ের মূল্যহার ১২ বার সমন্বয় করা হয়েছে, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

সারণি-২৭ : ২০১১-২২ অর্থবছরে বেসরকারি এলপিজি র মূল্য পুনর্নির্ধারণ/সমন্বয়ের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নম্বর	বিইআরসি আদেশ নম্বর ও তারিখ	বোতলজাতকৃত এলপিজির মূল্য		রেটিকুলেটেড রেটিকুলেটেড সিস্টেমে সরবরাহকৃত এলপিজি (তরল অবস্থায়) (টাকা/কেজি)	রেটিকুলেটেড সিস্টেমে সরবরাহকৃত এলপিজি (গ্যাসীয় অবস্থায়) (টাকা/লিটার)	অটোগ্যাস (টাকা/লিটার)	কার্যকরের তারিখ ও সময়
		টাকা/কেজি	টাকা/১২কেজি				
০১	২০২২/১৫ ০৩ জুলাই ২০২২	১০৪.৫২	১,২৫৪	১০১.২৮	০.২২৫০	৫৮.৪৬	০৩ জুলাই ২০২২সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
০২	২০২২/১৬ ০২ আগস্ট ২০২২	১০১.৬২	১,২১৯	৯৮.৩৮	০.২১৮৬	৫৬.৮৫	০২ আগস্ট ২০২২ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
০৩	২০২২/১৭ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২	১০৪.০২	১,২৩৫	৯৯.৬৫	০.২২১৪	৫৭.৫৫	০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ দুপুর ০১:০০ ঘটিকা হতে
০৪	২০২২/১৮ ০২ অক্টোবর ২০২২	১০০.০১	১,২০০	৯৬.৭৮	০.২১৫০	৫৫.৯২	০২ অক্টোবর ২০২২ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
০৫	২০২২/২০ ০২ নভেম্বর ২০২২	১০৪.২৬	১,২৫১	১০১.০২	০.২২৪৫	৫৮.২৮	০২ নভেম্বর ২০২২সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
০৬	২০২২/২১ ০৪ ডিসেম্বর ২০২২	১০৮.০৯	১,২৯৭	১০৪.৮৫	০.২৩৩১	৬০.৪১	০৪ ডিসেম্বর ২০২২ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
০৭	২০২৩/০১ ০২ জানুয়ারি ২০২৩	১০২.৭	১,২৩২	৯৯.৪৬	০.২২১০	৫৭.৪১	০২জানুয়ারি ২০২৩ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
০৮	২০২৩/০৩ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১২৪.৮৫	১,৪৯৮	১২১.৬২	০.২৭০৩	৬৯.৭৫	০২ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
০৯	২০২৩/০৪ ০২ মার্চ ২০২৩	১১৮.৫৪	১,৪২২	১১৫.৩১	০.২৫৬৩	৬৬.২২	০২ মার্চ ২০২৩ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
১০	২০২৩/০৫ ০২ এপ্রিল ২০২৩	৯৮.১৭	১,১৭৮	৯৪.৯৪	০.২১১০	৫৪.৯০	০২ এপ্রিল ২০২৩ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
১১	২০২৩/০৬ ০২ মে ২০২৩	১০২.৯১	১,২৩৫	৯৯.৬৮	০.২২১৫	৫৭.৫২	০২ মে ২০২৩ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
১২	২০২৩/০৭ ০১ জুন ২০২৩	৮৯.৪৮	১,০৭৪	৮৬.২৫	০.১৯১৭	৫০.০৯	০১ জুন ২০২৩ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল গঠন করে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়ের ওপর চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে কমিশন ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত তহবিলে জমার হার বাল্ক পর্যায়ে প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে ০.১৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করে। উক্ত তহবিলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মুনাফা ও সার্ভিস চার্জসহ ১,৫৭১.২০ কোটি টাকা সংস্থান হয়েছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত এ খাতে মুনাফা ও সার্ভিস চার্জসহ সর্বমোট ১৫,০৮৯.৬৬ কোটি টাকা সংস্থান হয়েছে।

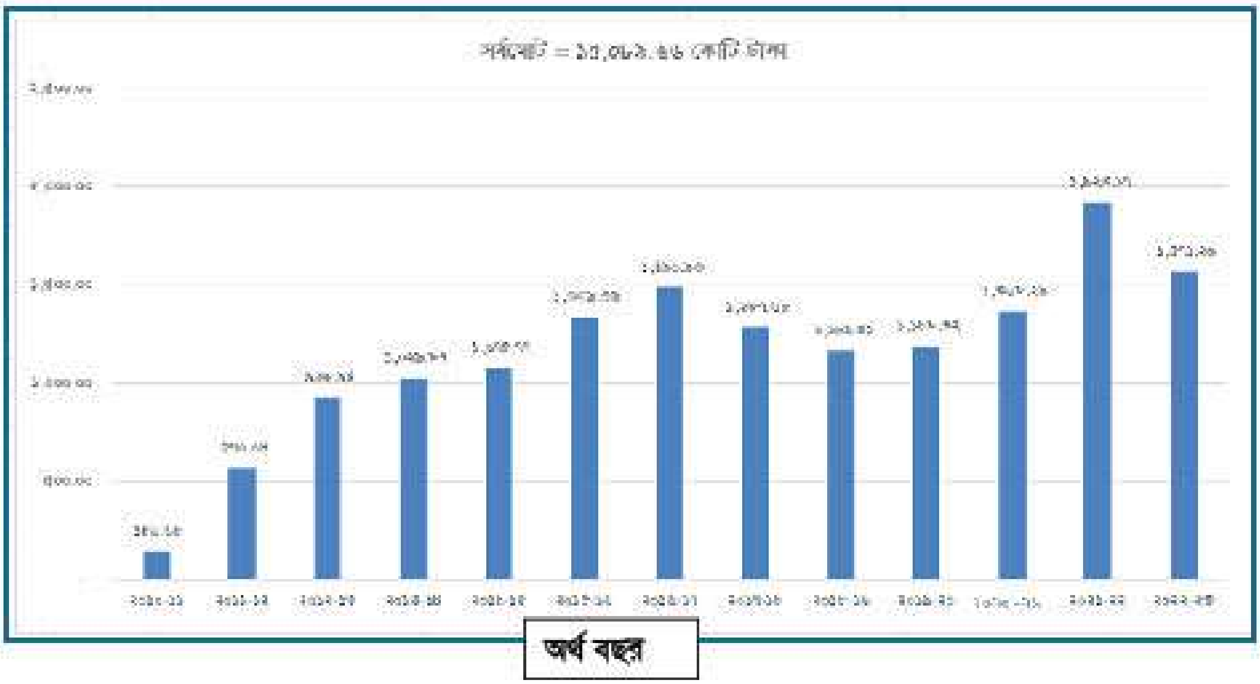

লেখচিত্র-১২ : ২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩ সময়কালে অর্থবছরভিত্তিক বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলে মুনাফাসহ সংগৃহীত/জমাকৃত অর্থের পরিমাণ (সূত্র: বাবিউবো'র নিরীক্ষা প্রতিবেদন)

কমিশন কর্তৃক প্রণীত 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স, ২০১৯' অনুযায়ী উক্ত তহবিলের বিনিয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে:-

(ক) বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় গ্যাস, এলএনজি, কয়লা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক Least Cost ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন;

(খ) বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানী কর্তৃক গঠিত যৌথ উদ্যোগ (Joint Venture) কোম্পানির মাধ্যমে উক্ত জ্বালানিভিত্তিক Least Cost ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানির ইক্যুয়িটি ফাইন্যান্সিং;

(গ) বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় গ্রিড সংযুক্ত (grid-tied) নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সৌর ও বায়ু) ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন; এবং

(ঘ) বিউবো-এর মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, Balancing, Modernization, Rehabilitation (BMR), পুনঃক্ষমতায়ন (Repowering) এবং দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে।

এ পর্যন্ত তহবিল হতে যে সকল প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

সারণি-২৮ : বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে অদ্যাবধি অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক নং	তহবিলের অর্থায়নে অনুমোদিত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ কোম্পানি	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেগা)	তহবিল হতে অর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকা)	অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
১	বিবিয়ানা গ্যাস বেইজড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট	বাপবিবো	৩৮৪	২,৯২৬.০০	২৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে COD হয়েছে।
২	কনভার্শন অব সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট টু ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	বাপবিবো	৭৫	৭৫০.০০	১৪ মার্চ ২০২০ তারিখ COD হয়েছে।
৩	কনস্ট্রাকশন অব শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বাপবিবো	১০০	৮৮৮.০০	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ COD হয়েছে।
৪	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	নওপাজেকো/ বিসিপিসিএল	১,৩২০	১,২৮৪.০০	ইউনিট-১ : ১৫ মে ২০২০ এবং ইউনিট-২ : ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে COD হয়েছে।
৫	৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাউজান, চট্টগ্রাম	বাপবিবো	৪০০	১,৭৫০.৫৮	সরেজমিন মূল্যায়ন শেষে তথ্য সংক্রান্ত যাচাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬	কনস্ট্রাকশন অব ২৪৮ মেগাওয়াট (ডিসি) সোলার ফোটোভোল্টাইক গ্রিড-কানেক্টেড পাওয়ার প্লান্ট	বাপবিবো	২৪৮	২,৩৮০.০০	–
৭	যমুনা ও পদ্মা নদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশন সংশ্লিষ্ট ৪০০ কেভি ও ২৩০ কেভি রিভার ক্রসিং সঞ্চালন লাইন নির্মাণ"	পিজিসিবি	–	১,২৫০.০০	ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভিত্তের কাজ শুরু হয়েছে।
৮	"কনস্ট্রাকশন অফ ৫০ মেগাওয়াট পিক সোলার ফটোভোলটাইক গ্রিড কানেক্টেড পাওয়ার প্লান্ট এট রাঙ্গুনিয়া"	বাপবিবো	৫০	৪২৫.০০	সরেজমিন মূল্যায়ন চলছে।
৯	"কনস্ট্রাকশন অফ কাপ্তাই ৭.৬ মেগাওয়াট পিক সোলার ফটোভোলটাইক গ্রিড কানেক্টেড পাওয়ার প্লান্ট "	বাপবিবো	৭.৬	৬৪.৬	সরেজমিন মূল্যায়ন চলছে।
১০	"কনস্ট্রাকশন অফ ২০ মেগাওয়াট পিক সোলার ফটোভোলটাইক গ্রিড কানেক্টেড পাওয়ার প্লান্টএট বড়পুকুরিয়া"	বাপবিবো	২০	১৭০.০০	সরেজমিন মূল্যায়ন চলছে।
মোট			২,৬০৪.৭৬	১১,৮৮৬.৭৬	

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে গ্যাসের মূল্য ১১.২২% হারে বৃদ্ধি করে "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" গঠন করা হয়-যা ০১ আগস্ট ২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়। এই তহবিলে জমাকৃত অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্প, মূল্যায়ন কূপ খননেরমাধ্যমে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিও কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত এ তহবিলে উৎসে করসহ ১৯,০৯০.৯৪ কোটি টাকা সংস্থান হয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে বাপেক্স, বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল কম্প্রেসর স্থাপন ও গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধিরজন্য মূল্যায়ন কূপ খননের মাধ্যমে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিরজন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ মূল্যায়ন কূপ খননের মাধ্যমে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৪৪ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৫ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ৯ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

সারণি-২৮ : গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের সারসংক্ষেপ

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কোম্পানী	প্রকল্পের সংখ্যা			জিডিএফ থেকে প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)		
	বাস্তবায়িত	চলমান	মোট	বাস্তবায়িত	চলমান	মোট
বাপেক্স	২২	৫	২৭	৩,৮৫৮.৭৪	৮২৮.৯৮	৪,৬৮৭.৭২
বিজিএফসিএল	৮	-	৭	১,০৩০.৯৫	-	১,০৩০.৯৫
এসজিএফএল	৫	৪	৯	৮৫৪.৮৬	৪৬৫.৭১	১,৩২০.৫৭
মোট	৩৫	৯	৪৪	৫,৭৪৪.৫৪	১,২৯৪.৬৯	৭,০৩৯.২৩

সারণি-২৯ : গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	জিডিএফ থেকে প্রকল্পে অর্থায়নের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়নের বছর	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সুবিধা/প্রকল্পের ফলাফল
(ক)	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ডপ্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড			
১	বাপেক্স এর ৫টি কূপ খনন প্রকল্প	৯১,৩৩১.০০	মার্চ ২০১২-জুন ২০১৫	বর্তমানে দৈনিক কমবেশী ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে।
২	রূপগঞ্জ তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	৬,১২৮.০০	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫	রূপগঞ্জ#১ এ ৩,৬১৫ মিটার পর্যন্ত খনন, টেস্টিং ও কমপ্লিশন সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রোডাকশন স্থগিত আছে।
৩	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর-২) এপ্রেইজল/ডেভলপমেন্ট ড্রিলিং এ্যান্ড সুন্দলপুর-১ ওয়ার্কওভার প্রকল্প	৫,০৩৫.৫০	অক্টোবর ২০১৪-অক্টোবর ২০১৭	বর্তমানে দৈনিক কমবেশী ৭-৮ এমএমসিএফ গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে।
৪	শ্রীকাইল-৪ মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প	১৯,৬৪৭.০০	জুলাই ২০১৫-সেপ্টেম্বর ২০১৬	বর্তমানে দৈনিক কমবেশী ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে।
৫	রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল ইষ্ট-১ ও সালদা নর্থ-১) ও ২টি উন্নয়ন কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা-২) (১ম সংশোধিত)	১৪,৪২৫.০০	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০	সালদা নর্থ-১ এ বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া যায়নি। শ্রীকাইল ইষ্ট-১: কূপ হতে দৈনিক ১০-১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।
৬	রূপকল্প -২ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কূপ (সালদা নদী সাউথ-১, সেমুতাং সাউথ-১, বাতচিয়া-১ এবং সালদা নদী ইষ্ট-১)	২০,০৬৭.৬৩	জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২০	সেমুতাং সাউথ-১ এর খনন, কমপ্লিশন ও টেস্টিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্যাস পাওয়া যায়নি। জকিগঞ্জ-১ কূপ খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং গ্যাস পাওয়া গিয়েছে।

৭	বাপেক্স -৩ খনন প্রকল্পঃ ২টি অনুসন্ধান কূপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১, জামালপুর-১ ও শৈলকূপা-১)	৮,৩২৮.৪৬	জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৮	প্রকল্পের আওতায় বাপেক্স কর্তৃক কসবা-১ কূপ ২,৯৭৫ মিটার গভীরতা খনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া যায়নি।
৮	বাপেক্স-৪ খনন প্রকল্পঃ ২টি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর পূর্ব-১, ভোলা উত্তর-১) এবং ২টি ওয়ার্কওভার (শাহবাজপুর-১ ও ২)	৩৪,৮৪৮.৩৩	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	শাহবাজপুর ইস্ট#১ খনন শেষে দৈনিক কম-বেশী ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনক্ষম করা হয়েছে। ভোলা নর্থ-১ কূপটি খনন শেষে দৈনিক কম-বেশী ২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনক্ষম করা সম্ভব হবে প্রোডাকশনে আসার পর। এছাড়াও শাহবাজপুর-১ ও ২ ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শেষে দৈনিক কম-বেশী যথাক্রমে ১৫, ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনক্ষম করা হয়েছে।
৯	বাপেক্স -৫ খনন প্রকল্পঃ ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩)	২,৭৫৬.৬৪	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৮	১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩) সম্পন্ন হয়েছে। কূপটি ১,৯২৬-১,৯৪১ মিটার গভীরতায় complete করা হয়েছে। গ্যাস স্থায়ীভাবে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমে পাইপলাইনের মাধ্যমে ব্যবহার করা হচ্ছে। দৈনিক কমবেশি ৮ mmcf গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে।
১০	শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	৮,১৫৫.০০	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	৩৩০০ মিটার গভীরতায় কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু গ্যাস আবিষ্কৃত হয়নি।
১১	২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প	৫৩,৭০৬.১২	জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২৩	তিনটি কূপেই খনন সম্পন্ন হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় টবগী-১ কূপ খনন শেষে ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে, নর্থ-২ খনন শেষে ২০.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং ইলিশা-১ কূপ খনন শেষে ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইলিশা কূপ স্থাপনাকে দেশের ২৯ তম গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
১২	৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	২৩,৩৮১.৭৪	ডিসেম্বর ২০১২-নভেম্বর ২০১৯	২,৭০০ বর্গ কি.মি. ৩ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র ও তদসংলগ্ন এলাকায় ৫টি কূপ যেমনঃ শাহবাজপুর ইস্ট-১, ভোলা নর্থ-১, টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২ লোকেশন প্রদান করা হয়েছে। শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় মোট ২টি (শ্রীকাইল নর্থ-১, শ্রীকাইল ইস্ট-১) কূপের লোকেশন প্রদান করা হয়েছে। শ্রীকাইল ইস্ট-১ এ গ্যাস পাওয়া গিয়েছে। বেগমগঞ্জ-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় ১টি (বেগমগঞ্জ-৪) ও সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় ১টি (সুন্দলপুর-৩) কূপের লোকেশন প্রদান করা হয়েছে। মোবারকপুর স্ট্রাকচারে ২টি অনুসন্ধান কূপের লোকেশন প্রদান করা হয়েছে। ফেঞ্চুগঞ্জ স্ট্রাকচারে ৩টি কূপ প্রস্তাব করা হয়েছে।

(সূত্র : পেট্রোবাংলা)

১৩	২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	৮,১৫১.৫৮	ডিসেম্বর ২০১২-জুন ২০১৮	প্রকল্পের আওতায় ৩,৬০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ এবং চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চিহ্নিত ৮টি প্রসপেক্ট যথাঃ শরীয়তপুর, জকিগঞ্জ, বাতচিয়া, মুন্সিটিলা, হারারগঞ্জ, পাথারিয়া, জামালপুর,মাদারগঞ্জ এ অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা করেছে।
১৪	রূপকল্প -৯ খনন প্রকল্পঃ ২-ডি সাইসমিক (৩৫০০ লাইন কিঃমিঃ ২-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন)	৯,৫২২.৬৮	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০২১	প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৫০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্লক-১০ এ ৩টি কূপ খনন স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। চর জুবলি (৩,৫০০ মিটার),ইওয়াজপালিয়া (৪,৫০০ মিটার) এবং চর আমানুল্লাহ (৩৫০০মিটার)। ব্লক-৮ ও ১১ এ ১০টি লিড চিহ্নিত করা হয়েছে
১৫	২ডি সাইসমিক ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৩বি, ৬বি এবং ৭	১,৫০১২.০৪	জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৮	প্রকল্পের আওতায় ৩০০০ লাইন কিঃমিঃ ২ডি সাইসমিক সার্ভে সমাপ্ত হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে উক্ত ৩টি ব কে ১০ টি সম্ভাবনাময় Seismic Lead চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্ভাবনাময় ১০টি লিডের সম্ভাব্য Hydrocarbon Resource এর পরিমাণ ১০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এর সমতুল্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চিহ্নিত ২টি প্রসপেক্ট যথাঃ শরীয়তপুর ও সাভার-সিংগাইর এ অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে।
১৬	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ	৪,১৭৩.০৫	সেপ্টেম্বর ২০১২-জুন ২০১৫	গ্যাস উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্টskid mounted এবং সহজে স্থানান্তরযোগ্য বিধায় এটি যেকোন গ্যাসফিল্ডে স্থানান্তর করত গ্যাস প্রসেস করে ২০ এমএমএসসিএফডি উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে এটির মাধ্যমে বেগমগঞ্জ গ্যাসফিল্ডে গ্যাস প্রসেস করা হচ্ছে।
১৭	১৫০০ এইচপি রিগ সংগ্রহ	২১,১৭২.৪৫	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫	রিগ সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। বিজয়-১২ (১৫০০ এইচ পি) রিগ ক্রয়ের ফলে বাপেক্স এর খনন কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে, IOC কর্তৃক উত্তোলিত গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে এবং ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান ও খনন কার্য পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। বিজয়-১২ রিগ দ্বারা মোবারকপুর-১, কসবা-১, সিলেট-৯, জকিগঞ্জ-১ কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে।
১৮	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ	৭,৪৯২.৬০	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬	প্রকল্পটির সফল সমাপ্তির পর দৈনিক গড়ে ৬৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এসজিসিএল এর মাধ্যমে বিপিডিবি, এগ্রিকো, ভেনচার, ক্ষুদ্রশিল্প,স্থানীয় বাড়িঘরে সরবরাহ করা হচ্ছে।
১৯	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	১১,৩০৬.৭২	জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৬	সংগৃহীত প্রসেস প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে দৈনিক প্রায় ৪৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং প্রায় ১১৫ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হচ্ছে।
২০	আইডিকো রিগের ইঞ্জিন, মাড ট্যাংক এবং ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার	৩,৭৩৯.৪২	নভেম্বর ২০১৪-জুন ২০১৬	বাপেক্স এর খনন কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে, IOC কর্তৃক উত্তোলিত গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে এবং ভবিষ্যৎ

২১	রূপকল্প-১০বাপেক্স এর জন্য রিগ সাপোর্টিং যন্ত্রপাতিসহ একটি খনন এবং একটি ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়	৮,২২৮.৪৬	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	রিগের মাধ্যমে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্নসহ নতুন কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছে।
২২	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ mmcfd ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প	৯,৩৬৪.৪১	জুলাই ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২২	প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রসেস করার সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে।
খ	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড			
১	তিতাস ১২ নং কূপ ওয়ার্কওভার	৪,৯৫৩.৪৩	জুলাই ২০১০-জুন ২০১২	বর্তমানে দৈনিক প্রায় ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
২	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে কম্প্রেসার স্থাপন	৯,২৯৪.৫৪	জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৭	বাখরাবাদ ফিল্ডে স্থাপিত ৩টি কুপের কম্প্রেসরের মাধ্যমে বাখরাবাদ ৩, ৮, ৯ ও ১০ নং কূপ হতে দৈনিক প্রায় ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
৩	বাখরাবাদ ৫ নং কূপ পুনঃখনন	৩,৮৫৯.৪৮	অক্টোবর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৪	সফলভাবে পুনঃখনন সম্পন্নের পর বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
৪	তিতাস ফিল্ডের গ্যাসের উদগীরণ এলাকায় কূপসমূহের ওয়ার্কওভার (১ম সংশোধিত) (৫টি কূপের ওয়ার্কওভার)	১৬,০৪৯.৯৬	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৭	সফলভাবে ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর বর্তমানে দৈনিক প্রায়১০৯ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
৫	তিতাস ২৭ নং কূপ খনন প্রকল্প	৯,০৭৩.৯৬	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৬	সফলভাবে ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর বর্তমানে দৈনিক প্রায় ১০৯ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
৬	তিতাস ২১ নং কূপ ওয়ার্কওভার	৪,৫০৬.৪৩	জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬	সফলভাবে ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৯ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
৭	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডের ১০ নং কূপ খনন	২২,১৯১.০০	জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৭	সফলভাবে খনন সম্পন্নের পর বর্তমানে দৈনিক প্রায়২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
৮	তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার	৩৩,১৬৫.৮৯	জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২২	প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৫টি কূপ হতে দৈনিক মোট প্রায় ৯৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
গ	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড			
১	কৈলাশটিলা কূপ নং-৭ (উন্নয়ন গ্যাস/মূল্যায়ন তৈল) খনন প্রকল্প	১৬,৮২৯.৬১	সেপ্টেম্বর ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৫	কূপ খনন শেষে ০৫-০৯-২০১৫ তারিখে দৈনিক কমবেশী ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয়।
২	রশিদপুর-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	১৯,২৬৬.৭৬	ফেব্রুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৭	রশিদপুর ৯ কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে, গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ করার পর উক্ত কূপের মাধ্যমে দৈনিক ৭ মিলিয়ন হারে গ্যাস উৎপাদন করা হবে।
৩	রশিদপুর-১০ ও রশিদপুর-১২ নং কূপ খনন	৩৪,৫২০.৫৩	জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৭	ড্রাই কূপ

৪	কৈলাশটিলা-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	১,২৫১.৭৫	নভেম্বর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৮	৩-ডি সাইসমিক জরিপ রিভিউ-পূর্বক ও রিভিউ উত্তর ফলাফলের আলোকে উক্ত কূপের টার্গেট জোনে গ্যাস মজুদ নগণ্য হওয়ার কারণে বোর্ড কর্তৃক প্রকল্পটি অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫	সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	১৩,৬১৭.০০	ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২১	০৩-০৯-২০২১ তারিখ হতে দৈনিক ৫ মিলিন হারে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়েছে।
মোট		৫,৭৪,৪৫৪.৩৭		

সারণি-২২: গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম		প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	জিডিএফ থেকে প্রকল্প অর্থায়নের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	জিডিএফ থেকে প্রকল্পে প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা) (৩০-০৬-২০২৩ পর্যন্ত)
ক	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ডপ্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড					
০১	২টি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (৩০০০ লা.কি.মি.)		০১/০৭/ ২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪	১৪,৮৫৮.০০	১৪,০৯৬.০০	১৩,৮৩৭.০০
০২	২টি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব ক ৬-বি সাউথ এন্ড ১০ (৩২২০ লা. কি. মি.)		০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫	১৫,১৯৫.০০	১৪,৪৫৫.০০	৭০০.০০
০৩	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার ভবিপাড় এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট (৫৮০ বর্গ কি.মি)		০১/০৩/২০২২থেকে ৩০/০৬/২০২৪	১১,১০৪.০০	১০,৫৪৪.০০	৪,০০০.০০
০৪	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১এ) ও ২টি উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩, সেমুতাং-৪ (ওয়েস্ট)) কূপ খনন প্রকল্প		০১/০৩/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৪	২৮,৪১৯.০০	২৫,৫৭৭.০০	১৪,৪৩২.৩৬
০৫	শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প		০১/০৭/২০২১ থেকে ৩১ /১২/ ২০২৩	১৯,২৪০.০০	১৮,২৬৬.০০	১৮,৪৪৯.০০
খ	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড					
০১	এক্সপ্লোরেশন ব্লক-১৩ ও ১৪ এরআওতাভুক্ত এলাকায় ৩ ডি সাইসমিকজরিপ		০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০ /০৬/২০২৪	২৮,১৯৬.০০	২৫,৩৭৬.০০	২,৪৩
০২	সিলেট-১০ নং কূপ (অনুসন্ধানকূপ) খনন		০১/১০/২০২১ থেকে ৩১ /১২/ ২০২৩	২০,২১৪.০০	১৫,১৬০.০০	৩১৭.২২
০৩	রশিদপুর-৯নং কূপ হতে প্রসেস প্ল্যান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ		০১/০১/২০২২থেকে ৩০ /০৬/২০২৩	৬,৬৭২.০০	৬,০০৫.০০	১,৩৮৫.০০
০৪	হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন		০১/১০/২০২২ থেকে ৩০-০৯-২০২৪	১১,০৭৯.০০	৩০.০০	৩০.০০
মোট ব্যয়				১,৫৪,৯৫৭	১,২৯,৪৬৯	৫৩,১৫৩.০১

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল

০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে গ্যাসের সম্পদ মূল্য অধিক গড়ে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে কমিশন আদেশ বলে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" গঠন করা হয়েছে।জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ০২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্যাস কোম্পানিসমূহ এই তহবিলে সংগৃহীত অর্থ এবং এর উপর অর্জিত মুনাফা/সুদ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা করছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত এ তহবিলে উৎসে করসহ ১৫,২৩৭.৪১ কোটি টাকা সংগ্রহ হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ তহবিলের অর্থ দ্বারা এলএনজি আমদানি কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে Revolving ফান্ড হিসাবে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত এ তহবিল হতে মোট১৩,২২৭.৪৪ কোটি টাকা অর্থায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের ভোক্তাপর্যায়ের প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তহবিল থেকে ৩,৩০০ কোটি টাকা অনুদান বিবেচনা করা হয়েছে।

বিইআরসি গবেষণা তহবিল

ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সংক্রান্ত ০৪ জুন ২০২২ তারিখের আদেশসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইনের ধারা ২২ এ উল্লিখিত দায়িত্বাবলী যথা:- জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ; এনার্জির দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, ট্যারিফ নির্ধারণ, নিরাপত্তার উন্নয়ন; এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার; এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" গঠন করা হয়। কমিশনের বর্ণিত আদেশ অনুসারে উক্ত গবেষণা তহবিলটি কমিশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা হচ্ছে।তহবিলের আওতা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কিত 'বিইআরসি গবেষণা তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা, ২০২২' ২৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সরকারি গেজেটে জারী হয়েছে।জুন ২০২৩ পর্যন্ত এ তহবিলে ৮৩.৯২ কোটি টাকা সংগ্রহ হয়েছে। 'বিইআরসি গবেষণা তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা, ২০২২' অনুযায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য "বিইআরসি গবেষণা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি" এবং তহবিলের আওতায় বাস্তবায়িতব্য গবেষণার বিষয় নির্ধারণ ও গবেষণার প্রস্তাব যাচাইয়ের নিমিত্ত "গবেষণা বাছাই ও সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি" গঠন করা হয়েছে।

বিল মাস জুন'২২ থেকে জানুয়ারি'২৩ পর্যন্ত সময়ে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ প্রাপ্ত বিইআরসি গবেষণা তহবিলে সংস্থানকৃত অর্থের বিপরীতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক পরিচালিত "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" এর নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ কর্তৃক জমাকৃত ১৭,৮৫,০৪,০৬২ টাকার বিপরীতে ২,৩২,৮৩,১৩৯ টাকা মূসক কমিশন কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে।

বিদ্যুতের গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাস

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহক কর্তৃক বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রকৃতি এবং ভোল্টেজ লেভেল অনুযায়ী যথাযথ শ্রেণিতে বিদ্যুৎ বিল প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ট্যারিফ কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা দূর করে সকল গ্রাহকশ্রেণিকে নিম্নচাপ (এলটি), মধ্যমচাপ (এমটি), উচ্চচাপ (এইচটি) এবং অতি-উচ্চচাপ (ইএইচটি) এ চারটি ভোল্টেজ লেভেলে বিভক্ত করে গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাস করা হয়। গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাসের আওতায় সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল গ্রাহককে সমন্বিতভাবে একটি গ্রাহকশ্রেণির আওতায় এনে যৌক্তিকভাবে অভিন্ন ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সকল রাস্তার বাতি, শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার জনস্বার্থে/আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য স্থাপিত সকল পানির পাম্প এবং ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহককে অভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির আওতায় এনে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। মধ্যমচাপ (৫০ কিলোওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট) বহুতল আবাসিক, মিশ্র (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) এবং বাণিজ্যিক ভবন/স্থাপনার জন্য গ্রাহকশ্রেণি এবং সুনির্দিষ্ট বিলিং পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।

কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ঘোষিত ২০ (বিশ) টি গ্রাহকশ্রেণির সাথে গ্রাহকের স্বার্থে আরও ০৩ (তিন) টি নতুন গ্রাহকশ্রেণি সংযুক্ত করে মোট ২৩ (তেইশ) টি গ্রাহকশ্রেণিতে পুনর্বিন্যাস করে খুচরা মূল্যহার কাঠামো আরও গ্রাহকবান্ধব করা হয়।

নতুন গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি এবং সুপার অফ পিক মূল্যহার প্রবর্তন

নিম্নচাপ পর্যায়ে রাস্তার বাতি, পানির পাম্প এবং ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহকশ্রেণিকে পুনর্বিন্যাস করে ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের জন্য পৃথক গ্রাহকশ্রেণি এলটি-ডি ৩ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক্যাল ভেহিক্যালের ব্যাটারি চার্জিং এর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মধ্যমচাপ পর্যায়ে ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের জন্য পৃথক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লিখিত দু'টি গ্রাহকশ্রেণিতে গ্রাহকদের সুবিধার্থে পিক ও অফ-পিক এর পাশাপাশি সাশ্রয়ী সুপার অফ-পিক মূল্যহার প্রবর্তন করা হয়েছে। মধ্যমচাপ পর্যায়ে সেচ/কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্পের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী মূল্যহারে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে এমটি-৮ গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পিক ও অফ-পিক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে।

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ বিষয়ক বিধানাবলী জারি

কমিশনের আদেশের মাধ্যমে প্রথম পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত, অনুমোদিত লোড সীমা অতিক্রম এবং স্থাপনার পুনঃসংযোজন, বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির প্রযোজ্যতা এবং বিলিং পদ্ধতি, বিবিধ চার্জ/ফি ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান নির্ধারণ করে তা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয় সময়ে সময়ে জারীকৃত কমিশনের আদেশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী সময়োপযোগী ও গ্রাহকবান্ধব করা হয়।

বিদ্যুৎ এবং গ্যাস খাতের গ্রাহকদের ন্যূনতম চার্জ প্রত্যাহার ও ডিমান্ড চার্জ আরোপ

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বিদ্যুতের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিদ্যুতের সকল গ্রাহকশ্রেণির ন্যূনতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়। কমিশনের এ সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাহকগণ প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহার অনুযায়ী বিল প্রদান করতে পারছে এবং আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির প্রায় ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ লাইফ-লাইন গ্রাহকের (০-৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী) বিদ্যুৎ বিল হ্রাস পেয়েছে। কমিশনের ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের গ্যাসের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে গ্যাস খাতের বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান প্রযোজ্য ন্যূনতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং গৃহস্থালি ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা হয়েছে।

দরিদ্র ও প্রান্তিক আবাসিক ভোক্তাদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার

০-৫০ ইউনিট (লাইফ-লাইন) পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য ১৩ মার্চ ২০১৪ তারিখ জারীকৃত মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিল মাস মার্চ ২০১৪ হতে কার্যকর করে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য দেশে প্রথমবারের মত লাইফ-লাইন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। বাবিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, নেসকো এবং বাপবিবো এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের লাইফ-লাইনের এনার্জি রেটে সমতা আনয়ন করা হয়েছে।

কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকদের সুবিধা প্রদান

দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ও গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি বিবেচনা করে কমিশন ট্যারিফ আদেশে কৃষি খাতকে সুবিধা প্রদান করে আসছে। এছাড়া জাতীয় অর্থনীতি এবং কর্ম সুযোগ বিবেচনায় কমিশন ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ট্যারিফ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে আসছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬ অনুযায়ী গ্যাসের শিল্প গ্রাহকশ্রেণিকে পুনর্বিন্যাস করে বৃহৎ, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য শিল্পে বিভক্ত করে মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) কর্তৃক অসচ্ছল পবিসসমূহে ক্রস-সাবসিডি প্রদান

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, অধিক বিনিয়োগ ব্যয়, অসম গ্রাহক মিশ্রণ অর্থাৎ আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের আধিক্য, গ্রাহক প্রতি বিদ্যুতের ব্যবহার তুলনামূলক কম ইত্যাদি কারণে পবিসসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। আবার সকল পবিস এর আর্থিক অবস্থাও একরকম নয়। শহরের কাছাকাছি এবং শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার পবিসমূহের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক ভালো। মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে সরকার পল্লী বিদ্যুতের কার্যক্রমকে সার্বিক সহযোগিতা করছে। সরকারের পাশাপাশি কমিশনও পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে পবিসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে।

কমিশনের নির্দেশনার আলোকে পবিসসমূহের আর্থিক, ভৌগলিক এবং অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে পবিসসমূহকে ব্রেক-ইভেনে পরিচালনা বিবেচনায় বাপবিবো কর্তৃক প্রত্যেক পবিস এর নীট রাজস্ব চাহিদা নিরূপণপূর্বক প্রত্যেক পবিস এর ভিন্ন ভিন্ন পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার স্থির করা হচ্ছে। অর্থবছর শেষে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পবিস এর আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় স্থিরকৃত পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার বাপবিবো কর্তৃক পুনঃস্থির (Refix) করার বিধান রাখা হয়েছে।

সিস্টেম লস হ্রাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রমের ফলে বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ছিল ১৪.৩৩% এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ লস ৭.৬৫%। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লস ছিল ৩.২৩% এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ লস ৩.০৭%। বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস আরো কমিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ট্যারিফ নির্ধারণের সময়ে যৌক্তিক পর্যায়ে সিস্টেম লস বিবেচনা করা হয়, যাতে ভোক্তার ওপর অহেতুক সিস্টেম লসের চাপ না পড়ে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রম বিদ্যুৎ সেক্টরের সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এতে বিগত ১৪ বছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ৬.৬৮% হ্রাস পেয়েছে।

অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালুকরণ

সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম একটি দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কমিশন ২৮ জুন ২০১৮ তারিখে গ্যাস খাতের লাইসেন্সীসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিইআরসি আদেশ # ২০১৮/০১ জারি করেছে এবং ১ জুলাই ২০১৮ তারিখ থেকে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানিসমূহ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্তকরণের গাইডলাইন; গ্যাস খাতের জন্য প্রযোজ্য সকল চার্ট অব একাউন্টস (জেনারেল লেজার, সাব-সিডিয়ারি লেজার এবং সাব-সাবসিডিয়ারি লেজার প্রভিশনসহ); স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন; স্থায়ী সম্পদের ক্লাসিফিকেশন, অবচয় হিসাবের পদ্ধতি এবং অবচয়ের হার নির্ধারণ; স্থায়ী সম্পদের রেজিস্টার সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা; রেশিও এনালাইসিস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অভিন্ন ফরম্যাটে রিপোর্টিং নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল গ্যাস সংস্থা/কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য ব্যালান্স শীট, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং চেঞ্জ অব ইক্যুইটি স্টেটমেন্ট প্রস্তুতের স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের অর্থায়নে গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য ওয়েব বেইজড্ অভিন্ন একাউন্টিং সফট্ওয়্যার প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ন্যায় কমিশন বিদ্যুৎ খাতের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে এবং বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনাপূর্বক সকল বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিতে তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া কমিশন কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সকল ইউটিলিটিতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কমিশনের বর্তমান ও পূর্বতন চেয়ারম্যানবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
০১	মোঃ মোশাররফ হোসেন (ভারপ্রাপ্ত)	০৫.০৬.২০০৪	০৩.০৬.২০০৫
০২	ড. মুজিবুর রহমান খান	০৪.০৬.২০০৫	০৪.১০.২০০৭
০৩	মোঃ খলিলুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	২৮.১০.২০০৭	০৭.১১.২০০৭
০৪	গোলাম রহমান	০৮.১১.২০০৭	২৩.০৬.২০০৯
০৫	মোঃ মোখলেসুর রহমান খন্দকার (ভারপ্রাপ্ত)	০৮.০৭.২০০৯	১১.১০.২০০৯
০৬	সৈয়দ ইউসুফ হোসেন	১২.১০.২০০৯	১১.১০.২০১২
০৭	প্রকৌশলী মোঃ ইমদাদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	২১.১০.২০১২	০৩.০৯.২০১৩
০৮	এ আর খান	০৪.০৯.২০১৩	০১.০৯.২০১৬
০৯	মোঃ মাকসুদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	০৮.০৯.২০১৬	২২.১২.২০১৬
১০	মনোয়ার ইসলাম এনডিসি	০২.০২.২০১৭	০১.০২.২০২০
১১	মোঃ আব্দুল জলিল	০২.০২.২০২০	০১.০২.২০২৩
১২	মোঃ নূরুল আমিন	২২.০৩.২০২৩	চলমান

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশনে কর্মরত

কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

মোঃ নূরুল আমিন

চেয়ারম্যান

+৮৮০২৫৫০১৩৫১৭

chair.berc.bd@gmail.com

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী

সদস্য (প্রশাসন, অর্থ ও আইন)

+৮৮০২৯১৪৬১৯৬ , +৮৮০১৮১৯১৩৬১৯২

c8.yamin@gmail.com

ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি

সদস্য (গ্যাস)

+৮৮০২৫৫০১৪০০৫ , +৮৮০১৭৫৫৫৫৫৮৮০

helal5328@yahoo.com

আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান

সদস্য (বিদ্যুৎ)

+৮৮০২৮১৮৯৮২১ , +৮৮০১৫৫৬৩৯০৫১০

aminur5830@gmail.com

মোঃ কামরুজ্জামান

সদস্য (পেট্রোলিয়াম)

+৮৮০২৮১৮৯৮২৪ , +৮৮০১৭১১৮০৭৯৯৪

kamruzzaman61@yahoo.com

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

ব্যারিস্টার মোঃ খলিলুর রহমান খান

সচিব (উপসচিব)

+৮৮০২৫৫০১৪০০৭, +৮৮০১৮৩৫৮০৪৩৫৯
secy@berc.org.bd

ডঃ মোঃ দিদারুল আলম

পরিচালক (উপসচিব)

+৮৮০২৯১১১৫৩৯, +৮৮০১৭১১১৯৪৪৫০
dirpetro@berc.org.bd

মোঃ রেজাউল করিম খাঁন

পরিচালক (বিদ্যুৎ)

+৮৮০২৫৫০১৪০০৯, +৮৮০১৭৬৮৮৭৮৬৬৬
mrkk.ipdb@gmail.com

প্রকৌশলী মোঃ ফজলে আলম

পরিচালক (গ্যাস)

+৮৮০২৫৫০১৪০০৩, +৮৮০১৭৩০৩৫৭২২৬
engrfalam1992@gmail.com

কে. এম. জহুরুল আলম

উপপরিচালক (প্রশাসন)

+৮৮০২৯১৪০০৪২, +৮৮০১৭৬৫৭৬৭২৭৩
ps2chair.berc.bd@gmail.com

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

শেখ মহি উদ্দিন

চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারি সচিব)

+৮৮০২৫৫০১৪০০৪, +৮৮০১৭৭৭০১৫৭৭৭

ps2chair.berc.bd@gmail.com

মোঃ হারুনুর রশিদ

উপ-পরিচালক (বিদ্যুৎ)

+৮৮০১৭১২১৮১৯৯২

মোঃ শরিফুল ইসলাম শাহীন

উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

+৮৮০২৮১৮৯৮৩৩, +৮৮০১৭১২৩৮৪৮৭৮

s_islam38@yahoo.com

নিশিত কুমার

উপপরিচালক (আইন ও বিধি)

+৮৮০২৮১৮৯৮৩০, +৮৮০১৯১৪৩০৬০১৩

nkumer.berc@gmail.com

কামরুজ্জামান

উপ-পরিচালক (ট্যারিফ)

+৮৮০২৯১১১৭৮৭, +৮৮০১৭১৫৮৫৫৭৮৭

kzamanberc@gmail.com

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ ফিরোজ জামান
উপ-পরিচালক (কনজুমার অ্যাফেয়ার্স)
+৮৮০২৮১৮৯২২৭, +৮৮০১৭৭৯১৭৪৭১৯
firozberc@gmail.com

মোঃ নুরুল ইসলাম
উপপরিচালক (গ্যাস)
+৮৮০১৫৩২০৮১০৯৬
koliaeee08@gmail.com

মুহাম্মদ রফিকুল আলম ভূঁইয়া
উপপরিচালক (প্রশাসন শাখায় সংযুক্ত)
+৮৮০২৮১৮৯৮২৯, +৮৮০১৭১২৪৭৮৩৮৮
ddpetro@berc.org.bd

মোঃ আসাদুজ্জামান
উপপরিচালক (পেট্রোলিয়াম)
+৮৮০২৮১৮৯৮৩২, +৮৮০১৮১৬৩২৯৪১৪
eee_2k3ripon@yahoo.com

শাহী মোঃ তানভীর আলম
সহকারি পরিচালক (ট্যারিফ-১)
+৮৮০-২৫৫০১৩৩১০, +৮৮০১৭১১০৮০৫৫৩
adtariff1@berc.org.bd

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

বেলায়েত হোসেন

সহকারি পরিচালক (বিধি)

+৮৮০২৮১৮৯৮৩২, +৮৮০১৭৮৩৩৫৭০১৯

belayetberc@gmail.com

মোঃ শাহাদত হোসেন

সহকারি পরিচালক (আইন)

+৮৮০২৫৫০১৪০১৪,+৮৮০১৭১৬৪০৮৪০১

shahadot@gmail.com

নাহিদ আফরোজ

সহকারি পরিচালক (প্রশাসন)

+৮৮০২৮১৮৯৮৩২

adfinance@berc.org.bd

নাজিয়া হক

সহকারি পরিচালক (গ্যাস-২)

+৮৮০২৫৫০১৪০১৮

adgas1@berc.org.bd

তারেক আহমেদ

সহকারি পরিচালক (গ্যাস-১)

+৮৮০২৮১৮৯৮৩২, +৮৮০১৬৭৬৮১৯৩৪৮

adpower1@berc.org.bd

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ মোফাচ্ছেরুল হাসান
সহকারি পরিচালক (বিদ্যুৎ)
+৮৮০২৮১৮৯৮৩১, +৮৮০১৮৫০৬৮০৮০১
adpetro1@berc.org.bd

মোঃ রেজাউল হক
সহকারি পরিচালক (পেট্রোলিয়াম)
+৮৮০২৮১৮৯৮৩২
reza_07_buet@yahoo.com

রাজু আহমেদ
সহকারি পরিচালক (ট্যারিফ-২)
+৮৮০২৮১৮৯৮৩২, +৮৮০১৬৭০৮৩৭৭৬৩
rajuahmedduib@gmail.com

মাকসুদা আহমেদ
সহকারি পরিচালক (অর্থ)
+৮৮০১৯২০৫৬৭৪৯৯
mahmed.799@gmail.com

চয়ন বিশ্বাস
সহকারি পরিচালক (বিদ্যুৎ)
+৮৮০১৭৮৩৩৯৫৬৮৮

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
সহকারি পরিচালক
+৮৮০২৮১৮৯৮৩২, +৮৮০১৭৬৬৯২৪৫৭১
adprotocol@berc.org.bd

AUDIT
AUDITS
AUDITOR
INDEPENDENT
EXPRESS
INTEGRATED
COMPANIES
ASSURANCE
REQUIRED
MAY
CONTROLS
STATEMENTS
ACCOUNTING
INTERNAL
STANDARDS
COST
CONSULTANT
PERFORMANCE
INTERNATIONAL
SECTION
BOARD
QUALITY
COMPANY
Audit

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Financial Position
Asat 30 June 2023

	Amount in Taka	
	2023	**2022**
Assets		
Non current assets		
Property, plant and equipment-net	98,558,797	102,608,149
Intangible asset	3,852,255	866,265
Investment in FDR	2,141,804,552	1,529,926,149
	2,244,215,604	**1,633,400,563**
Current assets		
Advance against expenses	3,870,782	3,449,782
Interest receivable on FDR	31,519,603	30,555,477
Cash and cash equivalents	93,642,074	443,389,576
	129,032,459	**477,394,835**
Total assets	**2,373,248,063**	**2,110,795,398**
Equity & liabilities		
Equity		
Capital fund	27,445,325	27,445,325
Retained earnings	2,341,261,380	2,082,292,896
	2,368,706,705	**2,109,738,221**
Current liabilities		
Creditors for expenses	4,541,358	1,057,177
General provident fund	-	-
Benevolent fund	-	-
Group insurance fund	-	-
	4,541,358	**1,057,177**
Total equity and liabilities	**2,373,248,063**	**2,110,795,398**

These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Brs. Md. Khalilur Rahman Khan
Director (Finance and Accounts)
[Additional Charge]

Dr. Mohammad Yamin Chowdhury
Member

Md. Nurul Amin
Chairman

Dhaka

Sk Md Tarikul Islam, FCA
Partner
Enrolment No: 1238
Hoda Vasi Chowdhury & Co
Dhaka, Chartered Accountants
DVC:

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Financial Position
Asat 30 June 2023

		Amount in Taka	
		2023	2022
A.	**Income**		
	Licence fees	71,926,328	184,572,081
	System operation fees	126,897,447	161,780,164
	Licence application fees	9,496,150	5,062,438
	Licence amendment fees	10,656,300	4,735,332
	Interest on FDR	176,531,782	54,800,165
	Bank interest on SND	11,277,764	4,815,126
	Dispute settlement fees	2,814,540	3,128,578
	Tariff fixation application fees	800,000	1,600,000
	Others fees for license (penalties)	92,460	94,902
	Renewal fees	167,073,800	-
	Other income	101,053	79,250
	Total income	**577,667,624**	**420,668,036**
B.	**Expenditure**		
	Salary and allowances	47,667,274	51,529,350
	Overtime	1,777,500	1,659,158
	Office rent	19,417,186	17,643,866
	Publicity and advertisement	4,769,446	7,204,598
	Printing and stationary	2,092,738	1,714,651
	Entertainment	1,160,363	1,943,789
	Daily labour wages	1,468,700	1,335,225
	Depreciation	5,121,827	6,105,046
	Amortization	963,064	216,566
	Books and periodicals	177,267	152,636
	Examination fees	234,500	-
	Petrol and lubricants	4,672,456	4,030,043
	Honorarium/Remuneration	4,695,760	6,799,889
	Legal expenses	311,875	859,988
	Audit fees	632,500	99,188
	Medical expenses	1,140,024	877,393
	Miscellaneous expenses	423,934	657,309
	Committee meeting expenses	-	84,080
	Postage, telegram and telephone	635,913	953,766
	Computer accessories	614,943	528,520
	Repairs and maintenance	1,252,788	1,657,105

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Financial Position
Asat 30 June 2023

	Amount in Taka	
	2023	2022
Bank charges	3,581,351	803,791
Seminar and conference	1,003,338	2,012,747
Training fees	663,153	7,716,753
Transport insurance	650,120	882,170
Travelling and daily allowances	192,205	9,071,594
Utility expenses	2,586,706	1,698,555
Transfer to pension fund	50,000,000	150,000,000
Transfer to leave encashment fund	12,200,000	-
Contribution to consolidated fund	120,000,000	-
Interest expense for GPF	2,258,988	1,741,069
Cleaning and washing expenses	8,000	-
Uniform	-	528,236
Membership fees	1,102,801	46,153
Day celebration expenses	110,125	172,422
Total expenditure	**293,586,847**	**280,725,656**
Excess of income over expenditure	**284,080,778**	**139,942,380**

These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Brs. Md. Khalilur Rahman Khan
Director (Finance and Accounts)
[Additional Charge]

Dr. Mohammad Yamin Chowdhury
Member

Md. Nurul Amin
Chairman

Dhaka

Sk Md Tarikul Islam, FCA
Partner
Enrolment No: 1238
Hoda Vasi Chowdhury & Co
Dhaka, Chartered Accountants
DVC:

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Financial Position
Asat 30 June 2023

	Amount in Taka	
	2023	2022
Income		
Licence fees	71,926,328	184,572,081
System operation fees	126,897,447	161,780,164
Licence application fees	9,496,150	5,062,438
Licence amendment fees	10,656,300	4,735,332
Interest on FDR	176,531,782	54,800,165
Bank interest on SND	11,277,764	4,815,126
Dispute settlement fees	2,814,540	3,128,578
Tariff fixation application fee	800,000	1,600,000
Others fees for license (penalties)	92,460	94,902
Renewal fees	167,073,800	-
Other income	101,053	79,250
Total income	577,667,624	420,668,036
Revenue expenditure		
Salary and allowances	47,667,274	51,529,350
Overtime	1,777,500	1,659,158
Office rent	19,417,186	17,643,866
Publicity and advertisement	4,769,446	7,204,598
Printing and stationary	2,092,738	1,714,651
Entertainment	1,160,363	1,943,789
Daily labour wages	1,468,700	1,335,225
Depreciation	5,121,827	6,105,046
Amortization	963,064	216,566
Books and periodicals	177,267	152,636
Examination fees	234,500	-
Petrol and lubricants	4,672,456	4,030,043
Honorarium/Remuneration	4,695,760	6,799,889
Legal expenses	311,875	859,988
Audit fees	632,500	99,188
Medical expenses	1,140,024	877,393
Miscellaneous expenses	423,934	657,309
Committee meeting expenses	-	84,080
Postage, telegram and telephone	635,913	953,766
Computer accessories	614,943	528,520
Repairs and maintenance	1,252,788	1,657,105
Bank charges	3,581,351	803,791

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Financial Position
Asat 30 June 2023

	Amount in Taka	
	2023	2022
Seminar and conference	1,003,338	2,012,747
Training fees	663,153	7,716,753
Transport insurance	650,120	882,170
Travelling and daily allowances	192,205	9,071,594
Utility	2,586,706	1,698,555
Transfer to pension fund	50,000,000	150,000,000
Transfer to leave encashment fund	12,200,000	-
Contribution to consolidated fund	120,000,000	-
Interest expense for GPF	2,258,988	1,741,069
Cleaning and washing expenses	8,000	-
Uniform	-	528,236
Membership fees	1,102,801	46,153
Day celebration expenses	110,125	172,422
Total expenditure	293,586,847	280,725,656
Capital expenditure		
Land	7,500	392,365
Functional building decoration	-	15,125
Furniture & fixture	399,260	435,500
Office equipment	75,010	24,465
Office equipment CC camera	-	70,295
Computer equipment	298,905	806,254
Computer software	3,949,054	132,081
Engineering /Communication equipment	291,800	428,500
Total capital expenditure	5,021,529	2,304,585
Total expenditure	298,608,376	283,030,241

These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Brs. Md. Khalilur Rahman Khan
Director (Finance and Accounts)
[Additional Charge]

Dr. Mohammad Yamin Chowdhury
Member

Md. Nurul Amin
Chairman

Dhaka

Sk Md Tarikul Islam, FCA
Partner
Enrolment No: 1238
Hoda Vasi Chowdhury & Co
Dhaka, Chartered Accountants
DVC:

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Financial Position
Asat 30 June 2023

Particulars	Capital Fund	TAProject	Retained Earnings	Total Equity
Balance as on 01 July 2022	**9,623,496**	**17,821,829**	**2,082,292,896**	**2,109,738,221**
Prioryear adjustmentsonFDR	-	-	25,112,294	25,112,294
Restated Balance as on 01 July 2022	9,623,496	17,821,829	2,057,180,602	2,084,625,927
Excessof Incomeover Expenditure	-	-	284,080,778	284,080,778
Balance as on 30 June 2023	**9,623,496**	**17,821,829**	**2,341,261,380**	**2,368,706,705**
Balanceason01July2021	**9,623,496**	**17,821,829**	**1,942,350,516**	**1,969,795,841**
Excessof Incomeover Expenditure	-	-	139,942,380	139,942,380
Balance as on 30 June 2022	**9,623,496**	**17,821,829**	**2,082,292,896**	**2,109,738,221**

These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Brs. Md. Khalilur Rahman Khan
Director (Finance and Accounts)
[Additional Charge]

Dr. Mohammad Yamin Chowdhury
Member

Md. Nurul Amin
Chairman

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Financial Position
Asat 30 June 2023

Particulars	Amount in Taka	
	2023	2022
Cash flow from operating activities:		
Excess of income over expenditure	284,080,778	139,942,380
Adjustment for:		
Depreciation charged	5,121,827	6,105,046
Amortization charged	963,064	216,566
(i) Operating profit before working capital changes	290,165,669	146,263,992
(Increase)/Decrease in advance against expenses	(421,001)	(2,355,841)
(Increase)/Decrease in interest receivable on FDR	(964,126)	(1,470,082)
Increase/(Decrease) in creditors for expenses	3,484,181	(968,429)
Increase/(Decrease) in general provident fund	-	(2,579,930)
Increase/(Decrease) in benevolent fund	-	(426,258)
Increase/(Decrease) in group insurance	-	(115,164)
(ii) Changes in working capital	2,099,054	(7,915,704)
Interest received during the year	(138,990,696)	(42,495,269)
Net cash flows from operating activities (i+ii)	153,274,026	95,853,019
Cash flow from Investing activities:		
Acquisition of property, plant and equipment	(1,072,475)	(2,172,504)
Acquisition of intangible asset	(3,949,054)	(132,081)
Investment in FDR	(498,000,000)	(98,200,000)
Net cash used in Investing activities	(503,021,529)	(100,504,585)
Cash flow from financing activities:		
Net cash flows from financing activities	-	-
Net changes in cash & cash equivalent	(349,747,503)	(4,651,566)
Add: Cash and cash equivalents at the beginning of the year	443,389,576	448,041,142
Cash and cash equivalents at the end of the year	**93,642,073**	**443,389,576**

These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Brs. Md. Khalilur Rahman Khan
Director (Finance and Accounts)
[Additional Charge]

Dr. Mohammad Yamin Chowdhury
Member

Md. Nurul Amin
Chairman

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

ফটো গ্যালারি

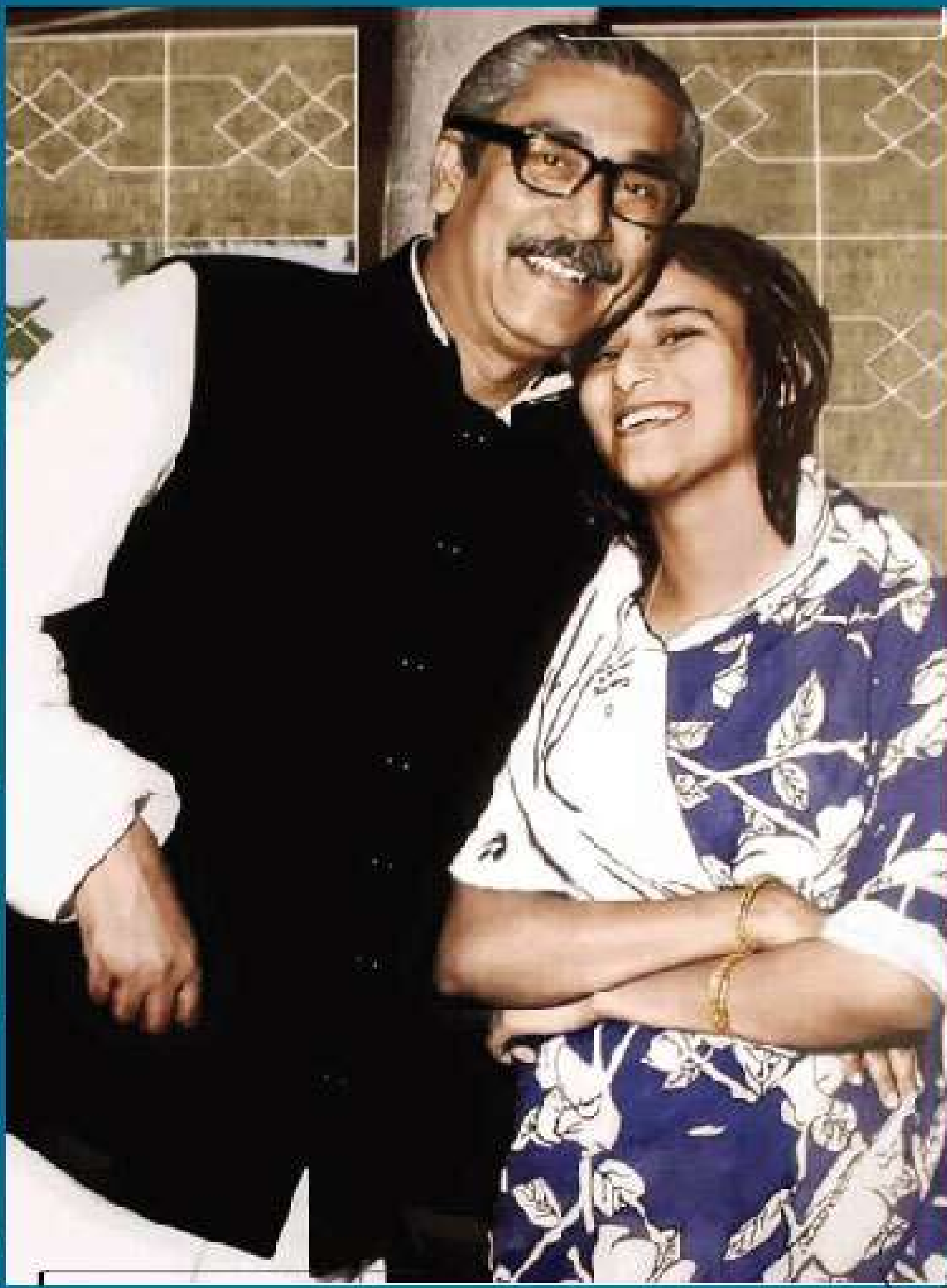

বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে একান্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, এমপি

২২ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে (বিইআরসি) এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ কমিশনের নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল আমিন-কে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল আমিন এর নেতৃত্বে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীরবিক্রম এর সাথে
কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আমিন এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া-এর সাথে
কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আমিন এর সৌজন্য সাক্ষাত

বিইআরসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল আমিন এর সাথে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার এর সৌজন্য সাক্ষাত

বিইআরসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল আমিন সহ কমিশনের সাথে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার এর নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল এক সভায় মিলিত হয়

নরসিংদী জেলায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রয় কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আমিন

বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রয় কার্যক্রম ঢাকার হাতিরপুল ও পলাশী এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শন করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আমিন ও সম্মানিত সদস্য ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর সম্মানিত সদস্য ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন এলাকায় কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে এলপিজি গ্যাস বিক্রয় কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন

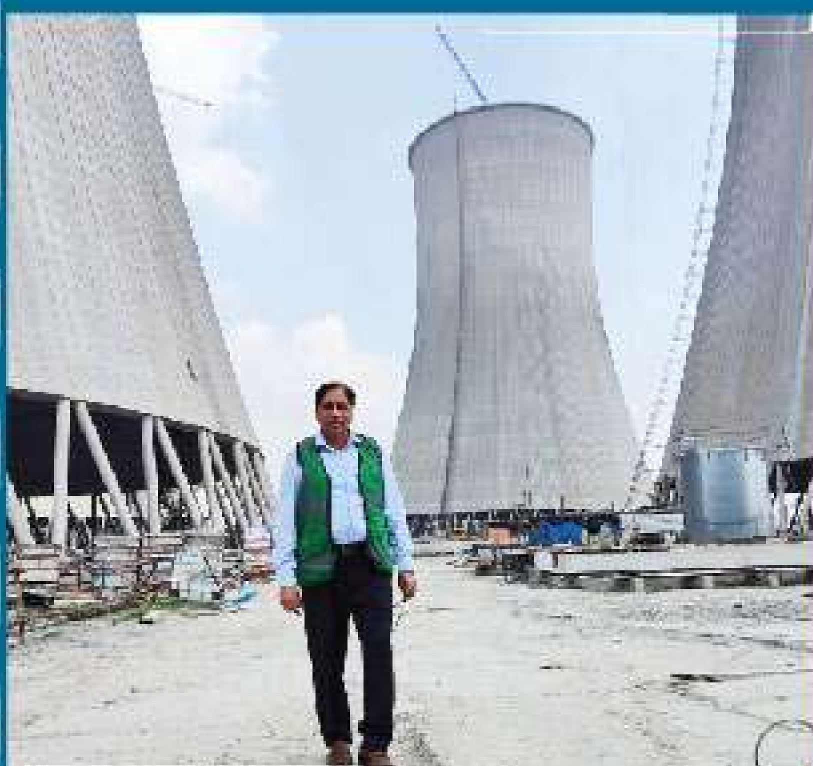

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আমিন এর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প পরিদর্শন

কমিশনের সম্মানিত সদস্য ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, এসজিসি এর বাখরাবাদ গ্যাসফিল্ড পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর সম্মানিত সদস্য (বিদ্যুৎ) জনাব আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান বগুড়া পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি -১ এর কর্মকর্তাগণের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন

USAID-BADGE Project কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত
Bangladesh Grid Code for Generators and Off-takers শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী সেশনে
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আমিন

ঢাকায় অনুষ্ঠিত The World LPG Association কর্তৃক আয়োজিত
WLPGA Asia Regional Summit – Bangladesh এর উদ্বোধনী সেশনে
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আমিন

কমিশনের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এরমাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি এবং কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আমিন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার

কমিশনের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি। এছাড়া, কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আমিন, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগেরসচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও বিভিন্নসংস্থা/কোম্পানিসমূহের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কার্যালয়ে আয়োজিত এক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল আমিন

বিইআরসি কার্যালয়ে আয়োজিত এক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন কমিশনের সম্মানিত সদস্য (আইন, প্রশাসন ও অর্থ) ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী

বিইআরসি কার্যালয়ে আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

বিইআরসি কার্যালয়ে আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে
বিইআরসি কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন
কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল আমিন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও ১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিইআরসি কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিইআরসি কার্যালয়ে
আলোচনা সভা আয়োজিত হয়

ঈদের ছুটি শেষে প্রথম দিন অফিসের শুরুতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
(বিইআরসি) এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নুরুল আমিন
উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION